রবের ভালোবাসায়
সিক্ত যে জীবন

শারমিন জান্নাত

প্রকাশকের কথা

ভালোবাসা। ছোট্ট এই শব্দটি মহান আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত। ভালোবাসায় বদলে যায় মানুষের জীবন। কিন্তু সেই ভালোবাসা যদি হয় বান্দার সাথে রবের ভালোবাসা। তাহলে ভাবুন কেমন হতে পারে আপনার আমার জীবন।

দুনিয়ার জীবনে মানুষের সামান্য ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আমরা কি না করে থাকি! মানুষের ভালোবাসা প্রাপ্তির আশায় কত মিথ্যা পন্থাই না আমরা অবলম্বন করি! কিন্তু রবের ভালোবাসা পেতে আমরা কতটা ততপর; তা একবার ভেবে দেখেছেন?

অথচ আল্লাহর ভালোবাসার সুধা পান করার সৌভাগ্য যাদের হবে, তাদের কীভাবে আপ্যায়ন করানো হবে তার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا - خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا.

‘নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে, তাদের আপ্যায়নের জন্য জান্নাতুল ফিরদাউস প্রস্তুত করা আছে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং সেখান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে চাইবে না’ [সুরা কাহফ, আয়াত : ১০৭-১০৮]

শারমিন জান্নাতের ‘দ্যা রিয়েল লাভ’ শিরোনামের বইটি আমাদের নিয়ে যাবে সে পথেই যে পথে মিলবে রবের ভালোবাসা। যে ভালোবাসাই খাঁটি

ভালোবাসা। বান্দার সাথে রবের ভালোবাসা। আল্লাহ লেখিকাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

সম্পাদনা ও বানান সমন্বয়ের কাজ তিবইয়ান সম্পাদনা পর্ষদের হাতেই হয়েছে। আমরা বইটি যথাসাধ্য সাবলীল ও নির্ভুল করতে চেষ্টায় আমরা কমতি করিনি; কিন্তু তারপরও যদি কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হয়; অনুগ্রহ করে আমাদেরকে জানিয়ে বাধিত করার অনুরোধ করছি। আমরা পরবর্তীতে সংশোধন করে নেব। ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলা বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাজায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

—প্রকাশক

১০ জানুয়ারি ২০২২

যা বলতে চাই

আলহামদুলিল্লাহ। সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক; প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর।

আল্লাহর অশেষ রহমতে আরেকটি বই শেষ করতে পারলাম সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দয়া-ভালোবাসার সঙ্গে পৃথিবীর আর অন্য কোনো ভালোবাসা তুলনা হয় না। তাই বইটা আবেগ উপন্যাসের গল্পে না সাজিয়ে যিনি আমাকে সবচাইতে বেশি ভালোবাসেন, তাঁকে নিয়ে সাজিয়েছি।

'তিনি আমার রব' বইয়ে একটা লেখা আমার মনে আজো নাড়া দেয়। কথাটা যখন মনে হয় মনের অজান্তে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে মাথা নত হয়ে আসে। হ্যাঁ, তিনি আমার রব! আপনি যখন ঘরের দরজা বন্ধ করে অবাধ্যতায় লিপ্ত। তখন তিনি আপনাকে দরজার নিচ দিয়ে অক্সিজেন ঢুকিয়ে দেন, যেন আপনি মারা না যান। সুবহানআল্লাহ। তিনিই আমার রব। বারবার অবাধ্য হওয়ার পরেও তিনি আমাকে তওবার করার সুযোগ দেন।

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার ভালোবাসা চাই এবং আপনাকে যে ভালোবাসে তার ভালোবাসা চাই এবং সেই আমল চাই, যে আমল আপনার ভালোবাসার পাত্র করে দিবে। হে আল্লাহ, আপনার ভালোবাসা আমার নিকট যেন আমার নিজের জীবন এবং পরিবার এবং শীতল পানি থেকেও প্রিয় হয়ে যায়।[১]

---

[১] তিরমিজি, হাদিস নং ৩৮২৮/৩৪৯০

বইটিতে যা কিছু কল্যাণকর রয়েছে সবই আল্লাহ সুবহানা তাআলার দয়া এবং করুণা। আর যদি ভুল করি সেটি আমার পক্ষ থেকে। আল্লাহ আমাকে মাফ করুন।

আল্লাহ সুবহানা তাআলা আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং মুসলিম উম্মাহর এর থেকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন এবং বইটি নাজাতের উসিলা হিসেবে কবুল করুন। আমিন। ইয়া রাব্বিল আলামিন।[২]

—শারমিন জান্নাত

৩০.০৫.২০২১

২. পুনশ্চ : বইয়ের কিছু কিছু আলোচনা ইন্টারনেটের বিভিন্ন ইসলামিক সাইট থেকে সংগৃহীত।

সূচিপত্র

রহমানের পরিচয় এবং তাঁর দয়া ও ভালোবাসা-১৫

আল্লাহ কাদের ভালোবাসেন?-৩৩

দ্যা
রিয়েল
লাভ
রবের ভালোবাসায়
সিক্ত যে জীবন

রহমানের পরিচয় এবং
তাঁর দয়া ও ভালোবাসা

মুসা আলাইহিস সালামের মুখে রিসালতের বাণী শুনে ফেরআউন জিজ্ঞেস করে; আচ্ছা, তোমার রব কে? জবাবে মুসা আলাইহিস সালাম বললেন—

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ

তিনিই আমার রব, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন। [সুরা ত্বহা, আয়াত : ৫০]

সুবহানাল্লাহ! আমাদের রব তিনিই, যিনি শুধু সুন্দর আকৃতিই দান করেননি, আমাদেরকে (সহজ-সুন্দর) পথ দেখিয়েছেন। আমরা কোন পথে চলব? কী করব? যেন আমরা পথ হারিয়ে জাহান্নামের দিকে চলে না যাই।

আমরা সবাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বান্দা। কিন্তু তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে কিছু ব্যক্তিকে নিজের বান্দা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন—

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে আপনার কাছে জানতে চায়; আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই'। [সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৬]

আমি আরও বললাম, আমার রব কই। আল্লাহ বললেন—

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

যখন আমার বান্দা আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তখন বলে দিন, আমি বান্দার খুব কাছেই আছি। সে যখনই আমার কাছে দুআ করে, আমি তার দুআ কবুল করি। [সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৬]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন কাউকে ভালোবাসেন, তখন তিনি কী করেন?

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «إذا أحب الله تعالى العبد، نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا، فأَحْبِبْهُ، فيحبه جبريل، فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً، فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القَبُولُ في الأرضِ». وفي رواية لمسلم: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنّ الله تعالى إذا أحب عبدًا دعا جبريل، فقال: إني أحب فلانا فَأَحْبِبْهُ، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء، فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القَبُولُ في الأرضِ، وإذا أبغض عبدا دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلاناً فأبغضه. فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه، ثم تُوضَعُ له البَغْضَاءُ في الأرض.

আল্লাহ যখন কাউকে ভালোবাসেন, পৃথিবীর মাঝেও তার ভালোবাসা এবং গ্রহণযোগ্যতা ছড়িয়ে দেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে ডেকে বলেন, আমি ওমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাসো। তখন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তাকে ভালোবাসতে থাকেন। এর পর জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ফেরেশতাদের মাঝে ঘোষণা করেন, আল্লাহ ওমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, তোমরাও তাকে ভালোবাসো। তখন আসমানবাসীরাও তাকে ভালোবাসতে থাকেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এর পর পৃথিবীবাসীর অন্তরে তার প্রতি ভালোবাসা দিয়ে দেওয়া হয়।[১]

---

[১]. সহিহ মুসলিম

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন—কারো হৃদয় যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে, আল্লাহ তখন সেই ব্যক্তির ওপর তাকে পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল করে দেন আর তখন শেষ পর্যন্ত সেই ব্যক্তিই তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তিনি আরও বলেন—আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হতে হলে সবার আগে তিনটি কাজ করতে হবে।

প্রথমত : নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে। কুরআন বুঝতে হবে আর কুরআনের শিক্ষা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। সর্বোপরি কুরআনের সঙ্গে মজবুত সম্পর্কটি আরও সুদৃঢ় করতে হবে।

দ্বিতীয়ত : ফরজ আমল যথাযথভাবে পালন করে নফল আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হতে হবে। অধিক পরিমাণে নফল আমল—তাহাজ্জুদ, পরোপকার, দান-সদকা এসব প্রচুর পরিমাণে করতে হবে।

তৃতীয়ত : সারাক্ষণ নিজের জিহ্বা, অন্তর আর শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা জিকির (আল্লাহর স্মরণ) চালু রাখতে হবে। আপনি যত বেশি জিকির করবেন, আল্লাহর-আপনার সম্পর্ক তত দৃঢ় হবে। আপনি আল্লাহর কাছে তত প্রিয় হবেন।[২] সুবহানাল্লাহ! কী চমৎকার একটি জীবন!

আপনি বিচরণ করছেন মাটির পৃথিবীতে, সবার মতো আহার-নিদ্রা করছেন। আর আকাশের অধিপতি আসমান-জমিনের অধিবাসীদের ডেকে আপনার নাম নিয়ে বলছেন, আমি ওমুককে ভালোবাসি। তোমরাও তাকে ভালোবাসো।

পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে, আকাশের যত ফেরেশতা রয়েছে, দুনিয়াতে আল্লাহর প্রিয় বান্দা থেকে শুরু করে বনের পশু, সমুদ্রের মাছ, গর্তের পিঁপড়ে পর্যন্ত তাকে ভালোবাসে। আল্লাহু আকবর! পৃথিবীতে মানুষের জন্য এর চাইতে আনন্দের, সৌভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে!

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার দয়া ও রহমতকে ১০০ ভাগ করেছেন। তার মধ্যে নিরানব্বই ভাগ তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। আর পৃথিবীতে এক ভাগ পৃথিবীর সকল প্রাণীর মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। এই এক ভাগের কারণেই তার সৃষ্টিগুলো একে অপরের প্রতি দয়া করে।[৩]

আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমানের দাবি অনুযায়ী মুসলিম ব্যক্তি কাউকে ভালোবাসবে শুধু আল্লাহর জন্য এবং কাউকে ঘৃণা করবে—তাও শুধু আল্লার জন্য। কারণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পছন্দই তার পছন্দ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অপছন্দই তার অপছন্দ;

---

[২]. মাদারিজুস সালিকিন, ১৭-১৮

[৩]. সহিহ বুখারি ৬০০০ সহিহ মুসলিম ২৭৫২

সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ভালোবাসার কারণেই সে তাকে ভালোবাসবে এবং তার প্রতি তাদের ঘৃণার কারণেই সে তাকে ঘৃণা করবে; আর এ ব্যাপারে তার দলিল হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, তিনি বলেছেন—

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ ، وَأَعْطَى لِلَّهِ ، وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ » .

যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসলো, আল্লাহর জন্য কাউকে ঘৃণা করলো, আল্লাহর জন্য কাউকে দান করলো এবং আল্লাহর জন্য কাউকে দান করা থেকে বিরত থাকলো, সে ব্যক্তি নিজ ঈমানকে পূর্ণতা দান করল।[৪]

আর এর ওপর ভিত্তি করে মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর সকল সৎ বান্দাকে ভালোবাসবে এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে; আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ অমান্যকারী আল্লাহর সকল বান্দাকে ঘৃণা করবে এবং তাদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে; তাছাড়া এই নীতির মাধ্যমে মুসলিম ব্যক্তির তার অন্য কোনো ভাইকে আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে বেশি মহব্বত ও আন্তরিকতার কারণে ভাই ও বন্ধু বলে গ্রহণ করতে কোনো মানা নেই; কেননা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের ভাই ও বন্ধু গ্রহণ করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করে বলেন—

الْمُؤْمِنُ آلِفٌ مَأْلُوفٌ ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ » . رواه أحمد و الطبراني و الحاكم.

মুমিন ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যক্তি; আর সে ব্যক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, যে ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ নয়।

আহমাদ, ত্ববারনি ও হাকেম এবং তিনি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

তিনি আরও বলেন—

إنّ حولَ العرشِ مَنابِرُ من نورٍ، عليها قومٌ لباسُهم نورٌ ووجوهُهم نورٌ ليسوا بأنبياءَ ولا شهداءَ ، يَغْبِطُهُمْ الأنبياءُ والشهداءُ ، فقالوا: يا رسولَ الله صِفْهُمْ لنا ، فقال: هم المُتَحَابُّونَ في الله عزّ وجلّ ،

---

[৪]. আবূ দাউদ, হাদিস নং- ৪৬৮৩

والمُتَجالِسُونَ في الله تعالى ، والمُتَزَاوِرُونَ في الله تعالى» . رواه النسائي.

আরশের চারিপাশে কতগুলো নূরের মিম্বর রয়েছে, যেগুলোর উপর একদল লোক অবস্থান করবে, যাদের পোশাকে নুর এবং চেহারাতেও নুর থাকবে, তারা নবি নন এবং শহিদও নন, তাদের প্রতি ঈর্ষা করবেন নবি ও শহিদগণ; সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের জন্য তাদের একটা বর্ণনা পেশ করুন; তখন তিনি বললেন, তারা হলেন আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে একে অপরকে মহব্বতকারী, পরস্পর আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য বন্ধুত্ব স্থাপনকারী এবং আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারী।[৫]

তিনি আরও বলেন—

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : قَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَحَابُّونَ مِنْ أَجْلِي ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَنَاصَرُونَ مِنْ أَجْلِي» . رواه أحمد و الحاكم.

'আল্লাহ তাআলা বলেন: তাদের জন্য আমার মহব্বত (ভালোবাসা) নিশ্চিত হয়ে যায়, যারা আমার জন্যই একে অপরকে ভালোবাসে; আবার তাদের জন্যও আমার মহব্বত নিশ্চিত হয়ে যায়, যারা আমার কারণেই একে অপরকে সাহায্য করে।'[৬]

তিনি আরও বলেন—

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ الله في ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ : إمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌّ نَشَأَ في عِبَادَةِ الله عز وجل ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسْجِدِ إذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُوْدَ إلَيْهِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيهِ وتَفَرَّقَا عَلَيهِ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ : إنِّي أخَافُ الله ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ، فَأخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ » . متفق عليه.

---

[৫]. নাসায়ি, আস-সুনান আল-কুবরা এবং হাদিসটি সহিহ।
[৬]. আহমাদ ও হাকেম এবং তিনি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

এরূপ সাত ব্যক্তিকে সেদিন আল্লাহ তাআলা তাঁর সুশীতল ছায়ায় স্থান দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না: ১. ন্যায় বিচারক ইমাম বা নেতা; ২. মহান আল্লাহর ইবাদতে মশগুল যুবক; ৩. মসজিদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি— যখন সে মসজিদ থেকে বের হয় আবার তাতে ফিরে আসা পর্যন্ত হৃদয়মন ব্যাকুল থাকে; ৪. এমন দুই ব্যক্তি, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই পরস্পর ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়; ৫. এমন ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে দুচোখের অশ্রু ঝরায়; ৬. এমন লোক, যাকে কোনো সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী ব্যভিচারের জন্য আহ্বান করেছে, আর তখন সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছে: আমি তো আল্লাহকে ভয় করি; ৭. যে ব্যক্তি এমন গোপনীয়তা রক্ষা করে দান-সাদকা করে যে, তার ডান হাত কী দান করল বাম হাত তা জানতে পারে না।[৭]

তিনি আরও বলেন—

إن رجلاً زَارَ أخاً له في اللهِ فأَرْصَدَ اللهُ لهُ ملكاً ، فقال : أين تُرِيدُ ؟ قَالَ : أرِيْدُ أن أزُوْرُ أخِيْ فُلَاناً ، فَقَالَ : لِحَاجَةٍ لكَ عندَهُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : لِقَرَابَةٍ بينكَ وبينهُ ؟ قال : لَا ، قَالَ : فَبِنِعْمَةٍ له عندَكَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَبِمَ ؟ قَالَ : أحِبُّهُ فِي اللهِ ، قَالَ : فإن الله أرْسَلَنِيْ إليكَ أخْبِرُكَ بِأَنَّهُ يُحِبُّكَ لِحُبِّكَ إيَّاهُ ، وقد أوْجَبَ لَكَ الجنةَ » . رواه مسلم بلفظ أخصر من هذا.

এক ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে তার এক ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, তখন আল্লাহ তাআলা তার জন্য একজন ফেরেশতাকে পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দিলেন; তারপর সে (ফেরেশতা) বলল: তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল: আমি আমার অমুক ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই; তারপর সে জিজ্ঞেস করল: তার কাছে কি তোমার কোনো প্রয়োজন আছে? সে বলল: না, সে আবার জিজ্ঞেস করল: তোমার ও তার মাঝে কোনো আত্মীয়তার বন্ধনের কারণেই কি তুমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছ? সে বলল: না, সে আবার জিজ্ঞেস করল: তাহলে কি তোমার কাছে তার কোনো দান বা অনুগ্রহের ব্যাপার আছে, যার কারণে তুমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছ? সে বলল: না, তারপর সে আবার জিজ্ঞেস করল: তাহলে কোন কারণে তুমি তার

[৭]. বুখারি, হাদিস নং- ৬৪২১; মুসলিম, হাদিস নং- ২৪২৭

সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে? জবাবে সে বলল: আমি তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসি; তখন ফেরেশতা বলল: আল্লাহ তাআলা আমাকে তোমার নিকট পাঠিয়েছেন তোমাকে এ সংবাদ দেয়ার জন্য যে, তার প্রতি তোমার ভালোবাসার কারণে তিনিও তোমাকে ভালোবাসেন এবং তিনি তোমার জন্য জান্নাত বরাদ্দ করে দিয়েছেন।[৮]

আর এ ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের শর্ত হলো—তা একান্তই আল্লাহর উদ্দেশ্যে হতে হবে, যা দুনিয়ার যাবতীয় ভেজাল ও তার বস্তুগত সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হবে এবং তার একমাত্র কারণ বা উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর প্রতি ঈমান, অন্য কিছু নয়।

সুতরাং তাকে দ্বীনি ভাই হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আদবসমূহ রক্ষা করে চলতে হবে—

১. তাকে বুদ্ধিমান হতে হবে; কারণ, নির্বোধের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক কিংবা সাহচর্যের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই; কেননা, অনেক সময় নির্বোধ,মূর্খ ব্যক্তি উপকার করতে গিয়ে ক্ষতি করে বসে।

২. তাকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে; কেননা, দুশ্চরিত্রবান ব্যক্তি বুদ্ধিমান হলেও অধিকাংশ সময় নিজের খেয়ালখুশি মতো চলে অথবা রাগ-বিরাগের বশবর্তী হয়ে কাজ করে, ফলে সে তার সাথির সঙ্গে মন্দ আচরণ করে।

৩. তাকে আল্লাহভীরু হতে হবে; কারণ, প্রতিপালকের আনুগত্যের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাওয়া ফাসিক ব্যক্তি থেকে বন্ধুও নিরাপদ নয়; কেননা, সে কখনও কখনও তার সাথির বিরুদ্ধে এমন অন্যায়-অপরাধে জড়িয়ে পড়ে, যেখানে সে ভ্রাতৃত্ব বা বন্ধুত্ব বা অন্য কোনো সম্পর্কের তোয়াক্কা করে না; কারণ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে না, সে ব্যক্তি কোনো অবস্থাতেই অন্যকে ভয় করে না।

৪. তাকে কুসংস্কার ও বিদআত থেকে দূরে থেকে কুরআন ও সুন্নাহ'র অনুসারী হতে হবে; কারণ, কখনও কখনও বিদআতপন্থির বিদআতের পঙ্কিলতা তার বন্ধুকে পেয়ে বসতে পারে; কেননা, বিদআতপন্থি ও আত্মপূজারীকে বর্জন করা ও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা আবশ্যক; সুতরাং কিভাবে তাদের সঙ্গে আন্তরিকতা ও বন্ধুত্ব স্থাপন করা সম্ভব হবে? অথচ কোনো এক সৎ ব্যক্তি বন্ধু বা সাথি নির্বাচনে সংক্ষেপে এ

---

[৮]. ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি-এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত শব্দে বর্ণনা করেছেন (হাদিস নং- ৬৭১৪)। আর এখানে যেসব শব্দে বর্ণনাটি বিদ্যমান, তা ইমাম আল-গাজালি রহ. তার 'এহইয়াউ উলুমিদ্দিন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর জাইনুল ইরাকি বলেছেন, " رواه مسلم "(হাদিসটি মুসলিম রহ. বর্ণনা করেছেন) এবং তিনি এ কথার ইঙ্গিত করেননি যে, "শব্দগুলো ইমাম মুসলিম রহ. এর শব্দ নয়, যা তিনি তার 'আস-সহিহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন"। আল-এহইয়াউ (الإحياء): ২ / ১৫৭, আল-হাবলি সংস্করণ, ১৩৫৮ হি.

আদবগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি তার ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: হে আমার আদরের ছেলে! যখন কোনো ব্যক্তিকে তোমার বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তখন তুমি এমন ব্যক্তিকে বন্ধু বা সাথি হিসেবে গ্রহণ করবে—যখন তুমি তার খেদমত করবে, তখন সে তোমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করবে; যদি তুমি তাকে সঙ্গ দাও, তবে সে তোমাকে সুন্দর করবে; যদি তোমার কোনো খাদ্যসংকট দেখা দেয়, তাহলে সে তোমাকে তা সরবরাহ করবে। তুমি তাকেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে—যখন তুমি কোনো কল্যাণে তোমার হাত বাড়াবে, তখন সে-ও তার হাত বাড়াবে; আর যদি সে তোমার পক্ষ থেকে ভালো কিছু দেখে, তাহলে তা ভালো বলে গণ্য করে; আর মন্দ কিছু দেখলে তা থেকে বাধা প্রদান করে। আর তুমি তাকেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে—যখন তুমি তার নিকট চাইবে, তখন সে তোমাকে দিবে; আর তুমি চুপ করে থাকলে, সে তোমার সঙ্গে কথার সূচনা করবে; আর যদি তুমি কোনো দুর্ঘটনার শিকার হও, তাহলে সে তোমাকে সান্ত্বনা দিবে। আর তুমি তাকেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে—যখন তুমি তার সঙ্গে কথা বলবে, তখন সে তোমার কথাকে সত্য বলে জানবে; আর তোমরা পরস্পর কোনো কাজের উদ্যোগ নিলে সে তোমাকে দায়িত্ব প্রদান করে; আর যদি তোমরা পরস্পর কোনো বিষয়ে মতবিরোধ কর, তাহলে সে তোমাকে অগ্রাধিকার দেয়।[৯]

ইবনুল জাওজি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যারা আল্লাহর দরজা ছাড়া অন্য দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, তাদের জানিয়ে দাও, তোমাদের লাঞ্ছনা কতই না দীর্ঘ!

যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো অনুগ্রহের প্রত্যাশায় আছে তাদের জানিয়ে দাও, তোমাদের আশাগুলো শুধুই নিরাশা!

যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর জন্য আমল করছে তাদের জানিয়ে দাও, তোমাদের আমলগুলো কেবল ধ্বংসই হবে![১০]

[৯]. উদ্ধৃত, আবু বকর আল-জাজায়েরি, মিনহাজুল মুসলিম, পৃ. ১৫৭

[১০]. আত-তাযকিরাহ: ১/৯৮

আল্লাহ তওবাকারীকে ভালোবাসেন

আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

> নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে, তাদেরকে ভালোবাসেন। [সুরা বাকারা, আয়াত : ২২২]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন—

لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

> তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না কেন? খুব সম্ভব (এতে করে) তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হবে। [সুরা নামল, আয়াত : ৪৬]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ তওবাকারীদের কিছু উপকারিতা আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন—

১. আল্লাহর কাছে সবচাইতে মহৎ এবং প্রিয় ইবাদত হলো তওবা। তিনি তাদের ভালোবাসেন—যারা তওবা করে। কেননা তিনি তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসেন। তিনি তাদের গুনাহের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন, যাতে করে তিনি তাদের ওপর তাঁর রহমত ও ভালোবাসার বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারেন।

২. তওবার এমন মর্যাদা আছে, যা অন্য কোনো ইবাদতের মধ্যে নেই। এই কারণেই বান্দা তওবা করলে আল্লাহ সেই পথিকের চাইতে বেশি খুশি হন, যে মরুভূমিতে তার হারানো বাহন খুঁজে পেয়েছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি তওবাকারীর অন্তরে গভীরভাবে প্রভাব

ফেলে। তাই তওবাকারী তার তওবার মাধ্যমে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।

৩. তওবা মহান আল্লাহর সামনে বিনয়ী এবং অসহায়ত্বের অনুভূতি নিয়ে আসে, যা কোনো ইবাদতের মাধ্যমে সহজে পাওয়া যায় না।

৪. আল্লাহ তার বান্দাদের সবচাইতে নিকটবর্তী হয়, যখন তারা ভগ্নহৃদয় থাকে। তাওবাকারী বান্দারা অনেক বেশি ইবাদত করেন। কেননা বিব্রতবোধ এবং শাস্তির ভয়ে তাদের হৃদয় ভরাক্রান্ত থাকে।

মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ আপনি কোথায় থাকেন? আল্লাহ বললেন, আমি প্রত্যেক ভগ্নহৃদয়ের ব্যক্তিদের মাঝে অবস্থান করি।

[কিতাবুল জুহদ] এই কারণে যে তিন শ্রেণির মানুষের দুআ কবুল হয়, তার মধ্যে একটা হলো ভগ্নহৃদয় (মাজলুম)। তওবাকারীদের তিনটি জিনিস মনে রাখা উচিত :

এক. গুনাহের তীব্র অনুশোচনা।

দুই. গুনাহের কারণে ভয়াবহ আজাব।

তিন. এগুলোর বিপরীতে বান্দার অসহায়ত্ব।

যারা রোদের তাপ বা পিঁপড়ার কামড় সহ্য করতে পারে না, তারা কী করে জাহান্নামের আগুন, লোহার হাতুড়ি দিয়ে ফেরেশতাদের আঘাত, উটের মতো সাপের কামড় কিংবা গাধার মতো আকারের বিচ্ছুর দর্শন সহ্য করবে। আমরা আল্লাহর কাছে তার শাস্তি থেকে পানাহ চাই, যারা এই বিষয়গুলো স্মরণে রাখবে এবং তাদের পক্ষ থেকেই কেবল আন্তরিক তাওবা করা সম্ভব।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ۝

হে মানুষ, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং, (দুদিনের) পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারণা না করে। এবং সেই প্রবঞ্চক (শয়তান) যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহর (দয়া ও ক্ষমার ব্যাপারে) অহংকারী না করে (এবং ধোঁকা দিতে না পারে) [সুরা ফাতির আয়াত : ৫]

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি : বরকতময় সত্তা মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম সন্তান! যতক্ষণ আমাকে তুমি ডাকতে থাকবে এবং আমার হতে (ক্ষমা পাওয়ার)

আশায় থাকবে, তোমার গুনাহ যত অধিক হোক, তোমাকে আমি ক্ষমা করব, এত কোনো পরোয়া করব না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ্র পরিমাণ যদি আসমানের কিনারা বা মেঘমালা পর্যন্তও পৌঁছে যায়, তারপরও তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, এতে আমি পরোয়া করব না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি সম্পূর্ণ পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়েও আমার নিকট আসো এবং আমার সঙ্গে কাউকে অংশীদার না করে থাক, তাহলে তোমার কাছে আমিও পৃথিবীপূর্ণ ক্ষমা নিয়ে হাজির হব।[১১]

ভালোলাগা ঘৃণা করা

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যার মধ্যে তিনটি গুণ বিদ্যমান, সে ঈমানের স্বাদ পাবে—(ক) যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে সর্বাধিক ভালোবাসে। (খ) যে শুধু আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসে এবং আল্লাহর জন্যেই কাউকে ঘৃণা করে। (গ) আল্লাহ যাকে কুফরি থেকে মুক্তি দিয়েছেন, সে কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে এমনভাবে অপছন্দ করে, যেভাবে অপছন্দ করে আগুনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে।[১২]

ইমাম মুনাউয়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আজকের ভালোলাগা কালকে বিরক্তির কারণ হবে! আর আজকের খারাপ লাগা কালকের প্রশান্তির কারণ হবে! অর্থাৎ এই দুনিয়ার কোনো কিছুই স্থায়ী নয়।

'কোনো মানুষের উচিত নয়—কাউকে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করা। কেননা, হতে পারে—যাকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে, সে তার চেয়ে পবিত্র হৃদয়, পরিশুদ্ধ আমল এবং বিশুদ্ধ নিয়তের অধিকারী।'[১৩]

পরকালের ক্ষতি

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন—পরকালে যা উপকার করবে না তা পরিত্যাগ করার নাম হলো জুহদ তথা দুনিয়া-বিমুখতা।

আর পরকালে যা ক্ষতি করতে পারে, তা পরিত্যাগ করো।

---

[১১]. সহিহ : সহিহা (হা: ১২৭, ১২৮), রাওজুন নাজির (হা: ৪৩২), মিশকাত তাহকিক সানি (হা: ২৩৩৬) তালিকুর রাগিব (হাঃ ২/২৬৮) জামেআত তিরমিজি, হাদিস নং ৩৫৪০

[১২]. বুখারি, হাদিস : ৫৮২৭; মুসলিম, হাদিস : ৯৪

[১৩]. মুনাউয়ি, ফাইদুল কাদির: ৫/৩৮০

আল্লাহ তাআলা নিরাশ করেন না

হামিদ আল-লাফাফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক শুক্রবারের ঘটনা জুমআর নামাজের আর বেশি সময় বাকি নেই।

এই মুহূর্তে বাড়ির পোষ্য গাধাটি অজানা-গন্তব্যে উধাও হয়ে গেল। ওদিকে আটার কলে পড়ে আছে তার একমাত্র খাদ্য আটা। সেটি না আনলে আজ চুলায় আগুনই জ্বলবে না। আবার ফসলের জমিটা পানি শূন্যতায় ফেটে চৌচির হয়ে আছে। তাতে পানি সিঞ্চন করাও অবশ্যক হয়ে পড়েছে। ত্রিমুখী কাজের চাপ আর অত্যাসন্ন জুমআর নামাজ তার মস্তিষ্কে মিছিল শুরু করে দিলো।

তিনি নীরবে কিছুক্ষণ ভাবলেন, এর পর জাগতিক কর্মগুলোকে পদাঘাত করে ছুটে গেলেন মসজিদ পানে; প্রভুর সন্তুষ্টি ও আত্মিক প্রশান্তি লাভের উদ্দেশ্যে। নামাজ শেষ হলো। অফুরন্ত প্রশান্তি নিয়ে তিনি মসজিদ থেকে বের হলেন। এর পর প্রথমেই তিনি ক্ষেতের কাছে গেলেন, এবং শুষ্ক জমি পানিতে টইটুম্বুর দেখে বিস্ময়ে হতবাক হলেন।

অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন; পাশের জমির মালিক আপন ক্ষেতে পানির লাইন ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ফলে পানি উপচে পড়ে তার জমিটাও সিঞ্চিত হয়ে গেছে। বাড়িতে এসে দেখেন গাঁধাটি আস্তাবলে সুন্দর করে বাঁধা। আশ্চর্য বটে, ভেতরে প্রবেশ করে দেখন, স্ত্রী রুটি তৈরিতে ব্যস্ত।

আবার অবাক হওয়ার পালা! ব্যস্ত হয়ে তিনি স্ত্রীর কাছে জানতে চাইলেন কীভাবে কী হলো?

উত্তরে সে বলল, হঠাৎ আমি গেটে কড়া নাড়ার শব্দ পেলাম। গেট খুলে দিতেই গাধাটি বাড়িতে ঢুকে পড়ল। ওদিকে এক প্রতিবেশীর আটা কলে পড়ে ছিল সে তার আটা আনতে গিয়ে ভুলে আমাদের আটা নিয়ে আসে।

পরে বুঝতে পেরে আমাদের আটা বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যায়। স্ত্রীর বক্তব্য শুনে হামিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আকাশের দিকে মাথা উত্তোলন করে হৃদয়ের গভীর থেকে মহান প্রভুর কৃতজ্ঞতা আদায় করলেন, আর বিড়বিড় করে বলল, হে আল্লাহ! আমি আপনার মাত্র একটি কর্ম সমাধা করেছি আর আপনি আমার তিন-তিনটি প্রয়োজন সমাধা করে দিয়েছেন। সত্যি আপনি মহা ক্ষমতাবান ও দয়ালু।[১৪]

---

[১৪]. সূত্র, আল- কাসাসুল আদাবিয়া : পৃ. ২৮০, ২৮১

নাজাত ও পরকালের মুক্তি কিসে

আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উকবা ইবনু আমির জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! নাজাত (পরকালীন মুক্তি) কিসে? নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার জিহ্বাকে আটকে রাখো, ঘরে যা কিছু আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকো, আর নিজের ভুল স্মরণ করে কাঁদো।[১৫]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অধিকাংশ মানুষ জিহ্বার পদস্খলনের কারণে জাহান্নামে যাবে। তিরমিজি, কিতাবুল ঈমান, হাদিস নম্বর: ২৬১৬

মুনাফিক নেতা আল্লাহর রাগান্বিত কারণ

বুরায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা মুনাফিক মানুষকে নেতা হিসাবে গ্রহণ কর না। যদি নেতা মুনাফিক হয়, তাহলে তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করলে।

অন্য বর্ণনায় আছে, যখন কোনো ব্যক্তি মিথ্যুক মুনাফিক ব্যক্তিকে বলে, হে আমার নেতা! তখন সে তার প্রতিপালককে রাগান্বিত করল।[১৬]

আল্লাহ তার বান্দাদের কতটা ভালোবাসেন

আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি কতটা দয়াময়, তা এই হাদিসটি পড়লে আমরা বুঝতে পারবো। এটি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি অশেষ রহমত ও দয়া। এ সম্পর্কে কুরআনেও আল্লাহ তায়ালা ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন—

> جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
>
> যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে এবং যে একটি মন্দ কাজ করবে, সে তার সমান শাস্তিই পাবে। বস্তুত তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। [সুরা আনআম : ১৬০]

আল্লাহ তায়ালা হাদিসে কুদসিতে বলেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'যখন কোনো বান্দা এক বিঘত আমার দিকে অগ্রসর

---

[১৫]. আবু নুআইম, হিলইয়া, ২/৯

[১৬]. আবুদাউদ হা/৪৯৭৭; আত-তারগিব ওয়াত তারহিব হা/৪১৭৫, উপদেশ, হাদিস নং ৪৮, হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

হয়, তখন আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। আর যখন বান্দা আমার দিকে একহাত অগ্রসর হয়, তখন আমি তার দিকে এক কদম এগিয়ে যাই। আর বান্দা যখন আমার দিকে হেঁটে হেঁটে আসে, তখন আমি তার নিকট দৌড়ে আসি।'[১৭]

বান্দা গুনাহ করতে পছন্দ করে আর মহান আল্লাহ তায়ালা বান্দার গুনাহ মাফ করতে পছন্দ করে। তাই তো আল্লাহ তায়ালা সর্বদা বান্দার জিহ্বার দিকে তাকিয়ে থাকেন, কখন বান্দা আল্লাহ তায়ালার কাছে তওবা করে ফিরে আসে। যেমনটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা রাতে তার ক্ষমার হাত প্রসারিত করেন, যেন দিনের গোনাগার তওবা করে। আবার তিনি দিনে তার ক্ষমার হাত প্রসারিত করেন, যেন রাতের গুনাহগার তওবা করে।'[১৮]

একাকীত্ব সময় আপনি কি করবেন

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, বান্দার দৈনন্দিন জীবনে এমন কিছু সময় থাকা উচিত, যখন সে একা হবে। এই একাকী মুহূর্তগুলো সে দুআ, জিকির করে কাটাবে, সালাত আদায় করবে এবং পরকাল নিয়ে চিন্তাভাবনা, আত্মজিজ্ঞাসা এবং অন্তরের শুদ্ধির জন্য কাজ করবে। এছাড়া আরও যত বিষয় রয়েছে যেগুলো একা না হলে হয় না, সেগুলোর জন্য নির্জনতা বেছে নেবে।'[১৯]

তোমার নফস তোমার শত্রুর মতো

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তোমার আত্মা (নফস) তোমার শত্রুর মতো। সে যখন তোমাকে সতর্ক দেখে, তখন তোমার আনুগত্য করে যায়। আর যখন তোমার মধ্যে দুর্বলতা দেখে, তখন তোমাকে কয়েদির মতো নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়।[২০]

আল্লাহর জন্য কিছু ত্যাগ করলে আল্লাহ উত্তম কিছু দেন

আল্লাহর জন্য কিছু ত্যাগ করলে আল্লাহ উত্তম উত্তম কিছু দিয়ে এর প্রতিদান দেন।

মক্কায় থাকাকালে এক আবেদের সকল সম্পদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি চরম ক্ষুধার্ত হয়ে গেলেন ও খাদ্যের অভাবে মরণাপন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। একদিন মক্কার চত্বরে হেঁটে

---

[১৭]. সহিহ বুখারি : ৭৫৩৬
[১৮]. মুসলিম : ৬৮৮২
[১৯]. মাজমু আল-ফাতাওয়া, ১০/৪২৫
[২০]. বাদাইউল ফাউয়াইদ: ৩/১২০২

বেড়ানোর সময় তিনি একটি হার (নেকলেস) পেলেন। এটাকে তিনি তার আস্তিনের ভিতরে রেখে মসজিদের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। পথে একজন মানুষের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলো, যিনি ঘোষণা দিচ্ছিলেন যে, তিনি একটি হার হারিয়েছেন। গরিব লোকটি পরে বলেছেন যে, আমি তাকে আমার নিকট এর বিবরণ দেয়ার জন্য বললাম।

আর তিনি এত নিখুঁতভাবে এর বিবরণ দিলেন যে, এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ রইল না। আমি তার কাছ থেকে কোনোরূপ পুরস্কার গ্রহণ না করেই তাকে হারটি দিয়ে দিলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমি এটাকে তোমার কারণে দিয়ে দিয়েছি, অতএব, যা এর চেয়ে উত্তম তা দিয়ে আমাকে প্রতিদান দাও।

এরপর তিনি সাগরে গিয়ে ছোট একটি নৌকায় করে যাত্রা শুরু করলেন। অল্প সময় যেতে না যেতেই প্রচণ্ড বায়ুসহ এক ঝড় এলো আর (তার) নৌকাটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো। নৌকাটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল আর লোকটি একটি কাঠের টুকরো ধরে ঝুলে থাকতে বাধ্য হলেন।

প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু তাকে ডানে-বামে নিয়ে গেল। অবশেষে তিনি ভাসতে ভাসতে একটি দ্বীপের তীরে গেলেন। সেখানে মানুষে ভরপুর একটি মসজিদ পেলেন; লোকেরা সেখানে সালাত পড়ছিল, তাই তিনিও তাদের সঙ্গে সালাতে যোগ দিলেন। তিনি অংশ বিশেষ লিখিত কিছু কাগজ পেলেন ও সেগুলো পড়তে শুরু করলেন। দ্বীপের লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি কুরআন পড়ছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারা বলল, আপনি আমাদের শিশুদেরকে কুরআন শিক্ষা দিন। তাই তিনি তাদেরকে কুরআন শেখাতে শুরু করলেন ও তার কাজের জন্য তিনি একটি ভাতা (বেতন) গ্রহণ করলেন। একদিন তারা তাকে লিখতে দেখল ও জিজ্ঞেস করল, আপনি কি আমাদের শিশুদেরকে লেখা শেখাবেন? আবারও তিনি হ্যাঁ বললেন এবং একটি বেতনের বিনিময়ে তাদেরকে লেখা শেখাতে শুরু করলেন।

কিছুদিন পর তারা তাকে বলল, আমাদের নিকট একটি এতিম বালিকা আছে। তার পিতা খুব ভালো মানুষ ছিলেন। আপনি কি তাকে বিয়ে করবেন? তিনি বিয়েতে রাজি হলেন। তিনি পরে বর্ণনা করেছেন, আমি তাকে বিয়ে করে যখন বাসর রাতে তার দিকে তাকালাম, তখন আমি দেখতে পেলাম যে, সে হুবহু সেই একই হার পরে আছে। আমি তাকে বললাম, আমাকে হারের গল্প বলতে। সে বলল যে, তার পিতা এটাকে মক্কায় হারিয়ে ফেলেছিল এবং একটি লোক এটা পেয়ে তার নিকট ফিরিয়ে দিয়েছিল। সে বলল যে, তার পিতা সর্বদা সেজদার সময় তার মেয়ের জন্য দুআ করত, সে যেন ঐ লোকের মতো সৎ স্বামী পেয়ে ধন্য হয়। আমি তখন তাকে জানালাম যে, আমিই সে লোক ছিলাম।

তিনি আল্লাহর জন্য কোনো কিছু ত্যাগ করেছেন, তাই আল্লাহ, তাকে এমন জিনিস দিয়ে প্রতিদান দিলেন, যা ছিল আরও ভালো।

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّباً

> নিশ্চয় আল্লাহ উত্তম ও পবিত্র এবং তিনি উত্তম ও পবিত্র জিনিস ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ (কবুল) করেন না।

ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি (রহ.)-সহ অনেকেই এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

> যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ বের করে দেবেন।

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

> আর তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিজিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেনই। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে স্থির করে রেখেছেন একটি সুনির্দিষ্ট মাত্রায়। [সুরা তালাক, আয়াত : ২৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি আল্লাহর ভয়ে কোনো জিনিস বর্জন করলে, আল্লাহ, তোমাকে তার চেয়ে উত্তম জিনিস দান করবেন।"[২১]

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন—যারা আল্লাহর উপরে বিশ্বাস রাখে তাদের জন্য কষ্টকর সকল কাজই সহজ হয় যায়, যখন তারা জানে যে, আল্লাহ তাদেরকে শুনছেন (দেখছেন)।[২২]

যে কাজ জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেবে

মুআজ ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে এমন কাজ বলুন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।

---

[২১]. মুসনাদে আহমাদ: ৫/৭৮, হাদিসটি সহিহ

[২২]. আল-ফাওয়াঈদ, পৃ ১১৯

তিনি বললেন, তুমি এক বৃহৎ বিষয়ে প্রশ্ন করেছ। এটা তার জন্য খুবই সহজ, আল্লাহ যার জন্য সহজ করে দেন। তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করো না, নামাজ প্রতিষ্ঠা কর, জাকাত দাও, রমযানে রোজা রাখ এবং (কাবা) ঘরে হজ কর।

তারপর তিনি বলেন, আমি কি তোমাদের কল্যাণের দরজা দেখাব না? রোজা হচ্ছে ঢাল। সাদকা গোনাহকে নিঃশেষ করে দেয়। পানি যেমন আগুনকে নিভিয়ে দেয়; তেমনি কোনো ব্যক্তির গভীর রাতের নামাজ তাকে আল্লাহর ওলি বানিয়ে দেয়।

তারপর তিনি পড়েন, تتجافى جنوبهم عن المضاجع হতে يعلمون পর্যন্ত।

যার অর্থ হলো, তারা শয্যা পরিত্যাগ করে তাদের রবকে ভয়ে ও আশায় ডাকে আল্লাহ তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করে। তাদের কর্মের জন্য যে চক্ষু শীতলকারী প্রতিফল রক্ষিত আছে, তা তাদের কেউই জানে না। [সুরা আস-সাজদাহ ১৬-১৭]

তিনি আবার বলেন, আমি তোমাদের কর্মের মূল এবং তার স্তম্ভ ও তার সর্বোচ্চ চূড়া, বলবো কি?

আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহর রাসুল! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, কর্মের মূল হচ্ছে ইসলাম, তার স্তম্ভ হচ্ছে নামাজ এবং তার সর্বোচ্চ চূড়া হচ্ছে জিহাদ।

তারপর তিনি বলেন, আমি কি তোমাকে এসব কিছু আয়ত্তে রাখার জিনিস বলবো না?

আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহর রাসুল! অবশ্যই বলুন। তিনি নিজের জিভ ধরে বললেন, এটাকে সংযত কর। আমি জিজ্ঞেস করি, হে আল্লাহর নবি! আমরা যা বলি, তার হিসাব হবে কি?

তিনি বললেন, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, হে মুআজ! জিভের উৎপন্ন ফসল ব্যতীত আর এমন কিছু আছে কি, যা মানুষকে মুখ থুবড়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে?[২৩]

বিপদ যখন রহমত হয়

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহকে হিফাজত করো, আল্লাহ তোমাকে হিফাজত করবেন। আল্লাহকে স্মরণ করো, আল্লাহ তোমাকে স্মরণ করবেন। যখন কিছু চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে। যখন কোনো সাহায্যের দরকার হবে, আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে।

জেনে রেখো, সারা পৃথিবীর সব সৃষ্টি যদি এক জায়গায় জড়ো হয় আর তোমার উপকার করতে চায়। আর আল্লাহ যদি তা লিখে না রাখেন, তাহলে সারা পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি

---

[২৩]. তিরমিজি হা/২৬১৬, ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৩

তোমার কোনো উপকার করতে পারবেন না। আর সারা দুনিয়ার সব সৃষ্টি একত্রিত হয়েও যদি তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায়। আর আল্লাহ যদি তা না চান, তাহলে সারা দুনিয়া মিলে তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না! কলম তুলে নেওয়া হয়েছে আর কালি শুকিয়ে গেছে।[২৪]

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। সে সময় তিনি জ্বরে ভুগছিলেন।

আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনার যে প্রচণ্ড জ্বর!' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ! তোমাদের দুজনের সমান আমার জ্বর আসে।' আমি বললেন, 'তার জন্যই কি আপনার পুরস্কারও দ্বিগুণ?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ! ব্যাপার তা-ই। (অনুরূপ) যেকোনো মুসলিমকে কোনো কষ্ট পৌঁছে, কাঁটা লাগে অথবা তার চেয়েও কঠিন কষ্ট হয়, আল্লাহ তাআলা এর কারণে তার পাপসমূহকে মোচন করে দেন এবং তার পাপসমূহকে এভাবে ঝরিয়ে দেওয়া হয়; যেভাবে গাছ তার পাতা ঝরিয়ে দেয়।'[২৫]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন—জীবনের সব দুঃখকে এক সিজদাহ দিয়ে বিদায় করে দিন।

মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন—যার আত্মসম্মানবোধ আছে সে কোনো দিন দুনিয়াবি জীবনকে কোনো মূল্য দেয় না।[২৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনু মাসউদ (রা.)-কে বলেন—

'বেশি দুশ্চিন্তা করবে না। আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন, তা ঘটবেই। যে রিজিক তোমার জন্য আছে, তা আসবেই। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ (বলা) হলো নিরানব্বইটি রোগের আরোগ্য, যার সবচেয়ে কমটি হলো দুশ্চিন্তা।[২৭]

ইমাম ইবনুল জাওজি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—জেনে রাখো! জীবনে রয়েছে অনেক উত্থান ও পতন। কখনো দারিদ্র্য, কখনো সচ্ছলতা। কখনো সম্মান, কখনো লাঞ্ছনা। প্রকৃতপক্ষে সেই হচ্ছে সুখী; যে সকল অবস্থাতেই দৃঢ় থাকে।[২৮]

মায়মুন ইবনে মেহরান রাহিমাহুল্লাহ বলেন—বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকি হতে পারবে না, যতক্ষন পর্যন্ত না কঠোরভাবে নিজের হিসেব নিজেই না নিবে।[২৯]

---

[২৪]. সহিহ আত তিরমিজি
[২৫]. সহিহুল বুখারি ৫৬৪৮, ৫৬৪৭, ৫৬৬০, ৫৬৬১
[২৬]. ইবনুল জাওযি, সিফাতুস সাফওয়া: ২/৭৭
[২৭]. তাবারানি, আল-আসওয়াত : ৫০২৮
[২৮]. সাইদ আল-খাতিরঃ ২৮২

আল্লাহ কাদের ভালোবাসেন?

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ এমন বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে সম্পন্ন লোকের কথা উল্লেখ করেছেন, যাদের তিনি ভালোবাসেন। এখানে আল্লাহর ভালোবাসার পাত্রদের থেকে আট প্রকার ব্যক্তি সম্পর্কে কুরআন কি বলে চলেন দেখে আসি ইনশাআল্লাহ।

১. তওবাকারী

আল্লাহ ঐ লোকদের ভালোবাসেন, যারা বারবার আল্লাহর কাছে তওবা করে।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে, তাদেরকে ভালোবাসেন। [সুরা বাকারা, আয়াত ২২২]

২. পবিত্রতা রক্ষাকারী

যারা নিজেদেরকে বিভিন্ন অপবিত্রতার হাত থেকে রক্ষা করে চলে, আল্লাহ তাদেরকেও ভালোবাসেন। কুরআনে বলা হয়েছে—

لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ·

তুমি কখনো সেখানে দাঁড়াবে না, তবে যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে, সেটিই তোমার দাঁড়াবার যোগ্য স্থান।

[১৯]. হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৮৯

সেখানে রয়েছে এমন লোক, যারা পবিত্রতাকে ভালোবাসে। আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালোবাসেন। [সুরা তাওবা, আয়াত : ১০৮]

৩. সৎকর্মকারী

সৎকর্ম সম্পাদনকারী এবং সকল কাজে এহ্সান বা কল্যাণ অবলম্বনকারী ব্যক্তিদের আল্লাহ্ ভালোবাসেন। কুরআনের ভাষায়—

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না। আর অনুগ্রহ কর। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালোবাসেন। [সুরা বাকারা, আয়াত : ১৯৫]

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَ جَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَ نَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَ لَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ .

অতএব, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আমি তাদের উপর অভিসম্পাত করেছি এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি। তারা কালামকে তার স্থান থেকে বিচ্যুত করে দেয় এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা তা থেকে উপকার লাভ করার বিষয়টি বিস্মৃত হয়েছে। আপনি সর্বদা তাদের কোন না কোন প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হতে থাকেন, তাদের অল্প কয়েকজন ছাড়া। অতএব, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মার্জনা করুন। আল্লাহ্ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালোবাসেন। [সুরা আল-মায়েদা, আয়াত : ১৩]

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ اَحْسَنُوْا ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ۠

যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে, সে জন্য তাদের কোন গোনাহ নেই যখন ভবিষ্যতের জন্যে সংযত হয়েছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। এরপর সংযত থাকে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে। এর পর সংযত থাকে এবং সৎকর্ম করে। আল্লাহ সৎকর্মীদেরকে ভালোবাসেন। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ৯৩]

৪. আল্লাহর উপর নির্ভরকারী

যারা নিজেদের সকল কাজের জন্য আল্লাহর উপর নির্ভর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ۗ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ.

আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগ ও কঠিন হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের পরামর্শ করুন। অতপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করুন, আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালোবাসেন। [সুরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৫৯]

৫. আল্লাহকে ভয়কারী

নিজেদের কাজের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করা ব্যক্তিদের আল্লাহ ভালোবাসেন। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

যে লোক নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, অবশ্যই আল্লাহ পরহেজগারদেরকে (তার প্রতি ভয়কারী) ভালোবাসেন। [সুরা আলে-ইমরান, আয়াত : ৭৬]

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

অতএব, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্যে সরল থাকে, তোমরাও তাদের জন্য সরল থাক। নিঃসন্দেহের আল্লাহ মুত্তাকিদের পছন্দ করেন। [সুরা তাওবা, আয়াত : ৭]

৬. ন্যায়পরায়ণ

ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের আল্লাহ ভালোবাসেন। কুরআনে বলা হয়েছে—

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَ اِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ؕ وَ اِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

এরা মিথ্যা বলার জন্যে গুপ্তচরবৃত্তি করে, হারাম ভক্ষণ করে। অতএব, তারা যদি আপনার কাছে আসে, তবে হয় তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন, না হয় তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন। যদি তাদের থেকে নির্লিপ্ত থাকেন, তবে তাদের সাধ্য নেই যে, আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে। যদি ফয়সালা করেন, তবে ন্যায় ভাবে ফয়সালা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালোবাসেন। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ৪২]

وَ اِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰۤى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ اَقْسِطُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অতপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং ন্যায়বিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদেরকে পছন্দ করেন। [সুরা হুজরাত, আয়াত : ৯]

৭ ধৈর্যধারণকারী

আল্লাহ ধৈর্যধারণকারীদের ভালোবাসেন। কুরআনে তিনি বলেন—

وَ كَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَه رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَ هَنُوْا لِمَاۤ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ مَا ضَعُفُوْا وَ مَا اسْتَكَانُوْا ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ .

আর বহু নবি ছিলেন, যাদের সঙ্গী-সাথিরা তাদের অনুবর্তী হয়ে জিহাদ করেছেন; আল্লাহর পথে তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর পথে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৪৬]

৮. আল্লাহর পথে জিহাদকারী

আল্লাহর পথে যারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের সবর্স্ব নিয়ে জিহাদ বা চেষ্টা করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন। কুরআনে বলা হয়েছে—

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ

আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সিসা গালানো প্রাচীর। [সুরা সফ, আয়াত : ৪]

আল্লাহ আমাদের এসকল বৈশিষ্ট্য অর্জনের মাধ্যমে তার ভালোবাসা লাভের জন্য যোগ্য করে তুলুন। আমিন ইয়া রব্বিল আলামিন।

অন্তরের ঔষধ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কালামে মাজিদে বলেন—

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ؕ

জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়। [সুরা রাদ, আয়াত : ২৮]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন—প্রত্যেক মানুষের অন্তরেই কিছুটা অস্থিরতা বিদ্যমান, যা শুধুমাত্র আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব। প্রত্যেকটা অন্তরেই একাকীত্বের অনুভূতি বিদ্যমান, যা শুধুমাত্র আল্লাহর নৈকট্য লাভের নির্মূল করা সম্ভব। প্রত্যেক অন্তরেই ভয় এবং উদ্বেগ বিদ্যমান, যা শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে ছুটে যাওয়ার মাধ্যমেই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। প্রত্যেকটা অন্তরেই কিছুটা দুখানুভূতি বিদ্যমান, যা কেবলমাত্র আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকার মাধ্যমেই মোচন করা সম্ভব।[৩০]

[৩০]. মাদারিজুস সালিকিন ৩/১৫৬

ধোঁকার দুনিয়া

দুনিয়া একটা ধূসর মরীচিকা, রবকে বেমালুম ভুলে গিয়ে যার পিছনে রাতদিন আমরা ছুটছি। ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ কত সুন্দর করেই না বলেছেন।

দুনিয়া হলো পতিতা নারীর মতো যে একজন স্বামীর সঙ্গে স্থির থাকে না বরং একাধিক স্বামী তালাশ করে, তাদের সঙ্গে আরও বেশি ভালো থাকার আশায়। ফলে সে বিপদগামী হওয়া ব্যতীত সন্তুষ্ট থাকে না। দুনিয়ার পিছনে ঘোরা হলো হিংস্র জানোয়োরের চারণভূমিতে বিচরণ করার মতো। এতে সাঁতার কাটা মানে কুমিরের পুকুরে সাঁতার কাটার মতো। দুনিয়ার দ্বারা আনন্দিত হওয়া মানে হলো নিশ্চিত দুশ্চিন্তায় পতিত হওয়া। দুনিয়ার ব্যথা-বেদনাগুলো এর স্বাদ থেকেই সৃষ্টি হয়। এর দুঃখ কষ্টগুলো এর আনন্দ থেকেই জন্ম নেয়।[৩১]

তোমার সফলতা কোথায়

সুরা তাওবার ৭২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

আল্লাহ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের জন্য এমন জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেনে, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। যার ওয়াদা আল্লাহ দিয়েছেন। আর এসব কাননকুঞ্জে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুত এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। এটিই হলো মহাসাফল্য। [সুরা আত-তাওবাহ, আয়াত : ৭২]

আল্লাহ দয়ার বিশালতা

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহিমাহুল্লাহ বলেন! উবাইদা ইবনে সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, যখন কেয়ামত হয়ে যাবে এবং আল্লাহ সৃষ্টিকুলের হিসাব-নিকাশ থেকে অবসরে যাবেন, তখন দুই ব্যক্তি থেকে যাবে তাদের ব্যাপারে জাহান্নামের ফায়সালা হবে। জাহান্নামের উদ্দেশ্যে তাদের নিয়ে যাবার কালে তাদের একজন বারবার পিছন দিকে তাকাবে। তখন পরাক্রমশালী আল্লাহ

[৩১]. ইবনুল কাইয়্যিম, মুহাম্মাদ আবু বকর, মুখতাসার আল ফাওয়ায়িদ পৃষ্টা ৩২

বলবেন তাকে ফিরিয়ে আনো ফেরেশতারা তাকে ফিরিয়ে আনবে। আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি বারবার পিছনের দিকে কেন তাকাচ্ছিলে। সে বলবে, আমি আশা রাখছিলাম আপনি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তখন তার ব্যাপারে জান্নাতের নির্দেশ দেওয়া হবে। তখন সে বলবে আমার রব আমাকে এত দিয়েছেন যে, আমি যদি সমস্ত জান্নাতবাসীকে আহার করায় তবু আমার কাছে যা আছে তা থেকে কিছু কমবে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হাদীসটি বর্ণনা করতেন, তখন তার চেহারা আনন্দের ছাপ দেখা যেত।[৩২]

ইমাম বায়হাকি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন। আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একদা দুজন লোক মরুভূমিতে চলছিল, তাদের একজন আবেদ আর অপরজন গুনাগার। পথিমধ্যে গুনাগার ব্যক্তি তার কাছে থাকা একটি পানির পাত্র বের করল। আবেদ লোকটির কাছে কোনো পানি ছিল না। সে পিপাসিত হয়ে পড়ল তখন সে গুনাগার লোকটির উদ্দেশ্যে বলল, হে অমুক আমাকে পানি দাও, আমি পিপাসায় মরে যাবো। গুনাগার লোকটি বলল, দেখো আমার কাছে একটি মাত্র পানির পাত্র আছে আর আমরা মরুভূমিতে আছি এখন আমি যদি তোমাকে এইটুকু দিয়ে দেই তাহলে আমি মারা পড়বো। এর পর আবার চলতে লাগল একটু পর আবেদ ব্যক্তিটি খুবই পিপাসার্ত হয়ে গুনাগার লোকটির উদ্দেশ্য আবার বলল, হে অমুক আমাকে পানি দাও, আমি পিপাসায় মরে যাব। গুনাহগার লোকটি বলল, দেখো, আমার কাছে একটি মাত্র পানির পাত্র আছে, আর আমরা মরুভূমিতে আছি। এখন আমি তোমাকে এইটুকু দিয়ে দেই, তাহলে আমি মারা পড়বো। এরপর তারা উভয়ে চলতে থাকলো। কিছুক্ষণ পর সেই লোকটি পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ে গেল। সে লোকটির উদ্দেশ্যে বলল আমাকে পানি দাও, আমি পিপাসায় মারা যাচ্ছি। তখন গুনাহগার লোকটি মনে মনে বলল, আল্লাহর কসম যদি এই নেককার লোকটি এভাবে মারা যায়, তাহলে আল্লাহর কাছে আমার কোনো উপায় থাকবে না। এই ভেবে সে তার উপর কিছু পানি ছিটিয়ে দিলো, তাকে কিছু পানি পান করালো। এরপর তারা আবার মরুভূমিতে পথ চলতে লাগল। চলতে চলতে একসময় মরুভূমি শেষ হয়ে গেল।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেয়ামতের দিনে যখন উভয়কে হিসাব-নিকাশের জন্য দাঁড় করানো হবে, তখন আবেদনের জন্য জান্নাতের ফয়সালা হয়ে যাবে, গুনাগার লোকটির জন্য গুনাহের কারণে জাহান্নামে ফয়সালা হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এমন সময়ই গুনাহগার আবেদ লোকটিকে চিনে ফেলবে কিন্তু আবেদ লোকটি গুনাগার কে চিনতে পারবে না। তখন সে

---

[৩২]. মুসনাদে আহমাদ ৩৭ /৪৫৪

আবেদ কে যেকে বলবে, আমি সেই লোক, যে তোমাকে মরুভূমিতে একদিন নিজের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছিলাম। আজ আমার জাহান্নামের ফয়সালা হয়ে গেছে। তুমি আমার জন্য তোমার রবের নিকট সুপারিশ করো। তখন লোকটি আল্লাহর দরবারে তার জন্য সুপারিশ করে বলবে, হে আল্লাহ এই লোকটি নিজের উপর আমাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল তাকে আজ আমার জন্য দিয়ে দিন। তখন ওই গুনাহগার কে আবেদের কাছে সোপর্দ করে দেওয়া হবে। ফলে আবেদ লোকটি তার হাত ধরে তাকে নিয়ে সোজা জান্নাতে চলে যাবে।[৩৩]

সুবহানআল্লাহ, প্রিয় পাঠক! একবার ভেবে দেখুন আমার রবের কত দয়া। মাত্র একদিন একজন আবেদ ব্যক্তিকে পানি দেওয়ার কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে মাফ করে দিবেন কিয়ামতের দিনে। এখানে শিক্ষণীয় ঘটনা হলো, আমরা যেন নিজের গুনাহের কারণে হতাশ হয়ে না যাই। আমরা যেন আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে না যাই।

দৃঢ়প্রত্যয় ও আল্লাহর প্রতি ভরসা

ঈমানের রুকন ৬টি। এর মধ্যে একটা তকদিরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া একজন মানুষ কখনো মুমিন হতে পারে না। তাকদিরের প্রতি পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তার কোনো ইবাদত গ্রহণ যোগ্য নয়। মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ভরসা রাখলে যেকোনো বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় দীন সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য মানব আকৃতি ধারণ করে জিবরিল আলাইহিস সালাম আগমন করলেন। তারপর কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। তিনি যেসব প্রশ্ন করেছিলেন, তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল এই: আপনি আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

الْإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ جِبْرِيْلُ: صَدَقْتَ

ঈমান হলো, আল্লাহ তাআলা, সমস্ত ফেরেশতা, আসমানি কিতাবসমূহ, সকল নবি-রাসুল, কিয়ামত দিবস এবং তাকদিরের ভালো-মন্দের প্রতি

---

[৩৩]. ইমাম বায়হাকি রহিমাহুল্লাহ বলেন উল্লিখিত হাদিসটি দুর্বল জামিউল আহাদিসুল কুদসিয়্যাহ ৬৫২, কিতাবুল ফিতান

বিশ্বাস স্থাপন করা। জিবরিল আলাইহিস সালাম বললেন, আপনি সত্য বলেছেন।

এ হাদিসের শেষ দিকে আছে তোমরা কি জানো প্রশ্নকারী লোকটি কে? সাহাবিগণ বললেন, না, আমরা জানি না, হে আল্লাহর রাসুল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তিনি হলেন জিবরিল। তিনি তোমাদেরকে দ্বীন শেখাতে এসেছিলেন।[৩৪]

এতে বুঝা গেল যে, এই রুকনগুলোসহ আরও যেসব বিষয় এ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে অবগত লাভ করা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত।

তাকদির সংক্রান্ত এ কাজটি সম্পন্ন হয়েছে আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই।

তাকদিদের উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে একথাটিও মনে রাখতে হবে যে, সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ তাআলার অধীনে এবং এগুলোর ক্ষেত্রে কেবল তার ইচ্ছাই কার্যকরী হয়। সে হিসেবে তাকদিরে বিশ্বাসের অর্থ হবে: যে কোনো বিষয় সংঘটিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহর চিরন্তন ইলমে তা রয়েছে, এ কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। এ-ও বিশ্বাস করা যে, এ মহাবিশ্বে এমন কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই, যা আল্লাহ তাআলার চিরন্তন ইলমের সীমার বাইরে ঘটছে। আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন ও জেনেছেন, অতঃপর তার চাওয়া ও জানা অনুযায়ী সকল কিছু ঘটছে এবং ঘটবে।

তাকদিরে বিশ্বাস করার মধ্যে একথাও রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকুলের ভাগ্য, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন। সহিহ হাদিসে এ রকমই রয়েছে। আল কুরআনেও এ দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে:

إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

নিশ্চয় তা সুরক্ষিত রয়েছে কিতাবে, আর তা আল্লাহর জন্য অতি সহজ [সুরা আল হজ, আয়াত : ৭০]

তাকদিরে বিশ্বাসের মধ্যে এ বিষয়টাও রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা যা চেয়েছেন তা হয়েছে। আর যা চাননি, তা হয়নি। এ পৃথিবীর সমগ্র মানুষ যদি একত্রিত হয়ে, আল্লাহ যা চাননি তা সংঘটিত করতে চায়, তবে তারা তা পারবে না। বরং কেবল তাই সংঘটিত হবে যা আল্লাহ চান, যা তিনি ইচ্ছা করেন। বান্দার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার আওতাধীন। ইরশাদ হয়েছে—

---

[৩৪]. মুসলিম ৮, তিরমিজি ২৬১০, নাসায়ি ৪৯৯০, আবু দাউদ ৪৬৯৫, ইবন মাজাহ ৬৩, আহমদ ১৮৫, ১৯২, ৩৬৯, ৩৭৬, ৫৮২২

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ، يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ

> আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে তোমরা অন্য কোনো অভিপ্রায় পোষণ করবে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তিনি যাকে ইচ্ছা তার রহমতে দাখিল করেন [সুরা দাহর, আয়াত : ৩০-৩১]

দুনিয়াতে সুখী মানুষ তারাই, যারা আল্লাহর সকল সিদ্ধান্তে তাকদিরে সন্তুষ্ট থাকে এবং সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহর উপর ভরসা করে।

তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা করা) মানে এই নয় যে, কোনো কাজ না করে সবকিছু আল্লাহর উপর ছেড়ে দেওয়া। বরং তাওয়াক্কুল হলো, উপকরণ সংগ্রহ করে সাধ্যানুযায়ী কাজ করে যাওয়া এবং সফলতার জন্য দুআ করা। বান্দার কাজ এটুকুই। বাকি কাজ আল্লাহই করে দেবেন এই আশা রাখা।

বিশ্বাস রাখতে হবে, এই উপায়-উপকরণ বা কাজের মাধ্যমে কোনো সফলতা আসবে না, বরং আল্লাহই সফলতা দেওয়ার একমাত্র মালিক। আল্লাহ, চাইলে কোনো উপকরণ ছাড়াও সাহায্য করতে পারেন আবার উপকরণ দিয়েও সাহায্য করতে পারেন। যেমন: ইবরাহিম আলাইহিমুস সালামকে তিনি কোনো উপকরণ ছাড়াই আগুন থেকে মুক্তি দিয়েছেন আবার মুসা আলাইহিস সালামের নির্দেশে সামান্য লাঠির আঘাতে সমুদ্র/নদীতে রাস্তা তৈরির মাধ্যমে সাহায্য করেছেন। আল্লাহ, দুটোই করতে সক্ষম। তবে, সুন্নাহ বা ইসলামের নিয়ম হলো, বান্দা সাধ্যানুযায়ী উপকরণ সংগ্রহ করবে, অতঃপর আল্লাহর উপর নির্ভর করবে। এটিই হলো প্রকৃত তাওয়াক্কুল। অনেকে পাখির হাদিস থেকে ভুল ধারণা নিয়ে বলেন যে, সঠিকভাবে তাওয়াক্কুল করলে উপকরণের প্রয়োজন নেই। অথচ সেই হাদিসেই বলা হয়েছে, পাখি শুধু তাওয়াক্কুল করে তার নীড়ে বসে থাকে না, বরং খাবারের খোঁজে বেড়িয়ে পড়ে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যদি তোমরা সঠিকভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করতে, তবে তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে পাখির মতো রিযিক দিতেন। ভোরবেলা পাখিরা খালিপেটে (বাসা থেকে) বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যাবেলা ভরা পেটে (বাসায়) ফিরে আসে।[৩৫]

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তাওয়াক্কুলের রহস্য ও তাৎপর্য হলো, বান্দার অন্তর এক আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়া, জাগতিক উপকরণের প্রতি অন্তর

[৩৫]. ইবনু মাজাহ, আস-সুনান: ৪১৬৪; হাদিসটি সহিহ

মোহশূন্য থাকা, সেগুলোর প্রতি আকৃষ্ট না হওয়া। (এই বিশ্বাস রাখা যে,) এসব উপায়-উপকরণের সরাসরি কোনো ক্ষতি কিংবা উপকার করার ক্ষমতা নেই।[৩৬]

মারইয়াম আলাইহাস সালাম ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। আমরা ভালো করেই জানি যে, একজন অন্তঃসত্ত্বা নারী শারীরিক এবং মানসিকভাবে কতটা দুর্বল থাকেন। আবার আমরা এ-ও জানি, খেজুর গাছের ভিত্তি পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শক্ত ও মজবুত ভিত্তি। যত বড় তুফানই আসুক খেজুর গাছকে সমূলে উপড়াতে পারে না। মারইয়াম আলাইহাস সালাম ছিলেন আল্লাহর খুবই প্রিয় বান্দি। তিনি মসজিদে থাকতেন। তাঁর জন্য জান্নাতের খাবার পাঠানো হতো। এগুলো সব কুরআনেই আছে। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হলো—

وَهُزِّيْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا

> তুমি তোমার দিকে খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে নাড়া দাও। এটি তোমার উপর পাকা খেজুর নিক্ষেপ করবে। [সুরা মারইয়াম, আয়াত : ২৫]

এই ঘটনা থেকে আমাদের অন্যতম শিক্ষা হলো, আল্লাহ, তাআলা ইচ্ছা করলে এমনিতেই খেজুর নিক্ষেপ করতে পারতেন। তবু তিনি মারইয়ামকে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্য দিয়ে রিজিক পৌঁছিয়েছেন। অথচ তিনি ছিলেন তখন শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল। উপকরণ খুব তুচ্ছ হতে পারে, তবু সেটি নিয়েই তাওয়াক্কুল করতে হবে। যেমনটি করেছিলেন মুসা আলাইহিস সালাম মারইয়াম আলাইহাস সালাম এবং অন্যরা।

হাদিসে এসেছে, তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর উপর সুধারণা পোষণ করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ না করে।[৩৭]

শায়খ আবু জায়েদ খালিদ আল হুসাইনান (তাকাব্বালাল্লাহু লাহু) বলেন, বান্দা যখন তার রবের প্রতি সুধারণা পোষণ করে, তখন আল্লাহ তাআলা তার বরকতের দরজাসমূহ এমন ভাবে খুলে দেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না। তাই হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করবে; তাহলে তুমি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কিছু দেখতে পাবে, যা তোমাকে আনন্দিত করবে।

হাফিজ ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যখনই বান্দা আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা, ভালো আশা এবং যথার্থ ভরসা করে, তখন আল্লাহ, কিছুতেই তার আশা ভঙ্গ করেন না। কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোনো আশা পোষণকারীর আশা ব্যর্থ করেন না এবং কোনো আমলকারীর আমল বিনষ্ট করেন না।

---

৩৬. আল ফাওয়াইদ, পৃষ্ঠা: ৮৭

৩৭. মুসলিম, আস-সহিহ: ২৮৭৭

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ومَعَهُ الرُّهَيطُ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلانِ وَالنبيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لي سَوادٌ عَظيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فقيلَ لِي : هَذَا مُوسَى وَقَومُهُ ولكِنِ انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ فَنَظَرتُ فَإِذا سَوادٌ عَظِيمٌ فقيلَ لي : انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ الآخَرِ فَإِذَا سَوَادٌ عَظيمٌ فقيلَ لِي : هذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألفاً يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيرِ حِسَابٍ ولا عَذَابٍ ثُمَّ نَهَضَ فَدخَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ في أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ولا عَذَابٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ صَحِبوا رسولَ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقالَ بعْضُهُمْ : فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ وُلِدُوا في الإِسْلامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِالله شَيئاً - وذَكَرُوا أشيَاءَ - فَخَرجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ ؟ فَأَخْبَرُوهُ فقالَ هُمُ الَّذِينَ لاَ يَرْقُونَ وَلا يَسْتَرْقُونَ وَلا يَتَطَيَّرُونَ وعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُون فقامَ عُكَّاشَةُ ابنُ محصنٍ فَقَالَ : ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلني مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ : ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلنِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত—

আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমার কাছে সকল উম্মত পেশ করা হলো। আমি দেখলাম, কোনো নবির সঙ্গে কতিপয় (৩ থেকে ৭ জন অনুসারী) লোক রয়েছে। কোনো নবির সঙ্গে এক অথবা দুইজন লোক রয়েছে। কোনো নবিকে দেখলাম তাঁর সঙ্গে কেউ নেই। ইতোমধ্যে বিরাট একটি জামাআত আমার সামনে পেশ করা হলো। আমি মনে করলাম, এটিই আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হলো যে, 'এটি হলো মুসা ও তার উম্মতের জামাআত কিন্তু আপনি অন্য দিগন্তে তাকান।' অতঃপর তাকাতেই আরও একটি বিরাট জামাআত দেখতে পেলাম। আমাকে বলা হলো যে, 'এটি হলো আপনার উম্মত। আর তাদের সঙ্গে

রয়েছে এমন ৭০ হাজার লোক, যারা বিনা হিসাব ও আজাবে বেহেশত প্রবেশ করবে।'

এ কথা বলে তিনি উঠে নিজ বাসায় প্রবেশ করলেন। এদিকে লোকেরা ঐ বেহেশতি লোকদের ব্যাপারে বিভিন্ন আলোচনা শুরু করে দিলো, যারা বিনা হিসাব ও আজাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। কেউ কেউ বলল, 'সম্ভবত ঐ লোকেরা হলো তারা, যারা আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবা।' কিছু লোক বলল, 'বরং সম্ভবত ওরা হলো তারা, যারা ইসলামে জন্মগ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করেনি।' আরও অনেকে অনেক কিছু বলল। কিছু পরে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিকট বের হয়ে এসে বললেন, তোমরা কী ব্যাপারে আলোচনা করছ? তারা ব্যাপার খুলে বললে তিনি বললেন, ওরা হলো তারা, যারা ঝাড়ফুঁক করে না, ঝাড়ফুঁক করায় না এবং কোনো জিনিসকে অশুভ লক্ষণ মনে করে না, বরং তারা কেবল আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখে।

এ কথা শুনে উক্কাশাহ ইবনে মিহসান উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, '(হে আল্লাহর রসূল!) আপনি আমার জন্য দুআ করুন, যেন আল্লাহ আমাকে তাদের দলভুক্ত করে দেন!' তিনি বললেন, তুমি তাদের মধ্যে একজন। অতঃপর আর এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি আমার জন্যও দুআ করুন, যেন আল্লাহ আমাকেও তাদের দলভুক্ত করে দেন।' তিনি বললেন, উক্কাশাহ (এ ব্যাপারে) তোমার অগ্রগমন করেছে।[৩৮]

وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.

এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিজিক দিবেন, যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।[সুরা তালাক, আয়াত : ৩]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হলো, তখন তিনি বললেন, হাসবুনাল্লাহু ওয়া-

[৩৮]. বুখারি ৫২৭০, মুসলিম ২২০নং

নিমাল ওয়াকিল (আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম অভিভাবক)। আর লোকেরা যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথিদের বলল, (শত্রু বাহিনীর) লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হচ্ছে, তাই তোমরা তাদের ভয় কর, তখন তাদের ঈমান বেড়ে গেল এবং তারা বলল, হাসবুনাল্লাহু ওয়া-নিমাল ওয়াকিল (আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই উত্তম অভিভাবক)

হাদিসের শিক্ষা ও মাসায়েল

এক. হাসবুনাল্লাহু ওয়া-নিমাল ওয়াকিল দুআটির ফজিলত প্রমাণিত হলো। এ দুআটি যেমন মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম চরম বিপদের মুহূর্তে পাঠ করেছিলেন, তেমনি সাইয়েদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বিপদের সময় তা পাঠ করেছেন।

দুই. মানুষের পক্ষ থেকে আগত আঘাত, আক্রমণ ও বিপদের সময় এ দুআটি পাঠ করা আল্লাহ তাআলার প্রতি তাওয়াক্কুলের একটি বড় প্রমাণ। তাই তো যখন মানুষেরা ইবারহিম আলাইহিস সালামকে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল, তখন তিনি এ দুআটি পড়েই আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলের প্রমাণ রেখেছিলেন। একইভাবে উহুদ যুদ্ধের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির পর যখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কিরাম আবার শত্রু বাহিনীর আক্রমণের খবর পেলেন, তখন তারা এ দুআটি পাঠ করে আল্লাহর ওপর নির্ভেজাল তাওয়াক্কুলের প্রমাণ দিয়েছেন।

তিন. এ দুআটি আল্লাহর কাছে এত প্রিয় যে, তিনি তাঁর পবিত্র কালামে এ দুআ পড়ার ঘটনাটি তুলে ধরেছেন। আর যারা এটি পড়েছেন তাদের প্রশংসা করেছেন।

চার. শত্রুর পক্ষ থেকে আগত ভয়াবহ বিপদ বা আক্রমণের মুখে এ দুআটি সে-ই পড়তে পারে, যার ঈমান তখন বেড়ে যায়। যে পাঠ করে তার ঈমান যে বৃদ্ধি পেয়েছে তা-ও বুঝা যায়।

পাঁচ. দুআটি পাঠ করতে হবে অন্তর দিয়ে। অর্থ ও মর্ম উপলব্ধি করে। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এমনভাবে পাঠ করেছিলেন বলেই আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। আর সাইয়েদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম এমনভাবে পাঠ করতে পেরেছিলেন বলেই তো তা আল্লাহর কাছে কবুল হয়েছিল, ফলে শত্রুরা ভয়ে পালিয়ে ছিল। এমন যদি হয় যে, শুধু মুখে বললাম, কিন্তু কি বললাম তা বুঝলাম না। তাহলে এতে কাজ হবে না বলেই ধরে নেওয়া যায়।

ছয়. 'হাসবুনাল্লাহ' আর 'হাসবিআল্লাহ'-এর পার্থক্য হলো, এক বচন ও বহু বচনের। প্রথমটির অর্থ আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর দ্বিতীয়টির অর্থ হলো, আল্লাহ আমার

জন্য যথেষ্ট। এক বচনে হাসবি আল্লাহ.. আর বহু বচনে হাসবুনাল্লাহ... বলতে হয়। ইবারহিম আলাইহিস সালাম ছিলেন একা। তাই তিনি হাসবি আল্লাহ... বলেছেন।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর আমার কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে গুহায় ছিলাম, আমি মুশরিকদের পদচারণা প্রত্যক্ষ করছিলাম, আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কেউ যদি পা উঠায় তাহলেই আমাদের দেখে ফেলবে, তিনি বললেন, আমাদের দুজন সম্পকে তোমার কী ধারণা? আমাদের তৃতীয়জন হলেন—আল্লাহ। অর্থাৎ তিনি আমাদের সাহায্যকারী।[৩৯]

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ۚ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَ اَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَ جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ؕ وَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ؕ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছেন যখন কাফিররা তাকে বের করে দিল, সে ছিল দুজনের দ্বিতীয়জন। যখন তারা উভয়ে পাহাড়ের একটি গুহায় অবস্থান করছিল, সে তার সঙ্গীকে বলল, 'তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন'। অতঃপর আল্লাহ তার উপর তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তাকে এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা সাহায্য করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখোনি এবং তিনি কাফিরদের বাণী অতি নিচু করে দিলেন। আর আল্লাহর বাণীই সুউচ্চ। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। [সুরা তাওবা, আয়াত : ৪০]

হতাশাগ্রস্তদের জন্য সুসংবাদ[৪০]

আল জাব্বার মহামান্বিত সেই সত্তা, যিনি তাঁর বান্দার শরীর ও মনের ভাঙন ঠিক করে দেন। আল্লাহ, বিস্ময়করভাবে বান্দার ভাঙা হৃদয়ে জোড়া লাগিয়ে দেন। আপনার

---

৩৯. সহিহ বুখারি ও মুসলিম

৪০. দাওয়া পেইজ থেকে সংগৃহীত

অন্তরটা যদি ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে 'আল জাব্বারের' কাছে বলুন। তিনি আপনার ভাঙা হৃদয়ে জোড়া লাগিয়ে দিবেন।

আল্লাহ হচ্ছেন جبار জাব্বার। জাব্বার শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে ভাঙা জিনিসে জোড়া লাগানো।

আপনার ব্যথা যত পীড়াদায়কই হোক না কেন, আপনি যতই দুর্বল হন না কেন, বিপদাপদ আপনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে আল জব্বারের কাছে বলুন, তিনি সেটাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে জোড়া লাগিয়ে দিতে সক্ষম।

আপনি জীবনের সমস্যাগুলো নিয়ে আপনি শত দ্বিধা আর দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু আল্লাহ 'আল জব্বার' আপনার অগোছালো জীবনকে এক নিমিষেই গুছিয়ে দিতে পারেন আর অনিয়ন্ত্রিত জীবনকে সুশৃঙ্খল করে দিতে পারেন।

সমস্যার আবর্তে দিশেহারা, যার সামনে কোনো পথই খোলা নেই, পরিস্থিতির উপর যার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, এমন মানুষের পাশে যে সত্তা দাঁড়ান, তিনি হচ্ছেন আল জাব্বার। আপনি সেজদায় পড়ে যান, অবনত হয়ে দুআ করতে থাকেন। যেকোনো পরিস্থিতিতে আল জাব্বারের উপর ভরসা করুন, তিনি আপনার জীবনে সব অসাধ্যকে সাধন করবেন আর অসম্ভবকে করে দিবেন সম্ভব।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আজ-জাওজিয়া বলেন, যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে, তাদের জন্য কষ্টকর সকল কাজ সহজ হয় যায়, যখন তারা জানেন যে, আল্লাহ তাদেরকে শুনছেন।[৪১]

দুঃচিন্তা করবেন না। আল্লাহর সাহায্য বান্দার জীবনে বিপদ-আপদ আর দুঃখ-কষ্ট আর কঠিন সময়ের অনুপাতে আসে। আপনি যত ব্যথা পাবেন, বিপরীতে ততই আরামের ব্যবস্থা আল্লাহ, আপনার জন্য করে দিবেন। আপনি যত বেশি পরীক্ষার সম্মুখীন হবেন, আল্লাহ আপনাকে তত বেশি প্রতিদান দিবেন। আপনি যতখানি আক্রান্ত হবেন, আল্লাহ তার চাইতে বেশি আপনাকে আরোগ্য আর নিরাপত্তা দিবেন।

আপনি আল্লাহর জন্য যত বড় স্যাক্রিফাইস করবেন, আল্লাহ আপনাকে ততবড় প্রতিদান দিয়ে অন্তর প্রশান্ত করে দিবেন।

হাদিসে এসেছে, তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর উপর সুধারণা পোষণ করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ না করে।[৪২]

---

[৪১]. আল-ফাওয়াঈদ

[৪২]. মুসলিম, আস-সহিহ: ২৮৭৭

আপনার চোখ থেকে যত ফোঁটা অশ্রু ঝরবে, বিপরীতে আল্লাহ্ আপনাকে ততখানি সুখ দিবেন।

সময় যখন অনুকূলে থাকবে না, চারদিক থেকে যখন বিষণ্ণতা চেপে ধরবে, তখন একবার আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাবেন আর বিশ্বাস রাখুন 'আরশে আজিমে' একজন আছেন, যিনি আপনার প্রতিটা ঘটনার সাক্ষী। যিনি আপনার চোখ থেকে পড়া প্রতিটা অশ্রুকণার চড়া মূল্য দিবেন।

যিনি আপনাকে কখনোই পরিত্যাগ করেননি আর ভবিষ্যৎও আপনাকে ছেড়ে যাবেন না। এই বিশ্বাস রাখুন, তিনি আপনাকে এমন কোনো পরীক্ষায় ফেলেন না, যা আপনার সাধ্যের বাইরে।

যখন আল্লাহর কাছে মন থেকে কিছু চাইবেন, দুআ করবেন তখন অলৌকিক এ বিশ্বাস রাখুন। পরিবেশ-পরিস্থিতি আর সময়ের কারণে আপনি হয়তো ধরে নিয়েছেন, আল্লাহর কাছে যা চেয়েছেন, তা কখনো পাওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আপনি ভুলে গেছেন, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পরিবেশ-পরিস্থিতি আর সময়ের মুখাপেক্ষী নন। বরং আসমান-জমিনে যা কিছু আছে, সবকিছুই আল্লাহর মুখাপেক্ষী।

তাছাড়া দুআ করার সময় এই বিশ্বাস রাখবেন, আপনার দুআ অবশ্যই কবুল হবে। আল্লাহর নিশ্চয়ই আপনার ডাকে সাড়া দিবেন।

কারণ, সহিহ্ হাদিস এসেছে, অন্যমনস্ক, অমনোযোগী এবং গাফেল অন্তরের দুআ আল্লাহ্ কবুল করেন না। [তিরমিজি হাদিস : ৩৪৭৯]

আপনি কি মাজলুম

যে আপনার সঙ্গে মিথ্যে বলেছে, আপনাকে ঠকিয়েছে, আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে—সবাইকে ক্ষমা করে দিন। এ কাজ আপনাকে সত্যিকার অর্থেই আল্লাহর উপর ভরসা করতে শেখাবে। আপনাকে শেখাবে কেবল আল্লাহর উপরই ভরসা করতে আর সৃষ্টির কাছ থেকে কম প্রত্যাশা করতে।

এটা আপনাকে শেখাবে দিন শেষে আল্লাহ্ ছাড়া আপনার আর কোনো যাওয়ার জায়গা নেই আর কোনো শক্তি নেই। মনে রাখবেন, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কর্মের জন্য জবাবদিহি করা লাগবে আর আপনাকেও আপনার কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। তাই তাদের ক্ষমা করে দিন, আল্লাহর উপর ছেড়ে দিন আর দিনশেষে একটা পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে ঘুমাতে যান।[৪৩]

---

৪৩. দাওয়া পেইজ থেকে সংগৃহীত

'নিশ্চয়ই আল্লাহ বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।' শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল হাফিজাহুল্লাহ বলেন, আমরা যখন অন্তর থেকে বলি, 'হাসবিয়াল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল', তখন আমরা আমাদের অভিযোগটা দুনিয়ার কোর্ট থেকে খারিজ করে আল্লাহর কোর্টে দাখিল করে দেই। আর আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিচারক কে আছেন?

যখন আল্লাহ শয়তানের কথাও সাড়া দিয়েছেন, আপনি মনে করেন আল্লাহ আপনার কথায় সাড়া দিবে না।

ইমাম ইবনুল কাইয়ুম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, দেখে নিয়ো, কষ্টগুলো ঠিকই মুছে যাবে একদিন। জীবন থেকে বিদায় নেবে হতাশা। যা হবার ছিল তাই হয়েছে—যেদিন মন এটা মেনে নিতে পারবে, সেদিন। আর ভবিষ্যতে যা হবার, তা হবেই। দুঃখ করে, কষ্ট করে কিছুই যে পালটানো যায় না।'

বারবার তওবা করার পর পাপ করা

যারা বারবার তাওবা করার পরও পাপ করছেন, তাদের জন্য চমৎকার উপকার দিবে এই দুআ।

নিজের চরিত্র হেফাজত ও মনের কুধারণা থেকে মুক্তির জন্য সব সময় এই দুআ সিজদা ও সালাম ফিরানোর আগে পড়তে পারবেন।

আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন। তাই বেশি বেশি তাওবা করবেন।

দুশ্চরিত্র, অসৎ কর্ম ও কুপ্রবৃত্তি থেকে আশ্রয় চেয়ে দুআ—

জিয়াদ ইবনে ইলাক্বাহ স্বীয় চাচা কুতবাহ ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুআ পড়তেন—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلَاقِ، وَالأَعْمَالِ والأَهْواءِ

আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজু বিকা মিন মুনকারা-তিল আখলা-ক্বি অলআ'মা-লি অলআহওয়া।

অর্থাৎ হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি আপনার নিকট দুশ্চরিত্র, অসৎ কর্ম ও কু-প্রবৃত্তি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।[৪৪]

কিয়ামতের দিন সব থেকে নেকির পাল্লা ভারী হবে চরিত্রবান ব্যক্তির।

---

৪৪. তিরমিজি ৩৫৯১

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কিয়ামত দিবসে মুমিনের দাঁড়িপাল্লায় সচ্চরিত্র ও সদাচারের চেয়ে অধিক ওজনের আর কোনো জিনিস হবে না। কেননা আল্লাহ তাআলা অশ্লীল ও কটুভাষীর প্রতি রাগান্বিত হন।'[৪৫]

ঈমানের পরীক্ষা[৪৬]

গুনাহ ছাড়ার প্রস্তুতি নেওয়ার পর গুনাহ করার সুযোগ আরও বেড়ে যায়। হারাম ইনকাম ছেড়ে দেওয়ার সংকল্প করতেই নতুন নতুন হারামের অফার এসে ধরা দেয়। হিজাব শুরু করার নিয়ত করতেই এমন সব জায়গা থেকে চাকরির অফার আসে, যাদের একমাত্র শর্তই হয় হিজাব ছেড়ে দেওয়া। দ্বীনদার কাউকে বিয়ের ইচ্ছে প্রকাশ করার পর কেবল দ্বীনের ব্যাপারে বেখবর এরকম পরিবার থেকেই প্রস্তাব আসা শুরু হয়।

এমনই কি হচ্ছে আপনার সঙ্গে? যদি হয়ে থাকে, সুসংবাদ গ্রহণ করুন আল্লাহমুখী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপটি গৃহীত হয়েছে। তাই তো শয়তান বাড়িয়ে দিয়েছে তার চেষ্টাকে। সে তো কখনই চাইবে না, নতুন করে তার একজন শত্রু তৈরি হোক।

আপনি হয়তো হোঁচট খাবেন, হয়তো পড়ে যাবেন। উঠে দাঁড়ান, বারবার, প্রতিবার। হতাশ হওয়ার কিছু নেই। নিজেকে ব্যর্থ ভাবারও কোনো কারন নেই। ব্যর্থ তো সে, যে চেষ্টা ছেড়ে দেয়।

আপনার রব ভালো করেই জানেন, শয়তানের ধোঁকাগুলো তার বান্দার জন্য কত মারাত্মক। যার মোকাবেলা করা তাঁর এই দুর্বল বান্দার জন্য সহজ কিছু নয়। তিনি দেখছেন, দুনিয়ার চাকচিক্য কীভাবে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। লোলুপ দৃষ্টি নিজের অজান্তেই বারবার সেদিকে পড়ে যায়, আপনার ইলাহ ঠিকই জানেন।

ভেঙে পড়বেন না, নিরাশ হবেন না। সাহায্য আসবেই। এটা আল্লাহর ওয়াদা। কবে আসবে?

জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে। [সুরা বাকারা, আয়াত ২১৪][৪৭]

ইমাম আশ-শাফিঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন—তোমার যাত্রা যদি হয় আল্লাহর পথে, তবে দৌড়াও—থেমো না। কষ্ট হলে গতি কমিয়ে নাও। কখনো ক্লান্ত হয়ে পড়লে হেঁটে চলো।

---

৪৫. তিরমিজি, হাদিস : ২০০২

৪৬. দাওয়া পেইজ থেকে সংগৃহীত

৪৭. সংগৃহীত

যদি তা-ও না পারো, তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এগিয়ে যাও। তবুও কখনো পেছনে ফিরে যেয়ো না; তোমার এই যাত্রা থামিয়ে দিয়ো না।

সব নিয়ামত সবসময় আনন্দের নয়; আবার বিপদ-আপদ মানেই বিপর্যয় নয়!

ইমাম আবু হাজম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এমন প্রত্যেক নিয়ামতই মুসিবত, যা (ব্যক্তিকে) আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী করে না।[৪৮]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'প্রতিটি নিয়ামতই সম্মান নয়, আবার পরীক্ষা মানেই আজাব নয়।[৪৯]

বিপদে পড়লে ৩ টি কাজ অবশ্যই করবেন

যখনই বিপদে পড়বেন, তিনটি কাজ অবশ্যই করবেন:

১. সাদাক্বাহ (দান): রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা সদকা কর এবং সদকা দ্বারা রোগীর রোগ চিকিৎসা কর। কেননা, সদকা রোগ এবং বালা-মুসিবত দূর করে এবং আয়ু ও নেকি বৃদ্ধি করে।[৫০]

২. ইস্তিগফার (হাদিসসম্মত উপায়ে আল্লাহর নিকট গোনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা। এটি জপতে পারেন: রাব্বিগফিরলি, আসতাগফিরুল্লাহা ওয়া আতুবু ইলাইহি)

যে ব্যক্তি সর্বদা ইস্তিগফার করতে থাকে, আল্লাহ তাআলা তাকে সংকট থেকে মুক্তির পথ করে দেন। যাবতীয় দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি ও প্রশান্তি দান করেন এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিজিক দান করেন। [৫১]

৩. দরুদ পাঠ (হাদিস সম্মত হলে উত্তম—আল্লাহুম্মা সল্লি ওয়া সাল্লিম আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ পাঠ করে, অথবা সংক্ষেপে দরুদ পড়তে পারেন—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবি নবিজিকে বলেন, আমার পুরো দুআই আপনার প্রতি দরুদের জন্য নির্ধারিত করে দেব। তখন নবিজি বলেন, তাহলে তোমার (সকল) ইচ্ছা/অভিপ্রায় পূরণের জন্য এটাই যথেষ্ট হবে এবং তোমার গোনাহ ক্ষমা করা হবে।[৫২]

---

[৪৮]. ইবনু আবিদ দুনিয়া, কিতাবুশ শুক্-র: ৬০

[৪৯]. মাজমুউর রাসাইল: ১/৬৩

[৫০]. বায়হাকি

[৫১]. আবুদাউদ: ১৫১৮

[৫২]. তিরমিযি: ২৪৫৭, মুসতাদরাক: ২/৪২১ (সহিহ)

এগুলো খুব দ্রুত উপকার পৌঁছায়। হাদিস দ্বারাও এসব আমল প্রমাণিত। সঙ্গে হাদিস সম্মত উপায়ে দুআ তো করবেনই।

ড. বিলাল ফিলিপস বলেন—সত্যিই তুমি জানতে চাও কে তোমাকে বেশি ভালোবাসে? তাহলে খেয়াল করে দেখো কে তোমাকে পাপের দিকে টানে, আর কে বিরত রাখে।

পরিশুদ্ধ অন্তর গুণাবলি

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাদের অন্তর যদি পরিশুদ্ধ হতো, তাহলে গুনাহ করার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে তোলপাড় ও অশান্তি শুরু হয়ে যেত।

এ সমস্যার সর্বোৎকৃষ্ট সমাধান হলো, আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া। যে আল্লাহর এবং কুরআনের নিকটবর্তী হতে চায়, তার উচিত নিজেকে ফিতনাহ থেকে হেফাজত করা। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ঐ সকল গুনাহ থেকেও দূরে রাখতে হবে, যা কিনা আল্লাহর কালাম থেকে তাকে নিবৃত্ত করে রাখে।

ইবনে কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, অন্তর যদি পরিশুদ্ধ হতো, তাহলে সামান্য সতর্কবাণীতেই আমরা ভয় পেতাম। কিন্তু কলুষিত অন্তরের কারণে বিশাল আজাবের ভয়ও আমাদের কাছে তুচ্ছ মনে হয়।

ইবরাহিম কায়েস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, অন্তরের পরিশুদ্ধি এই পাঁচটি বিষয়ের মধ্যেই আছে—

১. কুরআন পড়া, কুরআন বুঝা আর বাস্তব জীবনে কুরআনের প্রতিফলন ঘটানো।

২. নিজের পাকস্থলী খালি রাখা। অর্থাৎ কম আহার করা।

৩. কিয়ামুল লাইল অর্থাৎ রাতের সালাতে অভ্যস্ত হওয়া।

৪. সূর্যোদয়ের পূবের আন্তরিক দুআ ও ইস্তিগফার।

৫. নেককার ব্যক্তিদের সোহবত (সঙ্গ)।

দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও যদি আল্লাহর কালামের সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক না থাকে, তাহলে নিজের উপর কান্না করুন।

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহর খুব সুন্দর একই সঙ্গে বেশ মারাত্মক একটা উক্তি রয়েছে—যদি কেউ জানতে চায় যে আল্লাহর চোখে তার মর্যাদা কেমন, সে যেন দেখে আল্লাহ তাকে কী কী কাজে ব্যস্ত করে রাখেন।

তিনি খুব সুন্দরভাবে বলছেন, 'একটিবার তাকিয়ে দেখুন আল্লাহ্ আপনাকে কোন অবস্থায় রেখেছেন? কিসে ব্যস্ত রেখেছেন? তাহলে বুঝতে পারবেন, আল্লাহর নিকট আপনার মর্যাদা কেমন!

মানুষের ভালোবাসা অর্জন করতে উমার রাদি. তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় বলে দিয়েছেন।

তিনি বলেন, তিনটি গুণ তোমাকে তোমার ভাইয়ের ভালোবাসা পাইয়ে দিবে, যখন সাক্ষাৎ হবে তাকে সালাম দেবে; বসার স্থানকে তার জন্য প্রশস্ত করে দেবে (অর্থাৎ, সে যখন আসবে, তাকে সুন্দরভাবে বসতে দেবে) এবং তার সবচেয়ে প্রিয় নামে সম্বোধন করে তাকে ডাক দেবে।[৫৩]

১. সম্পর্ক তৈরিতে সালামের চেয়ে অধিক কার্যকর কিছু আমি আজ পর্যন্ত পাইনি। এমনকি ভেঙে যাওয়া সম্পর্ক জোড়া লাগাতে একটি মাত্র সালামই অনেক সময় যথেষ্ট হয়ে যায়। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি কি তোমাদের এমন বিষয় দেখিয়ে দেবো না, যা করলে তোমাদের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? সাহাবিগণ বলেন, নিশ্চয়ই ইয়া রাসুলাল্লাহ! তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও।[৫৪]

২. বসার স্থান প্রশস্ত করে দেওয়া আপাতদৃষ্টিতে ঠুনকো ব্যাপার মনে হলেও এর আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। এতে আগন্তুক বুঝতে পারে যে, তাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

৩. সুন্দর সুন্দর নামে ডাকার মাধ্যমে ভালোবাসা গভীর হয়। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে কখনও কখনও আদর করে 'আয়িশ' বলেও ডাকতেন।[৫৫]

হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি নিজ আমলনামা দেখে খুশি হতে চায়, সে যেন বেশি করে ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করে।[৫৬]

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সুসংবাদ তার জন্য, যে তার আমলনামায় অনেক বেশি ইস্তিগফার পেয়েছে।[৫৭]

ইস্তিগফার করা যায় তিন ভাবে—

১. জিহ্বার মাধ্যমে ইস্তিগফার :

---

[৫৩]. বাইহাক্বি, শুআবুল ঈমান: ৮৩৯৮
[৫৪]. মুসলিম, আস-সহিহ: ৫৪
[৫৫]. বুখারি, আস-সহিহ: ৬২০১
[৫৬]. সহিহুল জামি': ৫৯৫৫, সিলসিলা সহিহাহ: ২২৯৯
[৫৭]. সহিহুল জামি': ৩৯৩০

শুধু জিহ্বার মাধ্যমে যে ইস্তিগফার করা হয়, সেটির মর্যাদা কম। তবে তা ইস্তিগফার হিসেবে গণ্য হবে।

২. অন্তরের মাধ্যমে ইস্তিগফার :

এটি আল্লাহর নিকট উঁচু মর্যাদার ইস্তিগফার। অন্তরে গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং আল্লাহর নিকট মনে মনে ক্ষমা চাওয়া।

৩. অন্তর ও জিহ্বার সমন্বয়ে ইস্তিগফার :

এভাবে ইস্তিগফার করা সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট। এতে অন্তরে গুনাহের জন্য অনুশোচনা করা হয় ও মুখ দিয়ে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়।

হে ইবনু উমর! তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস করবে, যেন তুমি মুসাফির। তুমি নিজেকে কবরবাসীদের কাতারে মনে করবে।[৫৮]

আল্লাহ তাআলা যা ভালোবাসেন না

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তার ইবাদত করার জন্য। তাঁর আদেশ পালন করার জন্য। তার নিষেধকে বর্জন করার জন্য। এখন আমরা পবিত্র কুরআনে কারিম থেকে কিছু আয়াত তুলে ধরবো, যে কাজগুলো করলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ভালোবাসবেন না, আমরা সেই কাজগুলো বর্জন করার চেষ্টা করব। আর যে কাজগুলো করলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ভালোবাসবেন, সে কাজগুলো আমরা করার চেষ্টা করব, বিইজনিল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার আলামত হলো, সে অপ্রয়োজনী বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।[৫৯]

وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

আল্লাহ অবিশ্বাসী পাপীদের ভালোবাসেন না।[৬০]

---

[৫৮]. ইবনু মাজাহ: ৪১১৪
[৫৯]. সুরা বাকারা: ১৯০
[৬০]. সুরা বাকারা: ২৭৬

فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

আল্লাহ কাফেদের ভালোবাসেন না। [আলে ইমরান, আয়াত : ৩২]

وَاللهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

আল্লাহ জালিমদের ভালোবাসেন না। [আলে ইমরান, আয়াত : ৫৭]

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ

আল্লাহ গর্বিত উৎফুল্লকারীদের ভালোবাসেন না। [সুরা কাসাস, আয়াত : ৭৬]

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

আল্লাহ গর্বকারীদের ভালোবাসেন না। [সুরা নিসা, আয়াত : ৩৬]

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ

আল্লাহ অহংকারীদের ভালোবাসেন না। [সুরা নাহল, আয়াত : ২৩]

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

আল্লাহ অপব্যয়কারীদের ভালোবাসেন না। [সুরা আনআম, আয়াত : ১৪১]

اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الخَآئِنِينَ

আল্লাহ আমানতের খেয়ানতকারীদের ভালোবাসেন না। [সুরা আনফাল, আয়াত : ৫৮]

اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا اَثِيمًا

আল্লাহ খেয়ানতকারী পাপীদের ভালোবাসেন না। [সুরা নিসা, আয়াত : ১০৭]

اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ

আল্লাহ খেয়ানতকারী কাফেরদের ভালোবাসেন না। [সুরা হাজ, আয়াত : ৩৮]

لَا يُحِبُّ اللهُ الجَهرَ بِالسُّوءِ مِنَ القَولِ

আল্লাহ কথায় (ভাষায়) মন্দ প্রকাশ করা ভালোবাসেন না। [সুরা নিসা, আয়াত : ১৪৮]

وَ اللهُ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ

আল্লাহ ফাসাদ বিপর্যয় ভালোবাসেন না। [সুরা বাকারা, আয়াত : ২০৫]

وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

আল্লাহ ফাসাদকারীদের (বিশৃঙ্খলাকারীদের) ভালোবাসেন না। [সরা মায়িদা, আয়াত : ৬৪]

فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

কারও অগোচরে তার দোষচর্চা করো না; পশ্চাতে নিন্দা করা আপন ভাইয়ের লাশের মাংস ভক্ষণ করার সমতুল্য। গিবতকারীরা বা পরনিন্দাকারীরা মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া ভালোবাসো কি? [সুরা হুজুরাত, আয়াত : ১২]

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, বান্দা যখন আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে, তার জীবনের সময়গুলো তখন তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসে। এভাবে সময় নষ্ট করতে করতে একসময় তার সামনে সেই দিনটি চলে আসবে, যখন তাকে বলতে হবে, হায় আফসোস, আমি যদি আমার এই জীবনের জন্য আগে কিছু পাঠাতাম।

আল্লাহ কাদের ভালোবাসেন না

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা একটি মারাত্মক অপরাধ। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীদের নিন্দা করেন এবং তাদেরকে লানত ও অভিসম্পাত দেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَ تُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ، اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَ اَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ، اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا.

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ তাআলা এদেরকেই করেন অভিশপ্ত, বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন। [সুরা মুহাম্মাদ, আয়াত : ২২-২৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না।[৬১]

---

৬১. সহিহ বুখারি, হাদীস নং ৫৯৮৪; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৫৫৬; তিরমিজি, হাদিস নং ১৯০৯; আবু দাউদ, হাদিস নং ১৬৯৬; আবদুর রাজ্জাক, হাদিস নং ২০২৩৮; বায়হাকি, হাদিস নং ১২৯৯৭।

আবু মুসা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

ثَلَاثَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْـجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْـخَمْرِ وَقَاطِعُ الرَّحِمِ وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ.

তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না। অভ্যস্ত মদ্যপায়ী, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী ও যাদুতে বিশ্বাসী।[৬২]

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর নেক আমল আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেন না।

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

انَّ أَعْمَالَ بَنِيْ آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيْسٍ لَيْلَةَ الْـجُمُعَةِ، فَلاَ يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ.

আদম সন্তানের আমলসমূহ প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রিতে (আল্লাহ তাআলার নিকট) উপস্থাপন করা হয়। তখন আত্মীয়তার বন্ধন বিচ্ছিন্নকারীর আমল গ্রহণ করা হয় না।[৬৩]

আল্লাহ তাআলা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়ে থাকেন। উপরন্তু আখিরাতের শাস্তি তো তার জন্য প্রস্তুত আছেই।

আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِيْ الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِيْ الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ.

দুটি গুনাহ ছাড়া এমন কোনো গুনাহ নেই যে গুনাহগারের শাস্তি আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই দিবেন এবং তা দেওয়াই উচিত, উপরন্তু তার জন্য আখিরাতের শাস্তি তো আছেই। গুনাহ দুটি হচ্ছে, অত্যাচার ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী।[৬৪]

---

৬২. আহমদ, হাদিস নং ১৯৫৮৭; হাকিম, হাদিস নং ৭২৩৪; ইবন হিব্বান, হাদিস নং ৫৩৪৬।

৬৩. আহমদ, হাদিস নং ১০২৭৭।

৬৪. আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৯০২; তিরমিজি, হাদিস নং ২৫১১; ইবন মাজা, হাদিস নং ৪২৮৬; ইবন হিব্বান, হাদিস নং ৪৫৫, ৪৫৬; বাজ্জার, হাদিস নং ৩৬৯৩; আহমাদ, হাদিস নং ২০৩৯০, ২০৩৯৬, ২০৪১৪।

কেউ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করলে আল্লাহ্ তাআলাও তার সঙ্গে নিজ সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার এমন কিছু আত্মীয়স্বজন রয়েছে, যাদের সঙ্গে আমি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করি; অথচ তারা আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করি; অথচ তারা আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। আমি তাদের সঙ্গে ধৈর্যের পরিচয় দেই; অথচ তারা আমার সঙ্গে কঠোরতা দেখায়। অতএব, তাদের সঙ্গে এখন আমার করণীয় কী? তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ، وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ .

তুমি যদি সত্যি কথাই বলে থাকো, তা হলে তুমি যেন তাদেরকে উত্তপ্ত ছাই খাইয়ে দিচ্ছো। আর তুমি যতদিন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে থাকবে ততদিন আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের ওপর তোমার জন্য একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত থাকবে।[৬৫]

আল্লাহ যা ভালোবাসেন

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحسِنِينَ

আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। [সুরা বাকারা, আয়াত : ১৯৫]

وَ اللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

আল্লাহ্ পবিত্রদের ভালোবাসেন। [সুরা তাওবা, আয়াত : ১০৮]

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন। সুরা বাকারা: ২২২

فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

[৬৫]. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৫৫৮

আল্লাহ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন। [আলে ইমরান : ৭৬]

وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ

আল্লাহ ধৈর্যশীল ব্যক্তিদের ভালোবাসেন। [আল ইমরান, আয়াত : ১৪৬]

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

আল্লাহ (তাঁর ওপর) নির্ভরকারীদের ভালোবাসেন। [আল ইমরান, আয়াত : ১৫৯]

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

আল্লাহ ন্যায়নিষ্ঠদের ভালোবাসেন। [সুরা মায়িদা, আয়াত : ৪২]

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ

আল্লাহ সেই লোকদের ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে এমনভাবে কাতারবন্দি হয়ে লড়াই করে যেন তারা সিসা গলিয়ে ঢালাই করা এক মজবুত দেয়াল। [সুরা ছফ, আয়াত : ৪]

তাবিয়ি রবি ইবনু আনাস (রাহ) বলেন, মহান আল্লাহকে ভালোবাসার চিহ্ন হলো, বেশি বেশি তাঁর জিকর (স্মরণ) করা; কেননা কোনো কিছুকে বেশি করে স্মরণ করা ব্যতীত তাকে কখনোই তুমি ভালোবাসতে পারবে না।

দ্বীনের আলামত হলো, আল্লাহর জন্য ইখলাস (একনিষ্ঠতা) অবলম্বন করা।

ইলমের (জ্ঞানের) পরিচয় হলো, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর ভয়।

কৃতজ্ঞতা আদায়ের প্রমাণ হলো, আল্লাহর ফয়সালাকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেওয়া এবং তাঁর তাকদিরের প্রতি (নিজেকে) সমর্পণ করা।[৬৬]

দুনিয়াটা একটা পরীক্ষার ময়দান[৬৭]

আল্লাহ কাউকে সাধ্যতীত বোঝা চাপিয়ে দেন না।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

---

৬৬. খুত্তালি, আল-মাহাব্বাতু লিল্লাহ: ৩২

৬৭. bn24.islam

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

> আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা কখনো দেন না। প্রত্যেকেই যা ভালো করেছে তার পুরস্কার পায়, যা খারাপ করেছে তার পরিণাম ভোগ করে। [সুরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৮৬]

মানুষের জীবনে নানান কষ্ট ভেসে আসে। প্রতিটা কষ্টে মানুষ কিছু না কিছু হারায়।

কেউ কেউ হয়তো ভাবেন, মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা কে এতো মেনে চললাম তাও কষ্ট দিলেন, চাকরিটা কেড়ে নিলেন, ফসল নষ্ট করে দিলেন কিংবা প্রিয়জন কেড়ে নিলেন! স্রষ্টার প্রতি হয়তো বিশাল অভিমান, কী অপরাধে স্রষ্টা এত কষ্ট দিচ্ছেন? অথচ একবারের জন্য হলেও ভাবা উচিত, আমাদের এই জীবনটা পরীক্ষার কেন্দ্র আমাদের থেকে আল্লাহ যা কিছু নেন। তার থেকে অনেক বেশিই তিনি আমাদের দেন যদি আমরা ধৈর্যধারণ করতে পারি।

وَ اَنَّه هُوَ اَمَاتَ وَ اَحْيَا.

> তিনিই সেই সত্তা, যিনি মানুষকে হাসান এবং কাঁদান। তিনিই তো মৃত্যু দেন, জীবন দেন। [সুরা নাজম, আয়াত : ৪৩]

সুরা বাকারা, ১৫৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে—

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ .

> নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ও ক্ষুধা, জান ও মাল এবং ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করব। (হে পয়গম্বর!) আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন।

এই পার্থিব জগৎ হলো একটি পরীক্ষার জায়গা। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষকেই পরীক্ষা করেন। তবে সবার পরীক্ষা একই স্তরের নয়। আল্লাহ যাকে যেমন জ্ঞান, মেধা এবং জীবনোপকরণ দিয়েছেন, তাকে ঠিক তার অনুপাতেই পরীক্ষা করা হবে। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য কিংবা জালেমের হাত থেকে মজলুমকে উদ্ধার করার জন্য যুদ্ধে যাওয়ার বিষয়টিও একটি পরীক্ষা। আল্লাহ পাক দেখতে চান মানুষ তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করছে কিনা। এছাড়া আর্থিক অনটন, দারিদ্র, জানমালের ক্ষয়ক্ষতি এসবই

পরীক্ষা হিসেবে মানুষের জীবনে আসে। মানুষ এসব বালা-মুসিবতের সময় কী ধরনের আচরণ করে, তাই পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। তবে আল্লাহ তাআলা মানুষকে পরীক্ষা করার অর্থ এই নয় যে, তিনি মানুষকে চেনেন না, মানুষের প্রকৃতি তাঁর জানা নেই। এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ পাক মানুষকে পরীক্ষার মাধ্যমে তার ভেতরে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে চান এবং মানুষকে পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে পুরস্কার লাভের উপযোগী করতে চান।

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

> তারাই ধৈর্যশীল যারা বিপদের সময় বলে আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তারই দিকে ফিরে যাব।

আগের আয়াতে ধৈর্যশীলদের পুরস্কার দেয়ার কথা বলার পর এই আয়াতে ধৈর্যশীলদের পরিচয় দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, তারাই প্রকৃত ধৈর্যশীল যারা সংকট ও বিপদের সময় অধৈর্য ও হতাশ না হয়ে আল্লাহর সাহায্যের ওপর আস্থা রাখে। যারা বিশ্বাস করে জীবনের শুরু এবং শেষ আল্লাহরই হাতে তারা সব বিষয়েই আল্লাহর ওপর আস্থা রাখতে পারে। মূলত পৃথিবী স্থায়ী বাসস্থান নয়। পৃথিবী হলো পরীক্ষার ময়দান।

এখানে কষ্ট ও দুঃখ হলো পরীক্ষার উপকরণ। কিন্তু মানুষ সমস্যা ও বিপদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের আচরণ করে। অনেকের ধৈর্য খুব কম। অল্পতেই তারা অধৈর্য হয়ে পড়েন এবং বিপদাপদে কুফরি সুলভ কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করেন। আবার অনেকেই আছেন, বিপদে ধৈর্যধারণ করেন এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ না তুলে তাঁর সাহায্য কামনা করেন। আবার এমন অনেকেই আছেন, যারা বিপদে ধৈর্যধারণ করেন এবং আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কারণ তারা বিপদ-সংকটকে নিজেদের আত্মাকে শক্তিশালী করার মাধ্যম বলে মনে করেন।

এরপর ১৫৭ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন—

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

> তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েতপ্রাপ্ত। [সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫৫]

এই আয়াতটিতে ধৈর্যশীলদের জন্য পুরস্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া ও বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করবেন। আল্লাহর এই বিশেষ অনুগ্রহই তাদেরকে সুপথে চলার শক্তি ও সামর্থ্য যোগাবে।

বিপদের সময় বেশি বেশি করে ইস্তেগফার পড়তে হবে। কেননা আমাদের পাপের কারণে আমাদের উপর বিপদ আসে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اَوَ لَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَ لَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ.

তারা কি লক্ষ্য করে দেখে না যে, প্রতিবছর তাদের উপর দুই-একবার বিপদ আসছে? এর পরও ওরা তওবা করে না, উপলব্ধি করার চেষ্টা করে না। [সুরা আত-তাওবা, আয়াত : ১২৬]

আপনি যদি দেখেন বিপদ-মুসিবত আপনাকে আল্লাহর কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছে, তাহলে বুঝবেন আল্লাহ আপনার কল্যাণ কামনা করছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আল্লাহ যার ভালো চান তাকে দুঃখ কষ্টে ফেলেন।[৬৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, যদি কারো উপর কোনো কষ্ট আসে, আল্লাহ তাআলা এর কারণে তার গুনাহসমূহ ঝরিয়ে দেন; যেমনভাবে গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়ে।[৬৯]

মানুষের প্রতিটা কষ্টের সঙ্গে সুখ মিশে আছে। ধৈর্যশীল মানুষ সেই সুখের অপেক্ষা করেন। তারা জানেন, জীবনে যত ঝড় আসুক না কেন, এক সময় তা কেটে যাবে। কষ্টের এ সময়গুলোতে ধৈর্য্যের সঙ্গে অবিচল থাকাই মুমিনের গুণ।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন—

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

নিশ্চয়ই কষ্টের পরেই স্বস্তি রয়েছে। [সুরা আল-ইনশিরাহ, আয়াত : ৫-৬]

একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মানুষের মধ্যে কারা সবচাইতে বেশি বিপদে পড়ে? উত্তরে তিনি বলেন, নবি-রাসুলরা, আর এরপরে আল্লাহ যাকে যত বেশি ভালোবাসেন, তাকে তত বেশি পরীক্ষায় ফেলেন।

---

৬৮. বুখারি হাদিস নং: ৫৬৪৫

৬৯. বুখারি হাদিস নং: ৫৬৮৪

من يرد الله به خيرا يصب منه

আল্লাহ যাকে বেশি ভালোবাসেন তার তত বেশি পরীক্ষা নেন।

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার ভালোবাসা চাই এবং আপনাকে যে ভালোবাসে তার ভালোবাসা চাই ও সেই আমল চাই, যে আমল আপনার ভালোবাসার পাত্র করে দিবে। হে আল্লাহ, আপনার ভালোবাসা আমার নিকট যেন আমার নিজের জীবন এবং পরিবার এবং শীতল পানি থেকেও প্রিয় হয়ে যায়।[৭০]

মানুষের প্রতিটি কষ্টই ক্ষণস্থায়ী। আর কষ্টের বিনিময়ে মানুষকে সর্বোত্তম বিনিময় দেওয়া হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আল্লাহ মানুষকে বিপদ কেন দেন

একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মানুষের মধ্যে কারা সবচাইতে বেশি বিপদে পড়ে? উত্তরে তিনি বলেন, নবি-রাসুলরা, আর এরপরে আল্লাহ যাকে যত বেশি ভালোবাসেন, তাকে তত বেশি পরীক্ষায় ফেলেন।

মানুষ ঈমানদার হোক আর কাফের হোক, নেককার হোক আর পাপী হোক, সবার জীবনে বিপদাপদ আসে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যদিও আমরা অপছন্দ করি, তারপরও কেনো আমাদের জীবনে এইরকম বিপদ-আপদ আসে বা আল্লাহ কেন আমাদের পরীক্ষায় ফেলেন?

কুরআন-হাদিস থেকে এর যে কারণগুলো জানা যায়, তার মধ্যে রয়েছে—

১। মানুষকে পরীক্ষা করা : প্রকৃতপক্ষে কে ঈমানদার, কে মুনাফিক, কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী তা জেনে নেওয়া। মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানদারেরা অনেক সময় সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহকে মনে রাখে, তার প্রতি অনুগত ও সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু যখন কোনো বিপদাপদ আসে তখন আল্লাহকে ভুলে যায়, কুফুরি করে বা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। আবার অনেক সময় এর বিপরীতও হয়। যখন কোনো বিপদে পড়ে, তখন অনেক কাফের মুশরিককেও আল্লাহর কাছে মনে প্রাণে দুআ করতে দেখা যায়। আর যখন আল্লাহ তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তখন আল্লাহকে ভুলে যায়, তার নিয়ামতকে অস্বীকার করে অহংকার প্রদর্শন করে, বলে এত আমার প্রাপ্য। আবার কখনো আল্লাহর সঙ্গে শরিক করে বসে, আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কাউকে বিপদ-মুক্তির কারণ মনে করে।

---

৭০. তিরমিজি, হাদিস নং ৩৮২৮/৩৪৯০

এই বিষয়গুলো পরীক্ষা করার জন্য অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে কে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, তা পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ তার বান্দাদের পরীক্ষা করেন। আল্লাহ বলেন—

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.

মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি। এ কথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি অবশ্যই তাদের পূর্বে যারা ছিল, তাদেরকে পরীক্ষা করেছি। আর আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী। [সুরা আনকাবুত, আয়াত ২-৩]

এছাড়া অন্য জায়গায় আল্লাহ বলেন—

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে। যদি সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তাহলে ইবাদতের উপর কায়েম থাকে। আর যদি কোনো পরীক্ষায় পড়ে, তাহলে সে পূর্বাবস্থায় (কুফুরিতে) ফিরে যায়। সে ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি। [সুরা হজ, আয়াত : ১১]

২। দুনিয়াতেই পাপের সামান্য শাস্তি দেওয়া, যাতে করে সে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে ও নিজেকে পরকালের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। অনেক সময় মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেও ঈমানের দুর্বলতার কারণে বা পার্থিব জীবনের লোভ-লালসার কারণে আল্লাহর অবাধ্য হয়। আল্লাহ তখন বিপদাপদ দিয়ে তাকে অসহায় করে দেন, যাতে করে সে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে আর পরকালের কথা স্মরণ করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—কঠিন শাস্তির পূর্বে আমি তাদেরকে হালকা শাস্তি আস্বাদন করাবো, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। [সুরা সাজদাহ, আয়াত : ২১]

এই আয়াতে 'হালকা শাস্তি' দ্বারা পার্থিব জীবনের বিপদাপদ, দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, রোগ-শোক ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে। এছাড়া সুনানে নাসায়িতে রয়েছে, হালকা শাস্তির অর্থ হলো দুর্ভিক্ষ।

৩। এছাড়া আল্লাহ তার কিছু প্রিয় বান্দাকে পরীক্ষায় ফেলেন, যাতে করে পরকালে তার মর্যাদা ও জান্নাতের নেয়ামত বৃদ্ধি করেন। অনেক সময় আল্লাহ তার বান্দাদেরকে যে

মর্যাদা দিতে চান, তা ঐ বান্দা তার আমল দ্বারা অর্জন করার মতো হয় না। তখন আল্লাহ তাকে পরীক্ষায় ফেলেন, যদি সে এতে ধৈর্যধারণ করে, তাহলে আল্লাহ তাকে ঐ মর্যাদায় উন্নীত করেন।[৭১]

সুতরাং বিপদে পড়লে আমাদের এই বিশ্বাস রাখা জরুরি, আমি পাপী হলেও আল্লাহ আমাকে ভালোবাসেন। আর এই জন্য আমাকে বিপদে ফেলে আমাকে সংশোধন করতে চাচ্ছেন, যাতে করে পরকালে যা আমাদের আসল ঠিকানা, সেখানে আমাদেরকে অনন্ত সুখের জীবন দান করেন।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন—যে আল্লাহকে চিনতে পারবে, সে অবশ্যই তাঁকে ভালোবাসবে। আর যে আল্লাহকে ভালোবাসবে, তার উপর থেকে কালো মেঘ সরে যাবে এবং তার হৃদয় থেকে বিদায় নেবে দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা।[৭২]

কাব আল আহবার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুকে চিনেছে, তার জন্য দুনিয়ার মুসিবত ও দুঃখ (সহ্য করা) সহজ হয়ে গেছে।[৭৩]

বিপদের সময়ে ৩টি হাদিস

বিপদের সময়ের এই হাদিসগুলো স্মরণ করুন দুশ্চিন্তা কেটে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

এক. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—মহান আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলা যে ব্যক্তির কল্যাণ চান তাকে বিপদে ফেলেন।[৭৪]

দুই. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—আল্লাহ যখন তাঁর বান্দার কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন দুনিয়াতে তার জন্য তাড়াতাড়ি বিপদাপদ নাজিল করে দেন। আর যখন তিনি তাঁর বান্দার অমঙ্গলের ইচ্ছা করেন, তখন তাকে গোনাহের মধ্যে ছেড়ে দেন। অবশেষে কিয়ামতের দিন তাকে পাকড়াও করবেন।[৭৫]

তিন. নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—বিপদাপদ যত বড় হয়, তার প্রতিদানও তত বড় হয়। আল্লাহ, তাআলা যখন কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন, তখন তিনি তাদের পরীক্ষা নেন। যে তাতে সন্তুষ্ট থাকবে তার জন্য হবে আল্লাহ সন্তুষ্টি। আর তাতে যে অসন্তুষ্ট হবে তার জন্য হবে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।[৭৬]

---

৭১. ইবনে কাসির

[৭২]. তারিকুল হিজরাতাইন, পৃ. ৪২০

[৭৩]. হিলয়াতুল আউলিয়া: ৬/৪৪

[৭৪]. বুখারি, রিয়াদুস সালিহিন, ৩৯

[৭৫]. তিরমিজি, রিয়াদুস সালিহিন, ৪৩

[৭৬]. তিরমিজি, হাদিস নং- ২৩৯৫

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—অন্যের নিকট নিজের দুঃখ বলে বেড়ানোর অভ্যাস স্বেচ্ছায় নিজেকে লাঞ্ছিত করার নামান্তর মাত্র।

সুতরাং দুঃখ যদি বলতে হয়, তাহলে যিনি সমাধানের মালিক, যিনি দুঃখ মুছে দেওয়ার মালিক, যিনি আপনার সবকিছু সহজ করে দেওয়ার মালিক, সেই মহান আল্লাহর কাছে আপনার সবকিছু পেশ করুন।

মনে রাখবেন, আল্লাহ আপনার মনের ব্যথা, আকুলতা যেভাবে বুঝবেন এবং সমাধান করবেন, তা দুনিয়ার কোনো মাখলুকাতের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং যা কিছু চাওয়ার আল্লাহর কাছেই চান।

দুঃখকষ্ট ভুলিয়ে দেওয়ার মতো কিছু আয়াত

আমরা সবাই শান্তি খুঁজি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই শান্তি খুঁজি যিনি শান্তির মালিক তার অবাধ্য হয়ে। যিনি শান্তির মালিক তাঁর অবাধ্য হয়ে কি শান্তি খুঁজে পাওয়া যায়?

মানসিক দুশ্চিন্তা বা ডিপ্রেশনের সময় অনেকেই গান শুনে, মুভি দেখে কষ্ট ভুলবার চেষ্টা করে। আসলেই কি এভাবে দুঃখকষ্ট নিবারণ হয়? মোটেই না। বরং সাময়িক ফ্যান্টাসিতে ভোগা যায়। অথচ পবিত্র কুরআনে এমন কিছু আয়াত রয়েছে, যা সত্যিই একজন মানুষের সব দুঃখকষ্ট ভুলিয়ে দিতে পারে। আসুন দেখি সেরকমই কিছু আয়াত—

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

আল্লাহ কষ্টের পর সুখ দিবেন। [সুরা তালাক : ৭]

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

নিশ্চয়ই কষ্টের সঙ্গে রয়েছে স্বস্তি। [সুরা ইনশিরাহ : ৬]

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতাগুলো আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি' [সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৮৬]

أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

জেনে রেখো, আল্লাহর সাহায্য নিকটে। [সুরা বাকারা : ২১৪]

وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত থেকে কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না। [সুরা ইউসুফ : ৮৭]

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

আল্লাহ কোনো ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের চাইতে বেশি বোঝা চাপিয়ে দেন না। [সুরা বাকারা : ২৮৬]

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

এবং অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের। [সুরা বাকারা : ১৫৫]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা সবর ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন। [সুরা বাকারা : ১৫৩]

وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا

হে আল্লাহ, আমি তো কখনো আপনাকে ডেকে ব্যর্থ হইনি। [সুরা মারইয়াম : ৪]

নিশ্চয়ই কষ্টের সঙ্গে রয়েছে স্বস্তি

আমাকে যখন টেনশন জড়িয়ে ধরে কোনো কিছু ভালো লাগে না, তখন কোরআনের দুটি সুরার কথা খুব বেশি মনে পড়ে। একটা সুরা আলাম নাশরাহ আরেকটা সুরা আদ দোহা। মাঝে মাঝে যখন অনেক বেশি খারাপ লাগে, তখন নামাজে এই দুটো সুরা তেলাওয়াত করি। এর মাঝে নিজের শান্তি খুঁজে পাই, ডিপ্রেশন হালকা হয়। কেননা এই দুটি সুরাতে অনেক সান্ত্বনার বাণী রেখেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন—

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

সুতরাং কষ্টের সঙ্গেই রয়েছে সুখ।

নিঃসন্দেহে কষ্টের সঙ্গেই স্বস্তি আছে

আমাদের জীবনটা যে কষ্ট এবং স্বস্তির একটি চক্র, সেটাও এই আয়াত দুটিতে দেখানো হয়েছে। কোনো কষ্ট থেকে স্বস্তি পেলে আমরা যেন মনে না করি যে, এখন থেকে শুধু আরামেই থাকবো। এত বড় একটা কষ্ট পার করলাম, আর কোনো কষ্ট নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আমাকে দেবেন না? আমি না একজন পিওর মুসলিম? যারা রবের ইবাদত করে তাদের বিপদ হবে কেন—তারপর যখন আবার জীবনে কোনো কষ্ট আসে, তখন হতাশায় ডুবে যাই— কেন? আমার জীবনে বারবার কষ্ট আসে কেন? আমি কী অন্যায় করেছি? আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, রোজা রাখি, জাকাত দেই। তাহলে আমার জীবনে বারবার কষ্ট আসে কেন?

আমরা যদি তিন ধরনের মানুষকে দেখি—

১) নিয়মিত মুসলিম কিন্তু ঈমানে ফাটল আছে।

২) নামে মুসলিম, কাজে যে কী, সে নিজেও জানে না। ৩) বাইরে মুসলিম, ভেতরে ইসলাম-বিদ্বেষী— এদেরকে আলাদা করার জন্য আল্লাহ তাআলা নানা ধরনের পরীক্ষা দেন। সেই পরীক্ষাগুলো অনেক সময় ভীষণ কষ্টের হয়। কিন্তু এই পরীক্ষাগুলোর মধ্য দিয়েই তাদের ঈমানের যাচাই হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۝

তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং অসন্তুষ্টও হননি।

و للاخرة خير لك من الاولى

আর অবশ্যই তোমার জন্য পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে উত্তম।

আমার সবচাইতে প্রিয় আয়াত—

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ۝

আর অচিরেই তোমার রব তোমাকে এত দান করবেন, ফলে তুমি সন্তুষ্ট হবে। [সুরা আদ দোহা, আয়াত : ৩-৫]

এক বিজ্ঞ আলেম বলেছেন যে, আমি যখনই আল্লাহর কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করি, আল্লাহ তাআলা যদি সেটি আমাকে দেন, তাহলে আমি একবার সন্তুষ্ট হই। আর তিনি যদি আমাকে সেটা না দেন, আমি দশবার সন্তুষ্ট হই। কেননা প্রথমটি হলো, আমার ইচ্ছা আর দ্বিতীয়টি হলো, সেই মহান প্রতিপালকের ইচ্ছা, যিনি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন। সুবহানাল্লাহ!

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

বস্তুত আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না।

বিশ্বাস করুন, আল্লাহ যা নেয়, তার থেকে হাজার গুণ বেশি তিনি ফিরত দেন। হয়তো বাহ্যিকভাবে মনে হবে কেন আমার সঙ্গে বারবার এমন হয়। কেন আমি যেটা চাই কখনই সেটা আমার হয় না। কিন্তু পরক্ষণেই দেখবেন, আপনি যেটা চাইতেন সেটা কখনোই আপনার জন্য কখনোই কল্যাণকর ছিল না।

وَ وَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى

আর তিনি তোমাকে পেয়েছেন পথহারা। তারপর তোমারে সঠিক পথ দিয়েছেন। [সূরা দোহা আয়াত : ৭]

সুবহানাল্লাহ, কত প্রশান্তিকর এই আয়াতগুলো।

কুরআনে শুধু এই আয়াত নয়, এরকম আরও অনেক আয়াত রয়েছে, যা আমাদেরকে হতাশা, অস্থিরতা ও অপ্রাপ্তির কষ্ট কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে। জীবনে কেন কোনো একটি কষ্ট এসেছে, তা বুঝতে সাহায্য করবে। কুরআন আমাদের আত্মার জন্য এক নিরাময়। একে আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছেন যেন দিশেহারা মানবজাতি পথ খুঁজে পায়। এ কারণে কুরআনে আমরা অনেক আয়াত পাই, যেখানে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জীবনের নানা সমস্যা মোকাবেলা করার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

চারদিকে এত কষ্ট, এত কান্না, এত হতাশা ভাবছেন আপনার কী দোষ?

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ

তিনিই সেই সত্তা, যিনি মানুষকে হাসান এবং কাঁদান। তিনিই তো মৃত্যু দেন, জীবন দেন। [আন-নাজম, আয়াত : ৪৩]

যখন বিপদ আসবে তখন কি করবেন ভাবছেন—

اَوَ لَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَ لَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ .

তারা কি লক্ষ্য করে দেখে না যে, প্রতি বছর তাদের উপর দুই-একবার বিপদ আসছে? এরপরও ওরা তওবা করে না, উপলব্ধি করার চেষ্টা করে না। [আত-তাওবা, আয়াত : ১২৬]

জীবনটা অতিরিক্ত কষ্টের মনে হচ্ছে? আর পারছেন না সহ্য করতে?

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَّسِيْنَاۤ اَوْ اَخْطَاْنَا .

আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা কখনো দেন না। প্রত্যেকেই যা ভালো করেছে, তার পুরস্কার পায়; যা খারাপ করেছে, তার পরিণাম ভোগ করে। [আল-বাক্বারা :২৮৬]

জীবনটা শুধুই কষ্ট আর কষ্ট? কোনো ভালো কিছু নেই?

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

প্রতিটি কষ্টের সঙ্গে অবশ্যই অন্য কোনো না কোনো দিক থেকে স্বস্তি রয়েছে। কোনো সন্দেহ নেই, অবশ্যই প্রতিটি কষ্টের সঙ্গে অন্য দিকে স্বস্তি আছেই। [আল-ইনশিরাহ :৫-৬]

আপনি নামাজ, রোজা, জাকাত সব নিয়ম মেনে চলেন। তারপরও আপনার জীবনে কেন এত কষ্ট?

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

মানুষ কি ভেবেছে যে, তাদেরকে কোনো পরীক্ষা না করেই ছেড়ে দেওয়া হবে। কারণ, তারা মুখে বলছে, আমরা তো মুমিন! [আল-আনকাবুত :২]

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ .

তোমরা কি ভেবেছিলে যে, তোমাদের মধ্যে থেকে কারা আল্লাহর পথে আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং কারা ধৈর্যের সঙ্গে চেষ্টা করে—সেটা আল্লাহ প্রকাশ না করে দেওয়ার আগেই তোমরা জান্নাত পেয়ে যাবে? [আলে-ইমরান ১৪২]

وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَه مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُه يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى.

যেই আমার পথনির্দেশ থেকে দূরে চলে যাবে, তারই জীবন হয়ে যাবে ভীষণ কষ্টের। [সুরা ত্বাহা, আয়াত :১২৪]

অশান্তিতে ছটফট করছেন? রাতে ঘুমাতে পারছেন না? ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় অসুস্থ হয়ে যাচ্ছেন? ওষুধ খেয়েও মনে শান্তি আসছে না?

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۗ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ .

যাদের ঈমান আছে, তারা যখন আল্লাহর কথা ভাবে, জিকির করে, তখন তাদের মন শান্তি খুঁজে পায়। মনে রেখো, আল্লাহর কথা ভাবলে, জিকির করলে, নিশ্চয়ই মনে শান্তি খুঁজে পাবেই। [সুরা আর-রাদ, আয়াত : ২৮]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

তোমরা যারা বিশ্বাস করেছ, ধৈর্যের সঙ্গে চেষ্টা করো এবং নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। কারণ আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা ধৈর্যের সঙ্গে চেষ্টা করে। [আল-বাকারাহ :১৫৩]

দেশে অরাজকতা, অশান্তি ও অপরাধ দেখে সবসময় অকালে মৃত্যুর ভয়ে কাবু হয়ে আছেন? ভাবছেন বিদেশে চলে যাবেন?

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ

তুমি যেখানেই যাও না কেন, মৃত্যু তোমাকে ধরবেই। তুমি যদি অনেক উঁচু দালান বানিয়েও থাকো। [আন-নিসা, আয়াত :৭৮]

বলো, তোমরা যদি নিজেদের ঘরের ভিতরেও থাকতে, যারা খুন হবে বলে নির্ধারণ করা হয়েছিল, তারা নিজেরাই বের হয়ে নিজেদের মৃত্যুর সঙ্গে দেখা করতে যেত। [আল-ইমরান, আয়াত :১৫৪]

আপনার কোনো নিকটজন প্রাণ হারালো আর আপনি ভাবছেন— হায়, যদি সে অমুক করত, অমুক না করত, তাহলে সে বেঁচে যেত?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

তোমরা যারা বিশ্বাস করেছ বলে দাবি করো, ওই সব কাফিরদের মতো হয়ো না, যারা তাদের ভাইদের সম্পর্কে বলে (যখন তারা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল, ভ্রমণে গিয়েছিল), হায়রে, যদি তারা আমাদের সঙ্গে থাকতো, তাহলে তারা মারা যেত না, খুনও হতো না।

আল্লাহ এই ধরনের চিন্তাভাবনাকে তাদের অন্তরে তীব্র মানসিক যন্ত্রণার উৎস করে দেন। শুধুমাত্র আল্লাহই প্রাণ দেন, মৃত্যু ঘটান। তোমরা কী করো, তার সব তিনি দেখছেন। [আলে-ইমরান, আয়াত :১৫৬]

অমুকের এত বাড়ি-গাড়ি-টাকা দেখে ভাবছেন, কেন তার মতো জীবন আপনার হলো না! কিন্তু আপনি কি জানেন; তাদের সম্পদ দিয়ে আল্লাহ কি করতে চান? দেখুন আল্লাহ কি বলেন—

وَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ

ওদের এত ধনসম্পত্তি, সন্তানসন্ততি তোমাকে আশ্চর্যন্বানিত করে না দেয়। এগুলো দিয়ে আল্লাহ শুধুমাত্র ওদেরকে এই দুনিয়াতে পরীক্ষা নিতে চান, যেন তাদের আত্মা কাফির অবস্থায় এখান থেকে চিরবিদায় নেয়। [আত-তাওবাহ, আয়াত :৮৫]

চাকরি হারিয়ে আপনার মাথায় হাত। কেন আপনার সঙ্গে এমনটা হলো? কেন আপনার সন্তান এত গুরুতর অসুস্থ হলো? কেন আপনার বাবা এই দুঃসময়ে মারা গেলেন?

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, সম্পত্তি, জীবন এবং ফসল হারানো দিয়ে পরীক্ষা করবোই। জীবনে কোনো বিপদ এলে যারা ধৈর্যের সঙ্গে চেষ্টা করে এবং বিপদে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে বলে, আমরা তো আল্লাহর জন্যই। আল্লাহরই কাছে আমরা শেষ পর্যন্ত ফিরে যাবো। তাদেরকে সুসংবাদ দাও! ওদের উপর তাদের প্রভুর কাছ থেকে আছে বিশেষ অনুগ্রহ এবং শান্তি। এধরনের মানুষরাই সঠিকপথে আছে। [আল-বাকারা, আয়াত :১৫৫-১৫৭]

وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ۠

মনে রেখো, তোমার যা ধনসম্পদ আছে এবং তোমার সন্তানরা, এগুলো শুধু তোমার জন্য পরীক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়। আর মনে রেখো, আল্লাহর কাছে রয়েছে অপরিসীম পুরস্কার। [আল-আনফাল, আয়াত : ২৮]

اَوَ لَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَ لَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ.

তারা কি লক্ষ্য করে দেখে না যে, প্রতিবছর তাদের উপর দুই-একবার বিপদ আসছে? এর পরও ওরা তওবাহ করে না, উপলব্ধি করার চেষ্টা করে না। [আত-তাওবাহ, আয়াত :১২৬]

আসুন আমরা কুরআনের আয়াতগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কুরআন দিয়েছেন এক আত্মিক নিরাময় হিসেবে। আমাদের অনেক মানসিক সমস্যার সমাধান রয়েছে কুরআনে। নিয়মিত বুঝে কুরআন পড়লে আমরা খুব সহজেই ওষুধের উপর আমাদের নির্ভরতা কমিয়ে আনতে পারব, স্ট্রেস-ডিপ্রেশন থেকে মুক্ত হয়ে শারীরিক এবং মানসিকভাবে সুস্থ জীবনযাপন করতে পারব ইনশাআল্লাহ।

তাই যখনই কোনো কাজ থেকে অবসর পাও, তখনই নিবেদিত হও, তোমার প্রভুকে পাওয়ার জন্য তাঁর দিকে ফিরে যাও।

এই শেষ আয়াতটি আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম কোনো পার্টটাইম প্রজেক্ট নয় যে, বাকি সব কাজ শেষ হলে যদি সময় পাওয়া যায় তো একা কিছু ধর্মকর্ম করবো, না হলে কী আর করা? পড়ালেখা, চাকরি, পরিবারের দেখাশোনা, ইসলামের দাওয়াত দেওয়া, আর্টিকেল লেখা, ফেইসবুকে ধর্মের কথা বলা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সমস্যার সমাধান করা, এত সব দায়িত্বের পর একা ধর্মকর্ম করার সময় কোথায়?

বরং আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, যখনি আমরা কাজের ফাঁকে সময় পাবো, তখনি যেন আমরা আল্লাহর তাআলা প্রতি আরও নিবেদিত হই। শুধুই আল্লাহর তাআলা প্রতি একান্ত ইবাদতে নিজেকে ক্লান্ত করে ফেলি। একান্তে আল্লাহর তাআলা ইবাদত খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ আপনাকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন, তার প্রত্যেকটির কথা স্মরণ করুন। এ নিয়ামত বিশেষ আকারে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। সামগ্রিকভাবে সমস্ত নিয়ামত প্রকাশের পদ্ধতি নিম্নরূপ: মুখে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে এবং একথায় স্বীকৃতি দিতে হবে যে, আমি যেসব নিয়ামত লাভ করেছি, সবই আল্লাহর মেহেরবানি ও অনুগ্রহের ফল। এর মধ্যে কোনো একটিও আমার নিজের ব্যক্তিগত উপার্জনের ফসল নয়।

মানুষ সৃষ্টির সেরা। কিন্তু মানুষ আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতকে ভুলে গিয়ে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে। বান্দার প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করে দিয়ে আল্লাহ তাআলা খুব আক্ষেপের সঙ্গে বলেন—

يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ

হে মানুষ! কীসে তোমাকে তোমার মহান পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল।

الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ

অথচ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন। [সুরা ইনফিতার : ৬, ৭]

অন্য আয়াতে তিনি বলেছেন—

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۰

কেমন করে তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে কুফরি অবলম্বন করছ? অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন, আবার মৃত্যু দান করবেন। পুনরায় তোমাদেরকে জীবনদান করবেন। অতঃপর তারই প্রতি তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে। [সুরা বাকারা, আয়াত : ২৮]

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কতটা ভালোবাসে, সেটা বোঝার জন্য এই হাদিসটাই যথেষ্ট।

শয়তান চায় বান্দাকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে। পক্ষান্তরে আল্লাহ চায় বান্দাকে চিরস্থায়ী জান্নাতে নিতে। তাই তো আল্লাহ তায়ালা বান্দার অল্প আমলেই বেশি সওয়াব দিয়ে থাকেন। যেমন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সম্পর্কে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো সৎকাজের ইচ্ছা করে কিন্তু তা করেনি, আল্লাহ তাআলা তাকে পূর্ণ একটি নেকি দান করেন। আর যদি ইচ্ছা করার পর এ কাজ করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে দশগুণ হতে ৭০০ গুণ পর্যন্ত, এমনকি তার চেয়ে বেশি গুণ সওয়াব দান করেন। পক্ষান্তরে কোনো ব্যক্তি যদি গোনাহের কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু তা সে করেনি। তাহলে আল্লাহ তার বিনিময়ে একটি পূর্ণ নেকি লিখে দেন। আর যদি ইচ্ছা করার পর সে গুনাহ এর কাজটি করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার একটিমাত্র গুনাহ লিখে দেন।

এই দুনিয়ার মূল্য কত? যার পেছনে আমরা পাগলের মতো ছুটছি?

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ " . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

সাহল ইবনু সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তাআলার নিকট যদি এই পৃথিবীর মূল্য মশার একটি পাখার সমান হতো, তাহলে তিনি কোনো কাফিরকে এখানকার পানির এক ঢোকও পান করাতেন না।[৭৭]

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ كُنْتُ مَعَ الرَّكْبِ الَّذِينَ وَقَفُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّخْلَةِ الْمَيِّتَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَتَرَوْنَ هَذِهِ هَانَتْ عَلَى أَهْلِهَا حِينَ أَلْقَوْهَا " . قَالُوا مِنْ هَوَانِهَا أَلْقَوْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " فَالدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا " . وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ الْمُسْتَوْرِدِ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

মুসতাওরিদ ইবনু শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আমি আরোহীদলের সঙ্গে ছিলাম, যারা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে একটি মৃত ছাগল ছানার পাশে এসে দাঁড়ান। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি মনে কর, তার মনিবের নিকট এটা নিকৃষ্ট ও মূল্যহীন হওয়ায় সে তা নিক্ষেপ করেছে? তারা বলল, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা মূল্যহীন হওয়ার কারণে তারা ফেলে দিয়েছে। তিনি বললেন, তার মনিবের

[৭৭]. জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২৩২০

নিকট এটা যতটুকু মূল্যহীন, আল্লাহ তাআলার নিকট পৃথিবীটা এর চেয়েও অধিক মূল্যহীন ও নিকৃষ্ট।[৭৮]

একটি পচা মরদেহ বা মৃত প্রাণী যেমন আমাদের কাছে কোনো মূল্য নেই। আমরা তা অর্জনের জন্য এর পিছনে ছুটি না, অথচ কুকুরের কাছে এর অনেক মূল্য। কাড়াকাড়ি-ছেঁড়াছিঁড়ি করে কুকুর তা অর্জন করতে চায়। তেমনি যারা আল্লাহর নাফরমানীর মাধ্যমে, আখেরাতকে বরবাদ করে দুনিয়া নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি-মারামারি করে, তারাও যেন ঐ কুকুরগুলোর মতো মূল্যহীন বস্তু অর্জনের জন্য মারামারি-ছেঁড়াছিঁড়ি করছে। এ বাক্যটিতে একথাই তুলে ধরা হয়েছে।

আল্লাহ কেন মানুষ সৃষ্টি করেছেন

দুনিয়াতে মানুষের আগমন ও জীবনের লক্ষ্য হলো, আল্লাহ তাআলার বিধি-বিধানের বাস্তবায়ন তথা তাঁর ইবাদত-বন্দেগি করা। আল্লাহ তাআলা কুরআনে মানুষ সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছেন—

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

আমি জিন ও মানবজাতিকে শুধুমাত্র আমার ইবাদত ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি। অর্থাৎ ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। [সুরা যারিয়াত : আয়াত ৫৬]

সুরা জারিয়াতের এ আয়াতে উঠে এসেছে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? আর ইবাদতই বা কি?

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগি করা। আর ইবাদত হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশিত পথে ও মতে জীবন পরিচালনা করা। আল্লাহ নির্দেশিত পথে জীবন পরিচালনাই হলো ইবাদত।

'ইবাদত' শব্দটি 'আবৃদ' শব্দ হতে এসেছে। আর 'আবৃদ' অর্থ হলো দাস বা গোলাম। সুতরাং 'লিয়া'বুদুন তথা ইবাদত' মানে হলো, আল্লাহর গোলামি বা বন্দেগি করা। আর দুনিয়াতে যে ব্যক্তি আল্লাহর গোলামি করবে, ওই ব্যক্তিই সফলকাম।

---

[৭৮]. জামেআত-তিরমিজি, হাদিস নং ২৩২১

ইবাদত সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা! মানুষ মনে করে, কুরআনে নির্দেশ পালনে নামাজ আদায় করা, রোজা ও হজ পালন করা, জাকাত দেয়া, তাসবিহ-তাহলিল, জিকির-আজকার, কুরআন তেলাওয়াত করার নামই ইবাদত। না, ইবাদত মানে তা নয়।

ইসলামের সকল বিধিবিধান পালন করা এবং আল্লাহ তাআলার যা নিষেধ করেছেন, সেগুলো থেকে বিরত থাকার নাম ইবাদত। কিন্তু মিথ্যা কথা বলে, সুদ-ঘুষে জড়িত থেকে লোক দেখানো ইবাদত করে, বেহায়াপনা, চোগলখুরি, হিংসা-বিদ্বেষ ও মুনাফেকির সঙ্গে লিপ্ত থেকে শুধুমাত্র নামাজ রোজার মতো অন্যান্য আমল করার নাম ইবাদত নয়।

কুরআন-সুন্নাহর নিষেধগুলো পরিত্যাগ করে আদেশ পালন হলো ইবাদত তথা বন্দেগি। কারণ, ইবাদত হলো আল্লাহ তাআলা হুকুম-আহকাম যথাযথভাবে পালন করা। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা কুরআনে পাকে নির্দেশ প্রদান করেছেন—

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। [সুরা হাশর : আয়াত ৭]

প্রতিপালক হিসাবে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার অর্থ

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ওই ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে, যে রব হিসেবে আল্লাহকে, দ্বীন হিসেবে ইসলামকে এবং রাসুল হিসেবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে সন্তুষ্ট।[৭৯]

আল্লাহকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেওয়ার অর্থ হলো তাকদির ও আল্লাহর ব্যবস্থার উপর সন্তুষ্ট থাকা। অর্থাৎ অন্তরে বিশ্বাস রাখা বান্দার জন্য যা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা তার জন্য ক্ষতিকর নয় এবং যা তার জন্য ক্ষতিকর, তা তার জন্য নির্ধারিত করা হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে যে সকল বিষয় তার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা। বান্দা যখন আল্লাহকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেবে, তখন আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। আর কারো

[৭৯]. সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৬, সহিহ মুসলিম ৩৪

প্রতি আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হলে তিনি তাকে সন্তুষ্ট করবেন এবং তাকে হেফাজত করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ

> আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ তাআলার প্রতি সন্তুষ্ট। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ১১৯]

হাসান ইবনে উরওয়াহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলতেন, আমার সঙ্গে আমার রবের আচরণ কতই না চমৎকার। তিনি আমার থেকে একটা অঙ্গ নিয়েছেন বাকি তিনটা অঙ্গ রেখে দিয়েছেন।

ক্যান্সারের কারণে তার হাঁটুর দিক থেকে একটি পা কেটে ফেলতে হয়েছিল [কিতাবুজ জুহদ] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন! আমার উম্মতের সকলে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে যারা অস্বীকার করে তারা প্রবেশ করবে না। সাহাবিরা বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অস্বীকারকারী কারা? তিনি বলেন, যারা আমার আনুগত্য করবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যারা আমার অবাধ্য করবে, তারাই হলো অস্বীকারকারী।[৮০]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগত সম্পর্কে সুরা নিসার ৬৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا .

> হে নবি আপনার প্রতিপালকের শপথ, তারা কখনও ঈমানদার হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তারা আপনাকে তাদের অভ্যন্তরীণ বিরোধের বিচারক না করে এবং আপনার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদের মনে কোনো অনীহা বা দুঃখ না থাকে এবং যে পর্যন্ত তারা আপনার বিচারকে সম্পূর্ণরূপে মনেপ্রাণে না মেনে নেয়।

রাসুল হিসেবে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সন্তুষ্ট থাকার দাবি হলো—তাঁর সকল কথাকে বিশ্বাস করা, তাঁকে ভালোবাসা, তাঁর আদেশসমূহ মেনে চলা, নিষিদ্ধ বিষয়কে বর্জন করা। তাঁর আনীত দ্বীন তথা জীবন-বিধানকে জীবনের পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা।

---

[৮০]. বুখারী ৭২৮০

দুনিয়ার বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে ইবনে জাওজি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—জীবন হলো খারাপ মহিলার মতো। সে কখনই তার স্বামীর প্রতি অনুগত হবে না এবং তার পিছনে পিছনে দৌঁড়ানোতে কোনো উপকার নেই।[৮১]

দুনিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، أَخْبَرَنِي الْمَسْعُودِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً . فَقَالَ " مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো একসময় খেজুর পাতার মাদুরে শুয়েছিলেন। তিনি ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে দাঁড়ালে দেখা গেল, তার গায়ে মাদুরের দাগ পড়ে গেছে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা আপনার জন্য যদি একটি নরম বিছানার (তোষক) ব্যবস্থা করতাম। তিনি বললেন, দুনিয়ার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? দুনিয়াতে আমি এমন একজন পথচারী মুসাফির ছাড়া তো আর কিছুই নই, যে একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিলো, তারপর তা ছেড়ে দিয়ে গন্তব্যের দিকে চলে গেল।[৮২]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ " . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

---

৮১. আল-মুদহাশ, ২৭০ পৃষ্ঠা

৮২. জামেআত-তিরমিজি, হাদিস নং ২৩৭৭

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুনিয়া (পার্থিব জীবন) মুমিনদের জন্য কারাগারস্বরূপ এবং কাফিরদের জন্য জান্নাত স্বরূপ।[৮৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আল্লাহ যখন কাউকে ভালোবাসেন, তখন তাকে দুনিয়া থেকে সেভাবে দূরে রাখেন, যেভাবে তোমরা অসুস্থ ব্যক্তিকে পানি থেকে দূরে রাখো।[৮৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার জন্য যা কল্যাণকর, তা অর্জনের জন্য তুমি প্রলুব্ধ হও আর আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও। কখনই হতাশ হয়ো না। যদি কখনো বিপদে পড়, তবে কখনই এ-কথা বলবে না যে, যদি আমি এমন এমন করতাম, তাহলে তো আর এটি হতো ন! বরং তুমি বলবে, সবই আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাপার; তিনি যা ইচ্ছা তা করেছেন। কেননা 'যদি' (কথাটি) শয়তানের কাজের পথ খুলে দেয়।[৮৫]

নির্জনের গুনাহ

ইবনুল জাওজি রহিমাহুল্লাহ বলেন, গুনাহ থেকে সাবধান! গুনাহ থেকে সাবধান! বিশেষত নির্জনের গুনাহ থেকে। কেননা, আল্লাহর সঙ্গে দ্বন্দ্ব করা বান্দাকে আল্লাহর চোখে মূল্যহীন করে দেয়। তোমার ও আল্লাহর মাঝের নিভৃতের অবস্থাকে সংশোধন কর; তবে তিনি তোমার বাহ্যিক অবস্থাগুলো সংশোধন করে দিবেন।[৮৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের রব বলেন, হে বনি আদম তুমি আমার ইবাদতের জন্য মনোনিবেশ করো, আমি তোমার অন্তরকে সচ্ছলতায় ভরে দেব, তোমার হাত রিজিক দ্বারা পূর্ণ করে দেব। হে বনি আদম, তুমি আমার থেকে দূরে যেয়ো না। ফলে আমি তোমার অন্তর পূর্ণ করে দেব এবং তোমার দুহাতকে কর্ম ব্যস্ত করে দেব।[৮৭]

ফুজাইল রহিমাহুল্লাহ বলেন, সুসংবাদ তার জন্য যে মানুষের মাঝে নির্জনতা বোধ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যায়।

---

[৮৩]. জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২৩২৪

[৮৪]. ইবনু হিব্বান, আস-সহিহ: ২ /৪৪৪; আহমাদ, আল-মুসনাদ: ৪/২১০

[৮৫]. সহিহ মুসলিম: ২৬৬৪

[৮৬]. সাইদুল খাত্বের, পৃষ্ঠা-২০৭

[৮৭]. সহিহ হাদিসে কুদসি, হাদিস নং ২৭

আবু ইসহাক রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন! হে আমার রব, কোন বান্দা আপনার নিকট প্রিয়? আল্লাহ বললেন, যে আমার যিকির করে।

আমলের স্বাদ

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহকে বলতে শুনেছি! যদি আমলের কারণে তুমি হৃদয়ের স্বাদ অনুভব না করো; তাহলে ওই আমলে ত্রুটি রয়েছে ধরে নাও। কেননা আল্লাহ তো পরম প্রতিদান দাতা অর্থাৎ তিনি আমলকারীর দুনিয়াতে অন্তরের প্রশান্তি দিয়ে তার প্রতিদান দেন এবং তুমি যদি তা না পাও, তাহলে মনে করতে হবে তোমার আমলে ভেজাল আছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

> الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
>
> যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর জিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়। [সুরা রাদ আয়াত ২৮]

আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়ার উপায় কি?

ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহর দেয়া প্রাপ্ত নেয়ামতরাজির প্রতি মনোযোগ সহকারে দৃষ্টি দেওয়া ও নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে একজন বান্দা আল্লাহর দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

ইমাম সুফিয়ান সাওরিকে জিজ্ঞেস করা হলো, নেক আমল কী?

জবাবে তিনি বলেন, যে আমল দ্বারা তুমি কারো নিকট নিজের প্রশংসার আশা করো না।[৮৮] অর্থাৎ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা করা হয়, তাই নেক আমল।

ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, যে যত বেশি আল্লাহর মারেফত (আল্লাহকে চেনা) অর্জন করবে, তার তাওয়াক্কুল তত বেশি শক্তিশালী হবে।[৮৯]

---

৮৮. বাহজাতুল মাজালিস: ৩/৩৪৪

৮৯. মাদারিজুস সালিকিন

আল্লাহর নিকট মর্যাদাশীল ব্যক্তি

মানুষ আল্লাহর নিকট মর্যাদাশীল হয়, তাকওয়ার কারণে। অনেক মানুষ আছে, যাদের দুর্বলতা দরিদ্রতার কারণে মানুষ হেয় প্রতিপন্ন করে কিন্তু আল্লাহর নিকট সে তার অধিক মর্যাদাশীল। কারণ, আল্লাহ তাআলা কারো টাকাপয়সা যশখ্যাতি দেখেন না, তিনি দেখেন তাকওয়া।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقٰكُمْ

> তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদের আকৃতি ও সম্পদের দিকে লক্ষ্য করেন না। তিনি লক্ষ্য করেন তোমাদের অন্তর এবং আমলের দিকে।[১০]

ফুজাইল রহিমাহুল্লাহ বলেন, সুসংবাদ তার জন্য যে মানুষের মাঝে নির্জনতা বোধ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যায়।

মানুষের স্মরণে অন্তরে ব্যধি সৃষ্টি হয়, আর আল্লাহর স্মরনে অন্তর থেকে ব্যাধি দূর হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا.

> নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে, পরম করুণাময় অবশ্যই তাদের জন্য (বান্দাদের হৃদয়ে) ভালোবাসা সৃষ্টি করবেন। [সুরা মারইয়াম আয়াত : ৯৬]

আল্লাহর জন্য ভালোবাসার ফজিলত

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে, সে ঈমানের স্বাদ অনুভব করবে। যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সর্বাধিক প্রিয় হবে। অন্য কোনো ব্যক্তিকে সে একমাত্র আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে। আল্লাহ কুফুরি থেকে রক্ষা করার পর আবার তাতে ফিরে যাওয়া তার কাছে আগুনে নিক্ষেপের মতো অপছন্দনীয় হবে।[১১]

---

[১০]. সহিহ মুসলিম ২৫৬৪
[১১]. সহিহ মুসলিম :৪৩

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করবেন, যারা আমার সন্তুষ্টির জন্য একে অন্যকে ভালোবেসেছিল, তারা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দান করব।[৯২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যারা পরস্পরে ভালোবাসার সম্পর্ক রাখে, কেয়ামতের দিন তাদের জন্য নুরের মিম্বর স্থাপন করা হবে। যা দেখে নবি এবং শহিদগণ ঈর্ষা করবেন।[৯৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে আল্লাহর জন্য দান করল কিংবা আল্লাহর জন্য দান করা থেকে বিরত রইল এবং আল্লাহর জন্য কারও সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করল কিংবা আল্লাহর জন্য কারও সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ করল, তার ঈমান পূর্ণতা লাভ করল।[৯৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেউ অন্যকে ভালোবাসলে যেন তাকে ভালোবাসার কথা জানিয়ে দেয়।[৯৫]

আল্লাহ কাদের ভালোবাসেন

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। এক ব্যক্তি তার ভাইকে দেখানোর জন্য অন্য এক গ্রামে গেল। আল্লাহ তাআলা তার জন্য রাস্তায় একজন ফেরেস্তা মোতায়েন করলেন। সে ব্যক্তি যখন ফেরেস্তার কাছে পৌঁছালো, তখন ফেরেস্তা জিজ্ঞেস করলেন তুমি কোথায় যাচ্ছ। সে বলল, আমি ওই গ্রামের এক ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য যেতে চাই। ফেরেস্তা বললেন, তার কাছে কি তোমার কোনো অনুগ্রহ আছে, যা তুমি বৃদ্ধি করতে চাও। সে বলল না! আমি তো শুধু আল্লাহর জন্যই তাকে ভালোবাসি। ফেরেস্তা বললেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার কাছে এই পায়গাম নিয়ে এসেছি যে, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন। যেমন তুমি তোমার ভাইকে তাঁর জন্যই ভালোবেসেছো।[৯৬]

হজরত মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যারা

---

[৯২]. সহিহ মুসলিম :২৫৬৬
[৯৩]. তিরমিজি শরিফ : ২৩৯০
[৯৪]. তিরমিজি শরিফ :২৫২১
[৯৫]. আবু দাউদ : ৫১২৪
[৯৬]. সহিহ মুসলিম ৬৩১৬

একে অন্যকে ভালোবাসে, পরস্পর ওঠাবসা ও দেখা-সাক্ষাৎ করে কিংবা একে অন্যের জন্য খরচ করে, তাদের জন্য আমার ভালোবাসা ওয়াজিব হয়ে যায়।[৯৭]

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কারো উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে যেয়ো না। মনে রেখো, অন্ধকারে তোমার ছায়াও তোমাকে ছেড়ে চলে যায়।

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ؕ

আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? [সুরা জুমার, আয়াত : ৩৬]

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। [সুরা ত্বলাক, আয়াত : ৩]

দুর্ভাগ্যের-সৌভাগ্যের আলামত পাঁচটি

ইমাম ফুদ্বাইল বিন ইয়াদ্ব (রাহ.) বলেন, দুঃখ-দুর্ভাগ্যের আলামত পাঁচটি—

১. অন্তর কঠিন ও শক্ত হওয়া;

২. চোখ অশ্রুসজল না হওয়া;

৩. লজ্জা-শরম কম হওয়া;

৪. দুনিয়ার প্রতি মুহাব্বাত এবং

৫. দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা।

এর বিপরীতে পাঁচটি বিষয় সৌভাগ্যের আলামত—

১. অন্তরের দৃঢ়তা;

২. তাকওয়া;

৩. দুনিয়ার প্রতি অনীহা;

৪. স্বাভাবিক লজ্জা-শরম থাকা এবং

৫. ইলম (দ্বীনি জ্ঞান) অর্জন করা।

---

[৯৭]. মুসনাদে আহমদ : ২১৫২৫

যে অন্তর আল্লাহর ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হওয়ার কথা ছিল, সেই অন্তরালে দুনিয়ার ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। তাই তো আজকে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য, জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য আমাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বিজড়িত হয় না।

শায়খ আবদুল আজিজ ইবনু শায়খ আবদুল আজিজ ইবনু বাজ (রাহ.) বলেন, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ও উপদেশ দানকারী ব্যক্তি হলো ডাক্তারের মতো; সে উপযুক্ত সময়, উপযুক্ত পরিমাণ ও উপযুক্ত পদ্ধতিতে প্রচেষ্টা চালাবে।[১৮]

প্রকৃত মুসলিম এবং মুহাজিরকে

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে এবং প্রকৃত মুহাজির সে-ই, আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন, তা যে বর্জন করে।[১৯]

হাশরের ময়দানে আরশের ছায়াতলে আশ্রয় পাবে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ الإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ".

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে দিন আল্লাহর রহমতের ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর ছায়ায় (অন্য বর্ণনায়, তাঁর আরশের ছায়ায়) আশ্রয় দিবেন। যথা:

১. ন্যায়পরায়ণ শাসক। ২. সে যুবক যার জীবন গড়ে উঠেছে, তার রবের ইবাদতের মধ্যে। ৩. সে ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সঙ্গে লেগে রয়েছে। ৪. সে দুই ব্যক্তি যারা পরস্পরকে ভালোবাসে আল্লাহর রাহে। তারা একত্র হয়

---

[১৮]. ইবনু বায, আল মাজমু'উ: ৬/৩৫০

[১৯]. ৬৪৮৪; মুসলিম ১/১৪ হাঃ৪০, আহমাদ ৬৭৬৫

আল্লাহর জন্য এবং পৃথকও হয় আল্লাহর জন্য। ৫. সে ব্যক্তি যাকে কোনো উচ্চ বংশীয় রূপসী নারী আহ্বান জানায়। কিন্তু সে এ বলে তা প্রত্যাখ্যান করে যে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি'। ৬. সে ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে বাম হাত তা জানে না। ৭. সে ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহর জিকির করে, ফলে তার দুচোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়।[১০০]

লোক দেখানো ইবাদত

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

مَن تَعلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ لا يَتعلَّمُه إلا ليُصيبَ بِه عرضاً مِنْ الدُّنْيَا لَم يَجِدْ عَرفَ الجَنَّةِ يَوم القيامَةِ يعْنِي رِيحَهَا.

যে ইলম দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয়ে থাকে, সে ইলমকে যদি কোনো ব্যক্তি দুনিয়াবি কোনো উদ্দেশ্যে শেখে, কিয়ামতের দিন সে জান্নাত পাবে না, এমনকি সুঘ্রাণও পাবে না।[১০১]

সর্বপ্রথম জাহান্নামে প্রবেশ করা

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন—

»إن أَولَ النأَسِ يقضى يَوْم القيامِة عَلَيْهِ: رَجل اسْتشهَد فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفْه نعمَه فعرَفها، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فيِهَا؟ قَالَ: قَاتلتُ فيِكَ حَتَّى اسْتشْهِدتُ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكنكَّ قَاتَلْتَ لأن يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ. ثُم أُمِر بِهِ فَسحبَ عَلى وَجهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النأَرِ وَرجل تَعلَّمَ الْعلمَ وَعَلَّمه وقَرَأَ القُرْآنَ، فَأُتِي بِهِ فَعَرَفُه نعمَه فعرَفهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فيِهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ العِلْمَ وَعَلمْتُهُ وقَرَأْتُ فيِكَ القُرْآنَ. قَالَ:

---

১০০. সহিহ বুখারি (ইসলামিক ফাউন্ডেশন), অধ্যায়: ১০/ আজান (كتاب الأذان) ৪২৮।

১০১. আবু দাউদ: ৩৬৬৪, ইবনে মাজা: ২৫২, আল্লামা আলবানি রহ. হাদিসটিকে সহিহ বলে আখ্যায়িত করেন।

كَذَبْتَ، وَلَكنكَ تَعَلَّمْت العلَم ليُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ القُرْآنَ ليقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ.ثم أُمَر بِهِ فَسحبَ عَلى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجلٌ وَسَّع الله عَلَيْهِ وَأَعطَاهُ مِن أَصنافِ المَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعرَّفَه نعَمَه فعرَفهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فيِهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنفَقَ فِيهَا إلا أَنْفَقْتُ فِيهَا لكَ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنكَّ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ. ثُم أُمِرَ بِهِ فَسحبَ عَلى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম যে ব্যক্তির বিচার করা হবে, তিনি হলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হন, তারপর তাকে ডাকা হবে এবং তার নিকট তার নিয়ামতসমূহ তুলে ধরা হলে সে তা চিনতে পারবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি এ সব নিয়ামতের মুকাবালায় কি আমল করছ? সে বলল, তোমার রাহে আমি যুদ্ধ করছি এবং শহিদ হয়েছি। আল্লাহ বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি যুদ্ধ করছ, যাতে মানুষ তোমাকে বাহাদুর বলে। তা তোমাকে বলা হয়েছে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হলে, তাকে তার চেহারার উপর উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়। এক ব্যক্তি ইলম অর্জন করল, মানুষকে শেখালো এবং কুরআন পড়ল। তারপর তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হলো এবং তার উপর আল্লাহর নিয়ামতসমূহ তুলে ধরা হলে, সে তা চিনতে পারলো। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি এ বিষয়ে কি আমল করছ? বলল, আমি ইলম শিখেছি এবং শিখিয়েছি। তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কুরআন পড়েছি। সে বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি ইলম শিখেছ, যাতে তোমাকে আলেম বলা হয়। আর কুরআন তিলাওয়াত করেছ, যাতে তোমাকে এ কথা বলা হয়, লোকটি ক্বারী। আর দুনিয়াতে তোমাকে তা বলা হয়েছে। তার পর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপের নির্দেশ দেয়া হলে, তাকে তার চেহারার উপর উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়।[১০২]

বিশর ইবনুল হারিস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত ইবাদতের মিষ্টতা অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার এবং তোমার কামনা-বাসনার মাঝে একটি প্রাচীর স্থাপন করবে।[১০৩]

---

[১০২]. মুসলিম: ১৯০৫

[১০৩]. যাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১০/৪৭৩

বান্দার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ

যিনি না-বলা কথাগুলো শুনেন; যিনি হৃদয়ের অগোছালো কথাগুলো পড়ে নিতে পারেন। যিনি বোবার ভাষা বোঝেন। যিনি চাওয়ার আগেই অভাব পূরণ করেন। তিনিই আমার রব।

এক ব্যক্তি জীবনভর গুনাহ করেছিল, কখনো পর্ণ্যের ধারে কাছেও যায়নি। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো, তখন সে তার পরিবার-পরিজনকে বলল, আমি মারা গেলে আমার লাশ পুড়িয়ে ফেলবে। পুড়িয়ে যে ছাই হবে তার অর্ধেক স্থলে অর্ধেক জলে ফেলে দেবে। পরিবারের সদস্যরা তাকে জিজ্ঞেস করল, কেন এমন অদ্ভুত কাজ করতে বলছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ যদি আমায় ধরতে পারেন, এমন শাস্তি দিবেন আর অন্য কাউকে দিবে না। তার অপরাধের কথা সে নিজে জানতো আবার আল্লাহর আযাবের ভয়ও করত। কিন্তু আগুনে পোড়ালে আল্লাহ তাআলা তাকে ধরতে পারবেন না, এই মিথ্যা ধারণা থেকে হয়তো এমনটা করতে বলেছিল।

লোকটি মারা যাওয়ার পর পরিবারের লোকেরা তার ইচ্ছেমতো লাশের ছাই মাটিতে এবং পানিতে ছিটিয়ে দিলো। আল্লাহ তায়ালা তার ছাইগুলো একত্রিত করলেন। তার আকৃতি দান করলেন। তারপর আল্লাহ তালাআ তাকে বললেন, তুমি কেন এমনটা করলে। সে বললো, আমার রব আপনার ভয়েই আমি এমনটি করতে বলেছিলাম আপনিতো সর্বজ্ঞ। তারা জবাব শুনে আল্লাহ তাআলা খুশি হলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। (মুসলিম ৬৭৩০)

প্রিয় পাঠক, হাদিসটি দিকে লক্ষ্য করুন! উক্ত ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে মুখে যেটা বলেছে, সেটা কুফরির অন্তর্ভুক্ত। কেননা আল্লাহ তাআলার শক্তি ও ক্ষমতাকে সে অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহ রব্বুল আলামিন যে মৃত্যুর পর তাকে জীবিত করবেন, তিনি যে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম, ভালো কাজ করলে পুরস্কার এবং খারাপ কাজ করলে শাস্তি দিতে পারেন, এটা তিনি অস্বীকার করেছেন। এত বড় মারাত্মক কথা বলার পরেও সারা জীবন গুনাহের কাজ করার পরেও শুধুমাত্র একটি কথা বলার কারণে (ইয়া আল্লাহ আপনার ভয়ে করেছি, আপনি তো সর্বজ্ঞ, আপনি তো সবই জানেন। আমি এটা কেন করেছি। আমি এটা আপনার ভয়ে করেছি) আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং জান্নাত দান করলেন। সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দয়া কত বিশাল। আমরা অনেক সময় আক্ষেপ করে বলতে থাকি, আল্লাহ কী আমাদের কথা শুনবেন, আমাদের দুআ কবুল করবেন, আমরা তো অনেক পাপী ব্যক্তি। এই ছোট্ট হাদিস থেকে আমাদের সকলের শিক্ষা নেওয়া উচিত।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

তিনি বললেন, আমি যাকে চাই তাকে আমার আজাব দিই। আর আমার রহমত সব বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করেছে। [সুরা আল-আরাফ, আয়াত : ১৫৬]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন—

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ.

নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম দয়ালু। [সুরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৪৩]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন—

فَانْظُرْ إِلَىٰ أٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

অতএব, আপনি আল্লাহর রহমতের চিহ্নসমূহের প্রতি দৃষ্টি দিন। কীভাবে তিনি জমিনের মৃত্যুর পর তা জীবিত করেন। নিশ্চয় এভাবেই তিনি মৃতকে জীবিত করেন। [সুরা আর-রুম, আয়াত : ৫০]

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কালামে মজিদে বলেন—

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

বলুন, 'হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজের উপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। [সুরা জুমার, আয়াত : ৫৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন—(হাদিসে কুদসি) তোমাদের প্রত্যেককেই পথভ্রষ্ট, তবে যাকে আমি হিদায়েত দান করি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে হিদায়েত চাও আমি তোমাদের হেদায়েত দান করব। হে আমার বান্দারা, তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত, তবে আমি যাদেরকে খাবার দান করি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে খাদ্য চাও, আমি তোমাদের খাবার দান করব। আমার বান্দারা তোমরা প্রত্যেকেই বস্ত্রহীন, তবে আমি যাকে বস্ত্র পরিধান করাই। সুতরাং তোমরা আমার কাছে বস্ত্র চাও, আমি তোমাদের বস্ত্র দান করব। হে আমার বান্দারা, তোমরা

দিনে-রাতে গুনাহ করতে থাকো, আমি তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে মাফ চাও, আমি তোমাদের ক্ষমা করব। আমার বান্দারা তোমাদের শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেকদিন যদি একটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আমার কাছে চায়, আমি প্রত্যেকের চাওয়া পূর্ণ করব। এতে আমার ভাণ্ডার থেকে এতটুকু কমবে যতটুকু সাগরের সাগরে সুই ডুবালে সাগর থেকে কমে যায়।[১০৪]

কোনো গুনাহ কি বান্দার জন্য কল্যাণকর

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হলো, গুনাহ কি বান্দার জন্য কল্যাণকর। তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি গুনাহের পর বান্দা লজ্জিত হয়, অনুতপ্ত হয়, তাওবা ও ইস্তিগফার করে।

নিঃসঙ্গ একাকী মানুষগুলো এগিয়ে

একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের সামনে বললেন, 'নিঃসঙ্গ একাকী মানুষগুলো এগিয়ে গেলো।' সাহাবিগণ প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! একাকী মানুষ কারা?' তিনি বলেন, 'আল্লাহর বেশি বেশি জিকরকারীগণ।'[১০৫]

হাদিসে এসেছে, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো, তুমি যখন ইন্তেকাল করবে, তখনো তোমার জিহ্বা আল্লাহর জিকরে আর্দ্র থাকবে।[১০৬]

আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা যতক্ষণ আমার জিকর করে এবং আমার জন্য তার দুই ঠোঁট নাড়াচাড়া করে, ততক্ষণ আমি তার সঙ্গে থাকি।[১০৭]

ইমাম মুজাহিদ ইবনু জাবর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কোনো বান্দা যখন তার হৃদয় দিয়ে আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয়, আল্লাহ তাআলা তখন মুমিনদের হৃদয়গুলোকে তার দিকে অগ্রসর করে দেন।[১০৮]

মহান ব্যক্তি তাবিঈ আবু মুসলিম আল-খাওলানি রাহিমাহুল্লাহ খুব বেশি বেশি জিকির করতেন। তাঁর জিহ্বা সবসময় আল্লাহর স্মরণে নড়তে থাকত। তাই এটা দেখে এক লোক একদিন তাঁর একজন সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করল, আপনার এই বন্ধু কি পাগল? আবু

---

[১০৪]. সহিহ মুসলিম ২৫৭৭
[১০৫]. মুসলিম, আস-সহিহ: ৪/২০৬২
[১০৬]. বুখারি, আস-সহিহ: ১/৭২; ইবনু হিব্বান, আস-সহিহ: ৩/৯৯
[১০৭]. আহমাদ, আল-মুসনাদ: ২/৫৪০; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান: ২/১২৪৬; হাদিসে কুদসি
[১০৮]. আবু নুআইম আসবাহানি, হিলয়াতুল আউলিয়া: ৩/২৮০

মুসলিম এটা শুনে উত্তর দিলেন, না ভাই, বরং এটা হচ্ছে পাগলামি থেকে বেঁচে থাকার উপায়।[১০৯]

ইমাম শাফেঈ (রহ) কাছে জানতে চাওয়া হলো, কীভাবে আপনি ইলম অর্জন করেছেন। তিনি বললেন, আমি সেইভাবে ইলমের পিছনে ছুটেছি, যেভাবে একজন মা হারানো সন্তানকে খোঁজে।

নিঃসন্দেহে, আল্লাহর জিকরে অভ্যস্ত ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে একাকী হয়ে যান। কারণ, তাঁরা নিরিবিলিতে আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত থাকেন। এতেই তাঁদের পরিতৃপ্তি।

আল্লাহ কাকে হিফাজত করেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি আল্লাহর হেফাজত করো আল্লাহ তোমার হেফাজত করবেন। যদি তুমি আল্লাহর হেফাজত করো, তখন তাকে তুমি তোমার পাশে পাবে।[১১০]

ইবনে রজব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহ হেফাজত করার অর্থ হলো আল্লাহ বিধি-নিষেধ মেনে চলা। যে এগুলো মেনে চলবে তারাই হলো আল্লাহর বিধান হিফাজতকারী। যাদের প্রশংসাই আল্লাহ কুরআন মাজিদে করছেন।

هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ

> এটাই সেই ওয়াদা যা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, প্রত্যেক আল্লাহ অভিমুখী ও হিফাজতকারীর জন্য।

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ وَجَاء بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ

> যে না দেখে দয়াময় আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতো এবং বিনীত অন্তরে উপস্থিত হতো। [সুরা ক্বাফ আয়াত : ৩২-৩৩]

ইমাম শাফি'ঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন—মানুষকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়। এবং মানুষের সমালোচনা থেকে বাঁচারও কোনো উপায় নেই। সুতরাং তুমি তোমার জন্য যা উপকারী তা আঁকড়ে ধরো।[১১১]

---

[১০৯]. আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ, জাওয়াইদুজ জুহদ, পৃষ্ঠা: ৩৮৪

[১১০]. সুনানে তিরমিজি ২৫১৬

[১১১]. আবু নুআইম, হিলয়াতুল আউলিয়া: ৯/১৩০

ফুজাইল বিন ইয়াজকে একথা জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার নিকট কোন বিষয়টি অতিশয় গুরুতর মনে হয়? তিনি বলেন, এমন অন্তর যা প্রতিপালকের যথাযথ পরিচয় লাভের পরও তার অবাধ্য হয়।

সালাফদের গোপনে মানবসেবা

আমর ইবনে সাবিত রহিমাহুল্লাহ বলেন, যখন আলি ইবনুল হুসাইন রহিমাহুল্লাহ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাতি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ছেলে মারা গেলেন। লোকেরা তাকে গোসল দিতে লাগলো। তখন তারা তার পিঠে কীসের যেন কালো দাগ দেখতে পেলো। তারা উপস্থিত অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করলো, উনার পিঠে এটি কিসের দাগ? তাঁর কাছের লোকেরা বলল, তিনি রাতের বেলা পিঠে আটার বস্তা নিয়ে বের হয়ে মদিনার গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। (এই বস্তা বহনের কারণে পিঠে দাগ পড়ে কালো হয়ে গেছে)।[১১২]

মহান সালাফগণ দান করতেন গোপনে। তারা মানবসেবা করতেন গোপনে। তাদের প্রত্যেকটা আমল সিয়াম, কিয়ামুল লাইল, দান-সদকা সবগুলোই ছিল গোপনে। মহান সালাফগণ এমনভাবে ইবাদত করতেন, তাদের ঘরের স্ত্রীসন্তান পর্যন্ত জানতেন না।

মানবসেবা আমরাও করি, ইবাদত আমরাও করি কিন্তু এমনভাবে করি অনলাইন-অফলাইনে এ যেন প্রচার হয়, সবাই যেন আমাকে চিনে। আমি অমুক এত টাকা দান করেছি। এতজন মানুষকে খাবার খাইয়েছি। এমনও তো মাঝে মাঝে ফেসবুকে দেখা যায়, একজন ব্যক্তিকে দান করছে, সঙ্গে ১০/২০জন মানুষের ছবি তোলার জন্য হাত এগিয়ে দেয়। যেন সারাদেশের লোক আমাকে চিনে, আমার নাম হয়, লোকেরা যেন বলে যে, অমুক ব্যক্তি ও এত-কত টাকা দান করেছে। আমাকে নিয়ে যেন সবাই বড় কিছু ভাবে।

আল ইয়াজুবিল্লাহ!

আমল প্রচারকারী ব্যক্তির আমল তার মাথার ওপরে ওঠে না।

ইমাম ইবনে হাজম রহিমাহুল্লাহ বলেন—নিজের একান্ত গোপন এমন কিছু আমল করুন, যেগুলো একদম কেউই জানবে না আপনি আর আপনার রব ছাড়া। এমনভাবে নিজের ভালো আমলগুলো গোপন রাখুন, যেভাবে চোর-ডাকাতের ভয়ে মূল্যবান সম্পদ লুকিয়ে রাখেন।

ভালো কাজ করুন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, লোকের বাহবা পাওয়ার জন্য নয়।

---

[১১২]. সিফাতুস সফওয়াঃ খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯৬

আপনার নেক আমলসমূহ সেভাবে গোপন করুন, যেভাবে আপনার পাপকাজসমূহ লোকজন থেকে আড়ালে করেন। হায়! সেদিন কত বৃহৎ কাজ বরবাদ হয়ে যাবে, নিয়তে গোলমাল থাকার কারণে। আবার কত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমল ও মিজানের পাল্লায় বিশাল ভারী হবে বিশুদ্ধ নিয়াতের কারণে।

নিজের নেক আমলগুলো যথাসম্ভব গোপন রাখাই উত্তম। সৌভাগ্যবান সেই সাত শ্রেণি, যাদেরকে আল্লাহ আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন। তাদের মধ্যে দুটো শ্রেণি হলো: যে এমনভাবে দান-সাদকা করে যে, তার ডান হাত কী দান করছে তা তার বাম হাত টের পায় না। আরেক শ্রেণি হলো, তারা নির্জন-নিরিবিলিতে আল্লাহকে স্মরণ করে আর তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে যায় অবিরতভাবে।[১১৩]

এদের কমন বৈশিষ্ট হলো, তারা গোপনে নেক আমল করতেন। ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুযন্ত্রণা ও কিয়ামতের দুর্বিষহ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়, সে যেন প্রকাশ্যে আমলের চেয়ে সংগোপনে অধিক আমল করে।[১১৪]

সাহাবাদের মধ্যে এটি ছিল একটি কমন বৈশিষ্ট্য। আবু বকর (রাদি) চুপে চুপে গিয়ে এক বৃদ্ধার খেদমত করে আসতেন এবং খাইয়ে দিতেন। জানতে পেরে উমার (রাদি)-ও তাকে অনুসরণ করতেন। আলি (রাদি) নিজ কাঁধে করে বস্তিবাসীদের নিকট খাবার পৌঁছাতেন অথচ তাদেরকে তিনি নিজের পরিচয় দিতেন না। যেদিন তিনি মারা যান, সেদিন তাঁর পিঠে দাগ দেখা যায়; সেটা দেখে এবং বস্তিবাসীর খাবারের জন্য হাহাকার দেখে সবাই বুঝতে পারে যে, তিনি এতদিন খাবার পৌঁছে দিয়েছেন। এমন উদাহরণ সাহাবা-তাবিঈদের মাঝে অসংখ্য।

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, পূর্বসূরি নেককারদের একটি কমন বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তারা অন্তত একটি নেক আমলকে এতটাই গোপন রাখতেন যে, তাঁদের স্ত্রী বা পরিবারের সদস্যরাও জানতো না। সেটা এ-কারণে যে, যাতে অন্তত এই একটি আমলের ব্যাপারে পুরোপুরি পরিতুষ্ট থাকা যায়।

শায়খ আবদুল আজিজ আত-ত্বরিফি হাফি বলেন—

اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك[١١٥]

---

১১৩. সহিহ বুখারি: ১৪২৩, সহিহ মুসলিম: ১০৩১
১১৪. তারতিবুল মাদারিক ওয়া তাকরিবুল মাসালিক: ৫১/২
১১৫. সিয়ার আলাম আন নুবালা, ৬/১০০

এমনভাবে লুকিয়ে রাখো তোমার নেক আমলগুলো, যেভাবে তুমি তোমার মন্দ আমলগুলো লুকিয়ে রাখো।

নেক আমল যথাসম্ভব গোপনে করুন

আমলের গোপনীয়তা যত বেশি হবে, ঈমানের দৃঢ়তাও তত বৃদ্ধি পাবে। কেননা পেরেকের ভেতরটা যতটা গভীরে লুকিয়ে থাকবে, পেরেকের বাইরের অংশ ততটা মজবুত হবে।

কখনো কি দেখেছেন, বিরাট পেরেক সহজেই তুলে ফেলা হচ্ছে; অথচ ছোট পেরেক কিছুতেই উপড়ানো যাচ্ছে না! আসল রহস্যটা কিন্তু পেরেকের গোপন অংশে, যা মজবুতভাবে গভীরে গাঁথা আছে।

উল্লেখ্য যে, গোপন আমলে উৎসাহিত করছি মানে এই নয় যে, প্রকাশ্যে নেক আমল করা যাবে না। অবশ্যই করা যাবে। এর প্রমাণও সাহাবাদের মধ্যে অহরহ আছে। তবে গোপন আমল উত্তম। গোপন আমলে ইখলাস থাকে বেশি।

প্রকৃত সফল ব্যক্তি কে?

পৃথিবীর এমন কোনো মানুষ নেই, যে সফলতা চায় না। এ সফলতা একেকজন একেক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ধারণ করে। কেউ দুনিয়ার প্রচুর সম্পদ, নারী, গাড়িবাড়ি, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদির মাধ্যমে নির্ধারণ করে। কেউ আবার সুস্বাস্থ্যকে নির্ধারণ করে। কেউ আবার অন্যকিছু। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের সফলতা কিসে, তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন শুধু ধোঁকার সামগ্রী। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৮৫]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে এক বেত পরিমাণ জায়গা দুনিয়া ও তাতে যা আছে তার থেকে উত্তম। তার পর তিনি উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলেন।[১১৬]

সুন্দর মৃত্যু কামনা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, ধারণাভিত্তিক কথাই হলো সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। তোমরা একে অপরের দোষ

---

[১১৬]. তিরমিজি : ৩০১৩

অনুসন্ধান করো না। পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ করো না এবং পরস্পর দুশমনি করো না, বরং তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে যাও।[১১৭]

ইমাম আশ শাফিঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি সুন্দর মৃত্যু কামনা করে, সে যেন মানুষের ব্যাপারে ভালো ধারণা পোষণ করে।[১১৮]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ.

মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তারা মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। [সুরা হুজুরাত, আয়াত :১২]

গুনাহের ছোট আজাব

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, গুনাহসমূহের জন্য এতটুকু শাস্তিই যথেষ্ট যে, সেগুলো তোমাকে আল্লাহর ইবাদত করা থেকে বিরত রাখে, অথচ তোমার ইচ্ছা ছিলো আল্লাহর ইবাদত করার।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সাবধান! তোমরা গোনাহকে তুচ্ছজ্ঞান করবে না। কেননা, কারো গুনাহ জমতে থাকলে শেষ পর্যন্ত তাকে ধ্বংস করে ফেলবে।[১১৯]

ইমাম আশ শাফিঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন—গুনাহ ও অহেতুক কাজ পরিহার করলে অন্তরে নুর (আলো) আসে। তুমি কম খাও, নির্জনতা অবলম্বন করো এবং নির্বোধ ও

[১১৭]. বুখারি, আস-সহিহ: ৪৮৪৯, ৫১৪৩
[১১৮]. শারানি, আত ত্ববাকাতুল কুবরা: ১/৯৪
[১১৯]. আহমাদ, আল-মুসনাদ: ৩৮১৮; আলবানি, সিলসিলা সহিহাহ: ৩৮৯

জালেম থেকে দূরে থাকো। অহেতুক কথা বললে জবানকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে না, বরং জবানই তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করবে।[১২০]

সর্বোত্তম দান কোনটি

আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, সর্বোত্তম দান কোনটি?

তিনি বললেন, সামান্য অর্থকড়ির মালিক হয়েও দান করা এবং অভাবী লোককে গোপনে দান করা।[১২১]

ইমাম সুফিয়ান সাওরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ধোঁকা হিসেবেই মানুষকে দুনিয়ার সম্পদ দেওয়া হয় আর পরীক্ষা করার জন্যই তা গুটিয়ে নেওয়া হয়।'[১২২]

মানুষ যদি বিপদগ্রস্ত না হতো

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, দুনিয়ার দুঃখকষ্ট আর বিপদাপদ যদি না থাকতো, তবে বান্দাকে অহংকার, গর্ব ও হৃদয়ের কাঠিন্য এমনভাবে পেয়ে বসতো যে, এগুলো তার দুনিয়া ও আখিরাতের পতনের কারণ হয়ে যেতো।[১২৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়, হে আল্লাহর রাসুল! দুনিয়াতে সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত কে?

উত্তরে তিনি বলেন, নবিগণ। অতঃপর যারা (বৈশিষ্ট্যে) তাঁদের নিকটবর্তী, অতঃপর যারা তাঁদের নিকটবর্তী। মানুষকে তার দ্বীন অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়। দ্বীনি অবস্থান পাকাপোক্ত হলে পরীক্ষা কঠিন হয়। দ্বীনি অবস্থান দুর্বল হলে পরীক্ষাও শিথিল হয়। বিপদ-আপদ ঈমানদার ব্যক্তিকে পাপশূন্য করে দেয়। একসময় সে দুনিয়াতে নিষ্পাপ অবস্থায় বিচরণ করতে থাকে।[১২৪]

হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

---

১২০. জাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১০/৯৮
১২১. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৫/১৭৬
১২২. আবু নুআইম, হিলয়াতুল আউলিয়া: ৭/৭১
১২৩. আত-তিব্বুন নাবাবি: পৃষ্ঠা ১৯১
১২৪. আলবানি, সহিহুল জামি: ৯৯২

কাউকে তোমার সঙ্গে দুনিয়ার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করতে দেখলে তুমি তার সঙ্গে আখিরাতের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা কর।[১২৫]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ খুব সুন্দর বলেছেন, যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে, তাদের জন্য কষ্টকর সকল কাজই সহজ হয়ে যায়, যখন তারা জানেন যে, আল্লাহ তাদেরকে শুনছেন।[১২৬]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

কোনো বিপদ-মুসিবতই আল্লাহর হুকুম ছাড়া আসে না। [সুরা তাগাবুন, আয়াত : ১১]

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.

বলে দিন, আল্লাহ আমাদের তাকদিরে যে কষ্ট লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত কোনো কষ্ট আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক। আর মুমিনদের তো আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত। [সুরা তাওবা, আয়াত : ৫১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিপদ যত মারাত্মক হবে, প্রতিদানও তত মহান হবে। আল্লাহ তাআলা যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন তখন তাদেরকে বিপদে ফেলে পরীক্ষা করেন। যে লোক তাতে (বিপদে) সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি বিদ্যমান। আর যে লোক তাতে অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি বিদ্যমান।[১২৭]

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

---

[১২৫]. লাতায়িফুল মাআরিফ, ২৬৮

[১২৬]. আল-ফাওয়াইদ, পৃষ্ঠা : ১১৯

[১২৭]. তিরমিজি : ২৩৯৬, ইবনু মাজাহ : ৪০৩১

আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো দুর্দশা দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূরকারী কেউ নেই। আর যদি কোনো কল্যাণ দ্বারা স্পর্শ করেন তবে তিনিই তো সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। [সুরা আনআম, আয়াত নং ১৭]

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

'আর যখন আমি অসুস্থ হই, তখন যিনি আমাকে আরোগ্য করেন'। [সুরা শুআরা, আয়াত নং ৮০]

মহান সালাফদের মণিমুক্তা

১. ইমাম সুফিয়ান আস সাওরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, দুটি বিষয়ের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছা যায় না—মানুষের সন্তুষ্টি ও সম্পদের লোভ।

আবু নুআইম, হিলয়াতুল আউলিয়া : ৭/২৭

২. ওয়াহাব বিন মিনাব্বিহ (রহ) বলেন, দুনিয়া ও আখেরাত উদাহরণ হলো দুই সতীনের ন্যায়। একজনকে খুশি করতে গেলে অবশ্যই অপরজন নারাজ হবে।

৩. আবু দারদা রহিমাহুল্লাহ বলেন, মহান রবের প্রতি বিনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে আমি দারিদ্র্য পছন্দ করি! আমার মহান রবের সঙ্গে মিলিত হওয়ার বাসনায় আমি মৃত্যু পছন্দ করি! আমার পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আমি অসুস্থতা ভালোবাসি!

৪. ইমাম শাফিঈর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো, অমুক আপনার ব্যাপারে মন্দ কথা বলছে। ইমাম শাফিঈ (রাহ.) তখন বলেন, যদি তুমি সত্য বলে থাকো, তবে তুমি তার গিবতকারী আর যদি মিথ্যা বলে থাকো, তবে তুমি ফাসিক অন্যায়কারী/প্রকাশ্য পাপাচারী।[১২৮]

৫. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেন—গুরুত্বপূর্ণ নেক কাজ দ্রুত করে ফেলো, যাতে তোমার এবং তার মাঝে কোনো বাধা চলে না আসে।[১২৯]

৬. হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন—কাউকে তোমার সঙ্গে দুনিয়ার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করতে দেখলে, তুমি তার সঙ্গে আখিরাতের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা কর।[১৩০]

[১২৮]. নাওয়াদিরুত তুরাস আল আরাবি
[১২৯]. ইবনুল জাওযি, মানাকিবু আহমাদ: ২৫
[১৩০]. লাতায়িফুল মাআরিফ, ২৬৮

বিয়েকে সহজ করুন

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব রাহিমাহুল্লাহ প্রখ্যাত তাবেঈ ছিলেন, তার একজন পরমা সুন্দরী ও পরহেজগার মেয়ে ছিল। খলিফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান তার ছেলে ওয়ালিদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার জন্য সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে, তার মেয়ে পরবর্তী খলীফার স্ত্রী হতে যাচ্ছে। অসীম ক্ষমতার অধিকারী হবে তার মেয়ে। কিন্তু ওয়ালিদের মধ্যে দ্বীনদারির অভাব লক্ষ্য করে তিনি খলিফার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তার ভয় ছিল, জোর করে তাঁর মেয়েকে নিয়ে যাওয়া হতে পারে। কিন্তু তিনি আল্লাহর ভয়ের উপর কারো ভয়কে প্রাধান্য দিলেন না। পরে তিনি দ্বীনদারি দেখে হতদরিদ্র বিপত্নীক ছাত্র আবু ওয়াদার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন। আবু ওয়াদা কাসির ইবনুল মুত্তালিব নিজেই বলেন, আমি নিয়মিত মসজিদে নববিতে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের দরসে উপস্থিত থাকতাম। আমার স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে আমি বেশ কিছুদিন ক্লাসে উপস্থিত থাকতে পারিনি। এই অবস্থা দেখে শায়েখ ধারণা করলেন হয়তো আমার কোনো বিপদ হয়েছে বা কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। উপস্থিত ছাত্রদেরকে তিনি আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, কেউ জবাব দিতে পারল না। দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকার পর আমি ক্লাসে ফিরলাম। শিক্ষক সাঈদ বিন মুসাইয়েব আমাকে অভ্যর্থনা করে অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইলেন। বললাম, বেশ কিছুদিন যাবত আমার স্ত্রী অসুস্থ ছিল। অসুস্থ অবস্থায় সে মারা গেছে। তার কাফন-দাফন ও জানাজা শেষ করে আজ ক্লাসে উপস্থিত হলাম। এত কিছু ঘটে গেছে, অথচ তুমি আগে কিছুই বলোনি? আগে জানালে আমরা তোমার স্ত্রীর জানাজায় উপস্থিত হতাম। তোমাকে সান্ত্বনা দিতে আমরা তোমার বাড়িতে যেতাম। আমি বললাম, জাজাকাল্লাহু খায়রান! আমি উঠে চলে যেতে চাইলে তিনি ইশারা করে বসতে বললেন।

লোকজন চলে যাওয়া পর্যন্ত বসেই রইলাম। এর পর তিনি বললেন, হে আবু ওয়াদা! আচ্ছা, নতুন বিয়ের ব্যাপারে কী ভাবছ? আমি বললাম, আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন। কে এখন আমার সঙ্গে তার মেয়ের বিবাহ দিবে? আমি এমন একজন যুবক যে এতিম অবস্থায় বড় হয়েছি ও দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করে জীবনযাপন করছি। আর আমার নিকট দুই কিংবা তিন দিরহামের বেশি অর্থও নেই। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব বললেন, তুমি কি এখন বিয়ে করতে চাচ্ছ? আমি চুপ করে রইলাম। কিছু একটা আঁচ করতে পেরে উস্তাদজি নিজেই বললেন, আমি আমার মেয়েকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাই। একথা শুনে আমার জবান বন্ধ হয়ে গেল।

পরক্ষণেই বললাম, আমার অবস্থা জানার পরেও আপনি আমার সঙ্গে আপনার মেয়েকে বিয়ে দিতে চাচ্ছেন? হ্যাঁ, আমাদের নিকট যখন এমন কেউ আসে যার দ্বীনদারি এবং উত্তম চরিত্রে আমরা খুশি। আমরা তার সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দিয়ে দেই। তুমি আমার নিকটে পরহেজগারিতা এবং উত্তম চরিত্রে উপযুক্ত। তিনি আমাদের নিকটতম লোকদেরকে ডাকলেন। তারা উপস্থিত হলে তিনি হামদ্-সানা ও দরুদ পাঠ করে (বিয়ের খুতবা পাঠ করে) তার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে পড়িয়ে দিলেন। আর এই বিয়েতে মোহর নির্ধারণ করলেন দুই দিরহাম বা তিন দিরহাম।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিয়েটা হয়ে গেল। আনন্দে আমি বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। নানা কথা ভাবতে ভাবতে আমি বাড়িতে ফিরলাম। সেদিন আমি সায়েম ছিলাম। কিন্তু সিয়ামের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। নিজেকে ভৎর্সনা করছিলাম। মনে মনে বলছিলাম, হে আবু ওয়াদা, তুমি কি করলে? কার নিকট অর্থ ধার করবে? কার নিকট সম্পদ চাইবে? সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে মাগরিবের সময় হয়ে গেল। ফরজ সালাত আদায় করে ইফতারের কথা মনে পড়ল। ঘরে সামান্য খাবার ছিল। একটি রুটি আর তেল। এক বা দুই লোকমা মুখে না দিতেই কেউ যেন দরজায় করাঘাত করল। কে এলো এই সময়ে? জানতে চাইলাম। উত্তর এলো, সাঈদ। আল্লাহর কসম! ভাবছিলাম, কোনো সাঈদ? কয়েকজন সাঈদের কথা মনে পড়ল। দরজা খুলে দেখি, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব রাহিমাহুল্লাহ! অথচ সাঈদ নামের কতজনের কথা মাথায় এসেছে। কিন্তু ইবনুল মুসাইয়েবের কথা একবারও আমার মাথায় আসেনি। কারণ গত চল্লিশ বছর যাবত তাঁর গমনক্ষেত্র ছিল বাসা থেকে মসজিদ আর মসজিদ থেকে বাসা। এ দীর্ঘ সময়ে এর বাইরে অন্য কোনো পথ তিনি মাড়াননি। মনের মধ্যে সন্দেহ ও ভয় ঘুরপাক খাচ্ছিল। কোনো ঘটনা ঘটে গেছে নাকি? বললাম, হে আবু মুহাম্মাদ! আমাকে খবর দিলেই তো আমি আপনার নিকট হাজির হতাম। তিনি বললেন, এখন তো আমাকেই তোমার কাছে আসতে হবে। আমি বললাম, দয়া করে ভিতরে আসুন। তিনি বললেন, না। আমি এক বিশেষ কাজের জন্য এসেছি। আমি বললাম, আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন? বলুন কি জন্য এসেছেন? তিনি বললেন, ইসলামি শরিয়ত মোতাবেক আমার

মেয়ে সকাল থেকে তোমার স্ত্রী হয়ে গেছে। আমি জানি তোমার দুঃখে সঙ্গ দেওয়ার মতো কেউ নেই। তাই আমি অপছন্দ করলাম যে, তুমি এক স্থানে রাত্রিযাপন করবে আর তোমার স্ত্রী অন্যত্র রাত কাটাবে। সেজন্য আমি তাকে নিয়ে এসেছি। আমি বললাম, তাকে নিয়ে এসেছেন? আমার তো প্রস্তুতি নেই! হয়তো সেও প্রস্তুত ছিল না। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাকাতেই দেখলাম তার পিছনে একজন সুন্দরী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, মা, তুমি আল্লাহর নাম ও বরকতে তোমার স্বামীর গৃহে প্রবেশ কর। যখন মেয়েটি বাড়িতে প্রবেশের ইচ্ছা করল, তখন সে লজ্জায় মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। আমি তার সামনে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। এর পর মেয়েকে বাড়িতে প্রবেশ করিয়ে নিজেই দরজা লাগিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। আমি দ্রুত রুটি ও তেলের নিকট গিয়ে তা আলো থেকে দূরে সরিয়ে রাখলাম। যাতে সে তা দেখতে না পায় এবং তা দ্বারা রাতের খাবার শেষ করতে পারি। এর পর ছাদের উপরে উঠে চিৎকার করে প্রতিবেশীদের আহবান করলাম। তারা এসে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে? আমি বললাম, আজকে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব মসজিদে আমার সঙ্গে তার মেয়ের বিবাহ দিয়েছেন। তিনি হঠাৎ করেই আমার স্ত্রীকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসেছেন। আপনারা তাকে সঙ্গ দিয়ে আনন্দ দিন। আমার মাকেও ডাকলাম। তিনি আমার বাড়ি থেকে বেশ দূরে অবস্থান করতেন। একজন বৃদ্ধা বলল, তোমার ধ্বংস! তুমি কি বলছ, তা জান? সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব তোমার সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন? আবার নিজে এসে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছেন? অথচ তিনি ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন? আমি বললাম, এই যে, হ্যাঁ সে আমার বাড়িতেই আছে। তারা অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতে থাকল। এরপর প্রতিবেশীরা বাড়িতে আসল। তারা আমাকে বিশ্বাসই করতে পারছিল না। তারা তাকে অভ্যর্থনা জানাল এবং বিভিন্নভাবে আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করল। সাঈদের কন্যাকে বিয়ে করেছি শুনে আমার মাও রাতের বেলায় চলে এলেন। আর এসেই হুকুম জারি করলেন, তোর জন্য আমার মুখ দেখা হারাম হয়ে যাবে, যদি তিন দিনের আগে বউয়ের কাছে আসিস। সাঈদের কন্যা বলে কথা! ওকে একটু আদরযত্ন করি। সাজিয়ে গুছিয়ে নেই। তারপর সাজগোজ শেষ হলে তিনদিন পর তুই ওকে দেখবি। সে মদিনার সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা।

তিন দিন শেষ হলো। বাসর ঘরে ঢুকে দেখি, মদিনার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটি খাটে বসা। দুই একদিন যাওয়ার পর এ-ও বুঝলাম, শুধু রূপ লাবণ্যেই নয়, আল্লাহর কিতাব কুরআনের জ্ঞানে জগৎ সেরা, রাসুলের বহু হাদিসের হাফেজা, স্বামীর অধিকারের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ও ফিকহ-এর জ্ঞানেও সে অনন্যা। সর্বোপরি সে অনিন্দ্য সুন্দরী।

এভাবে দীর্ঘ একমাস চলে গেল। এর মধ্যে তার পিতা বা তার কোনো আত্মীয় কিংবা আমার পরিবারের কেউ আমাকে দেখতে আসেনি। একদিন শায়খের দরসে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সালাম দিলাম। তিনি সালামের উত্তর দিলেন। কিন্তু কোনো কথা বললেন না। যখন মজলিস শেষ হলো তখন আমি ও তিনি ব্যতীত কেউ ছিল না। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু ওয়াদা! তোমার স্ত্রীর কী অবস্থা, সে কেমন আছে? বললাম, সে এমন অবস্থায় আছে, যে অবস্থাকে বন্ধু পছন্দ করে ও শত্রু ঘৃণা করে। তিনি বললেন, আলহামদুলিল্লাহ। আমি যখন বাড়িতে ফিরে আসলাম, দেখলাম তিনি আমার পরিবারের সহযোগিতার জন্য অঢেল সম্পদ (কোনো কোনো বর্ণনা মতে বিশ হাজার দিরহাম) প্রেরণ করেছেন।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব রাহিমাহুল্লাহ-এর কর্মকাণ্ড কতই না বিস্ময়কর! তিনি দুনিয়াকে পরকালের বাহন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি নিজের ও পরিবারের জন্য পরকালকে ক্রয় করেছেন। তিনি আমিরুল মুমিনিন আবদুল মালেকের ছেলেকে যোগ্য মনে করলেন না। তার সঙ্গীসাথীরা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি আমিরুল মুমিনিনের ছেলেকে প্রত্যাখ্যান করলেন। অথচ একজন সাধারণ হতদরিদ্র যুবকের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিলেন। এর কারণ কি? উত্তরে তিনি বললেন, দেখুন আমার কন্যা আমার স্কন্ধে অর্পিত একটি আমানত। আমি পরহেজগার ও যোগ্যপাত্রের নিকট তাকে পাত্রস্থ করেছি। তাকে বলা হলো, কীভাবে? যার নিকট মাত্র দুটি দিরহাম রয়েছে। খাবার হলো তেল ও একটি রুটি। বাড়ি হলো একটি কুঁড়েঘর। খলিফার ছেলে তাকে প্রস্তাব দিয়েছিল। সে তো তার জন্য উত্তম ছিল।

তিনি বললেন, তোমাদের কী ধারণা? সে যখন বনু উমাইয়াদের প্রাসাদে গমন করত এবং বিভিন্ন মূল্যবান পোশাকে নিজেকে আচ্ছাদিত করত, আর সামনে, পিছনে ও ডানে-বামে দাসদাসীরা ঘুরাঘুরি করত, এরপর নিজেকে মনে করত খলিফার স্ত্রী। সেইদিন তার দ্বীন কোথায় যেত?

উল্লেখ্য যে, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব তার মেয়ের বিবাহ আবদুল মালেক বিন মারওয়ানের ছেলের সঙ্গে না দেওয়ার কারণে তাকে শীতের দিনে একশটি বেত্রাঘাত করা হয়েছিল। তার উপর এক কলস পানি ঢালা হয়েছিল এবং পশমের জুববা পরানো হয়েছিল।[১৩১]

---

[১৩১]. জাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা ৫/১৩২; ইবনুল জাওজি, আল-মুন্তাজাম ৬/৩২৫; ইবনু খাল্লিকান

আল্লাহ কখন সম্মান বৃদ্ধি করে দেন

মানুষের কাছে সম্মানিত হওয়ার জন্য টাকাপয়সা, ধনসম্পদ উপার্জন ডিগ্রি গাড়িবাড়ি অনেক কিছুই করে থাকি। কিন্তু আল্লাহ কখন আমাদের সম্মানিত করেন, আমাদের অনেকের সেটা অজানা।

আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি কি তোমাদের বলব না, আল্লাহ তাআলা কি দিয়ে গুনাহ মুছে দেন এবং মর্যাদা বাড়িয়ে দেন? সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হ্যাঁ, বলে দিন। তিনি বললেন, কষ্ট থাকার পরেও ভালোভাবে ওজু করা, মসজিদের দিকে বেশি বেশি যাতায়াত করা এবং নামাজ শেষ করে পরবর্তী নামাজের জন্য অপেক্ষায় থাকা। আর এটাই হলো রিবাত অর্থাৎ প্রস্তুতি।[১৩২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার ওপর দশবার রহমত নাজিল করবেন। এতদ্ব্যতীত তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করা হবে এবং দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হবে।[১৩৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, কেয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে আমার ওপর অধিক দরুদ পাঠ করবে।[১৩৪]

আপনার কোনো কষ্টই বিফলে যাবে না!

প্রতিটি কষ্টের বিনিময়েই আল্লাহ তাআলা মুসলিম ব্যক্তির গুনাহগুলো মুছে দেন, সম্মান বৃদ্ধি করে দেন।

আল্লাহ তাআলা চান আমরা তার নিয়য়ামত পরিপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করি। হয়তো আমাদের ইবাদতের মাধ্যমে আমরা জান্নাতের উচ্চ মাকামে পৌঁছাতে পারবো না। তাই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুঃখ কষ্ট নিয়ে আমাদের গুনাহ মুছে দেন এবং জান্নাতের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। তাই দুঃখকষ্ট স্পর্শ করলে হতাশ হবেন না। আশা রাখুন! আপনার রব এর বিনিময়ে হয়তো আপনার গুনাহগুলো মুছে দেবেন। যেই গুনাহগুলোর জন্য হয়তো জাহান্নামে যেতে হতো।

[১৩২]. সহিহ জামে, আত-তিরমিজি, হাদিস নং-৫১
[১৩৩]. সুনানে নাসায়ি : ১৩০৫
[১৩৪]. তিরমিজি : ৪৮৬

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—যেকোনো মুসলিম দুঃখকষ্টে পতিত হয়, তা একটা কাঁটা কিংবা আরও ক্ষুদ্র কিছু হোক না কেন, এর মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহগুলোকে মুছে দেন, যেমন গাছ থেকে পাতাগুলো ঝরে পড়ে।[১৩৫]

আল্লাহ নিকট সব চাইতে পছন্দের আমল

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় সেই আমল, যা নিয়মিত করা হয়। যদিও তা পরিমাণে কম হয়।[১৩৬]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ " مَنْ هَذِهِ ". قَالَتْ فُلاَنَةُ. تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا. قَالَ " مَهْ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لاَ يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا ". وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার তার নিকট আসেন, তার নিকট তখন এক মহিলা ছিলেন। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা উত্তর দিলেন, অমুক মহিলা, এ বলে তিনি তার সালাতের উল্লেখ করলেন। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, থাম! তোমরা যতটুকু সামর্থ্য রাখ, ততটুকুই তোমাদের করা উচিত। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত সওয়াব দিতে বিরত হন না, যতক্ষণ না তোমরা নিজেরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়। আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় আমল সেটাই, যা আমলকারী নিয়মিত করে থাকে।[১৩৭]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

---

[১৩৫]. সহিহ আল বুখারি, হাদিস নং ৫৬৪৮

[১৩৬]. বুখারি: ৬৪৬৪, মুসলিম: ১৮৬৬

[১৩৭]. ১১৫১; মুসলিম ২/৩১ হাঃ ৭৮৫, আহমাদ ২৪৯৯

اَلَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَائِمُوْنَ

সফলকাম তারা, যারা তাদের নামাজে সদা নিয়মানুবর্তিতা অবলম্বনকারী। [সুরা মায়ারিজ, আয়াত : ২৩]

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَىُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ " إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ". قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ". قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ " حَجٌّ مَبْرُورٌ.

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন আমলটি উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। জিজ্ঞেস করা হলো, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। প্রশ্ন করা হলো, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, মাকবুল হজ সম্পাদন করা।[১৩৮]

যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের নামাজ শুরু করে ছেড়ে দেয়, তার সম্পর্কে আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন:

يَا عَبْدَ اللهِ، لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ

'হে আবদুল্লাহ! তুমি অমুক লোকের মতো হয়ো না, যে রাত জেগে ইবাদত করত, পরে বাদ দিয়েছে।'[১৩৯]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবি আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে।

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার নিকট অন্য সকল কিছু হতে অধিক প্রিয় হওয়া;

২. কাউকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা;

৩. কুফরিতে প্রত্যাবর্তনকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার মতো অপছন্দ করা।[১৪০]

---

১৩৮. ১৫১৯; মুসলিম ১/৩৬ হাঃ ৮৩
১৩৯. সহিহ বুখারি : ১১৫২

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ. فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الْحَيَا ـ أَوِ الْحَيَاةِ، شَكَّ مَالِكٌ ـ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً ". قَالَ وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرٌو " الْحَيَاةِ ". وَقَالَ " خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ .

আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতবাসী জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বলবেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান আছে, তাকে জাহান্নাম হতে বের করে আনো। তারপর তাদের জাহান্নাম হতে এমন অবস্থায় বের করা হবে যে, তারা (পুড়ে) কালো হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের বৃষ্টিতে বা হায়াতের [বর্ণনাকারী মালিক (রহ) শব্দ দুটির কোনটি এ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন] নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তারা সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন নদীর তীরে ঘাসের বীজ গজিয়ে উঠে। তুমি কি দেখতে পাও না সেগুলো কেমন হলুদ বর্ণের হয় ও ঘন হয়ে গজায়? (উহাইব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমর রাহিমাহুল্লাহ আমাদের কাছে حيا-এর স্থলে حياة এবং خردل من ايمان এর স্থলে خردل من خير বর্ণনা করেছেন।[১৪১])

[১৪০]. মুসলিম ১/১৫ হাঃ ৪৩, আহমাদ ১২০০২

[১৪১]. মুসলিম ১/৮২ হাঃ ১৮৪

অজান্তে মুমিনের আমল বিনষ্ট হবার ভয়

ইবরাহিম তায়মিয় রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমার আমলের সঙ্গে যখন আমার কথা তুলনা করি, তখন আশঙ্কা হয়, আমি না মিথ্যাবাদী হই। ইবনু আবু মুলায়কা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন ত্রিশজন সাহাবিকে পেয়েছি, যারা সকলেই নিজেদের সম্পর্কে নিফাকের ভয় করতেন। তারা কেউ এ কথা বলতেন না যে, তিনি জিবরিল আলাইহিস সালাম ও মিকাইল আলাইহিস সালাম-এর তুল্য ঈমানের অধিকারী। হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত। নিফাকের ভয় মুমিনই করে থাকে। আর কেবল মুনাফিকই তা থেকে নিশ্চিত থাকে। তওবা না করে পরস্পর লড়াই করা ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে সতর্ক থাকা। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

এবং তারা (মুত্তাকিরা) যা করে ফেলে, জেনে-শুনে তার পুনরাবৃত্তি করে না। [সুরা আল ইমরান, আয়াত : ১৩৫]

সমাপ্ত

ভালোবাসা। ছোট্ট এই শব্দটি মহান আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত। ভালোবাসায় বদলে যায় মানুষের জীবন। কিন্তু সেই ভালোবাসা যদি হয় বান্দার সঙ্গে রবের ভালোবাসা। তাহলে ভাবুন কেমন হতে পারে আপনার আমার জীবন।

দুনিয়ার জীবনে মানুষের সামান্য ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আমরা কি না করে থাকি! মানুষের ভালোবাসা প্রাপ্তির আশায় কত মিথ্যা পন্থাই না আমরা অবলম্বন করি! কিন্তু রবের ভালোবাসা পেতে আমরা কতটা তৎপর; তা একবার ভেবে দেখেছেন?

অথচ আল্লাহর ভালোবাসার সুধা পান করার সৌভাগ্য যাদের হবে, তাদের কীভাবে আপ্যায়ন করানো হবে তার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্ বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا -خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَل.

‘নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে, তাদের আপ্যায়নের জন্য জান্নাতুল ফিরদাউস প্রস্তুত করা আছে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং সেখান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে চাইবে না’ [সুরা কাহফ, আয়াত : ১০৭-১০৮]

‘দ্যা রিয়েল লাভ’ শিরোনামের বইটি আমাদের নিয়ে যাবে সে পথেই, যে পথে মিলবে রবের ভালোবাসা। যে ভালোবাসাই খাঁটি ভালোবাসা। বান্দার সঙ্গে রবের ভালোবাসা।